মিশরযাত্রী বাঙ্গালী।

শ্রীশ্যামলাল মিত্র
প্রণীত।

বেথুন স্কুলের প্রধান শিক্ষক
শ্রীআদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা

৮১ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে,
শ্রীমণিমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৯১ সাল।

স্বদেশবাসী, বঙ্গীয় সাহিত্যানুরাগী,
পাঠকবর্গের করপল্লবে এই সামান্য
পুস্তকখানি গ্রন্থকারের প্রীতির
চিহ্ন স্বরূপ সাদরে
অর্পিত হইল।

ভূমিকা।

"মিশরযাত্রী বাঙ্গালী" পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের মিশর যুদ্ধে এক জন বাঙ্গালী ভদ্র-লোক ভারতসেনার সহিত মিশরে গিয়া স্বচক্ষে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, কিছুদিন পূর্ব্বে তাহা "সঞ্জীবনী" সংবাদ পত্রের স্তম্ভে প্রকাশিত হইয়াছিল। এক্ষণে তাহাই সংশোধিত, পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া বর্ত্তমান আকারে পুনর্মুদ্রিত হইল। ইহা অনুবাদও নহে, মিথ্যা কল্পনাও নহে; প্রত্যক্ষ ঘটনার চিত্র। অথচ ইহাতে এমন সকল ব্যাপার বর্ণিত হইয়াছে যাহা কল্পিত উপন্যাসের ন্যায় কৌতূহলোদ্দীপক ও চিত্তাকর্ষক।

বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ ধরণের পুস্তক এই প্রথম প্রকাশিত হইল। এই পুস্তকের লেখক ভিন্ন কোনও বাঙ্গালী এ পর্য্যন্ত সমুদ্র পার হইয়া দূরদেশে যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করেন নাই। আমরা জানি বিগত কাবুল যুদ্ধে দুই চারিজন বাঙ্গালী উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা নিজ নিজ ভ্রমণবৃত্তান্ত এ পর্য্যন্ত লিপিবদ্ধ করেন নাই।

গ্রন্থকার সমরব্যাপার ভিন্ন মিশরের আরও অনেক দ্রষ্টব্য পদার্থ দেখিয়া আসিয়াছেন এবং সে সমুদায়ও যথাসাধ্য চিত্রিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। মিশর পিরামিডের দেশ, মিশর ভারতের ন্যায় অনেকদিনের সুসভ্য দেশ। মিশর প্রাচীন ফেরোয়া নরপতিগণের এবং গ্রীক, রোমক ও আরবদিগের কীর্ত্তিকলাপ আজিও সগর্ব্বে নিজবক্ষে ধারণ করিতেছে। এই জন্য আশা করা যায় যে, "মিশরযাত্রী বাঙ্গালী" বঙ্গীয় পাঠকদিগের নিকট নিতান্ত অনাদরের বস্তু হইবে না। তবে বলা যায় না, হয়ত উপ-

ন্যাসপ্লাবিত বঙ্গভূমে এরূপ প্রকৃত ঘটনার চিত্র সাধারণ পাঠকের ভাল না লাগিতেও পারে।

সে যাহা হউক "মিশরযাত্রী বাঙ্গালী" বঙ্গীয় সাহিত্য ভাণ্ডারে স্থান পাইবার নিতান্ত অযোগ্য হইবে না মনে করিয়াই আমরা এই পুস্তক প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়াছি। আশা করি পাঠকবর্গ গ্রন্থকারকে উপযুক্ত উৎসাহ দানে কথনই বিরত হইবেন না।

কলিকাতা,
বেথুন স্কুল।
৮ই আশ্বিন; ১২৯১ সাল।

শ্রীআদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়।
প্রকাশক।

মিশরযাত্রী বাঙ্গালী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বোম্বাই ও আরব সাগর।

পঞ্জাব হইতে বোম্বাই যাত্রা, বোম্বাই হইতে মধ্য আরব সাগর হইয়া আদম (Aden), আদম হইতে সুয়েজ (SuezCanal), সুয়েজ হইতে ইস্‌মেলিয়া (Port Ismalia), তথা হইতে নানা গ্রাম, নগর, জনপদ, মরুভূমি পার হইয়া বিচিত্র সৌন্দর্য্যময়ী মহানগরী কাইরোর (Cairo) শোভা পর্য্যবেক্ষণ, প্রত্যক্ষ সমরদর্শন, মন্দির শ্রেষ্ঠ দ্বাদশ পীরামীড (Twelve Pyramids), মহা নদ নীল, অপূর্ব্ব সামুদ্রিক শোভা ইত্যাদি, এবং ভারতবর্ষ হইতে কিরূপে মিশর গিয়াছিলাম, জাহাজে কিরূপে দিন কাটাইলাম, মিশরে যাইয়া কি রূপ যুদ্ধেব আয়োজন দেখিয়াছিলাম, তথাকার রাজনীতি, সমাজনীতি, বিদেশীয়দিগের প্রতি ব্যবহার, নগরশোভা, স্বভাবসৌন্দর্য্য প্রভৃতি বিষয় ক্রমশঃ বিবৃত হইবে।

এই বহু ঘটনাপূর্ণ ভ্রমণবৃত্তান্তটী প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে পাঠকবৃন্দের নিকট আমার বিনীত প্রার্থনা এই যে, যেন তাঁহাবা ইহা নীরস, দুঃখসঙ্কুল, লোমহর্ষণ ঘটনাবলীতে পরিপূর্ণ দেখিয়া হঠাৎ বিরক্ত হইয়া না উঠেন; ইহাতে প্রণয়োচ্ছ্বাস, মধুর কবিসংগীত, কমনীয় প্রেমকাহিনীর সমাবেশ নাই দেখিয়া যেন ইহার আদ্যন্ত পাঠে একেবারে বিরত না হন।

ইহাতে দেখিতে পাইবেন, কেমন করিয়া কর্ত্তব্যের অনুরোধে অমূল্য জীবন উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল; কেমন করিয়া দয়াময় ঈশ্বর

জননীর ন্যায় বহুবিপদসঙ্কুল স্থান হইতে সন্তানকে রক্ষা করিয়াছিলেন; কেমন করিয়া দিনে নিশীথে অগণনীয় ভারতবীর অপরিমেয় ক্লেশরাশি নির্ভীক চিত্তে বহন করিয়া কর্ত্তব্য সাধন করিয়াছিল।—আমি এ সকল এখনও যুগপৎ প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। সমরোন্মত্ত সেনানিচয়ের উৎসাহনিনাদ, অশ্বারোহীর দ্রুত অশ্বচালনা, সেনাপতি বৃন্দের জ্বলন্ত উৎসাহ বাক্য, সুশিক্ষিত বাদ্যকরগণের সমরোন্মাদকর রণবাদ্য, রণসাজে সজ্জিত অশ্বের হ্রেষারব, ভারবাহী উষ্ট্রের চীৎকারধ্বনি, অশ্বতরীর ঘোর কর্কশ শব্দ, স্থানে স্থানে জেতা বিজিতের সম্মিলন ও গভীর হৃদয়োচ্ছ্বাস, কোথাওবা রণাহত অর্দ্ধমৃত সেনানীর হৃদয়ভেদী কাতর ক্রন্দন, কোন স্থানে বিপত্তমুক্ত অশ্বারোহীর অপূর্ব্ব আনন্দমিশ্রিত হৃদয়ের প্রার্থনা ও ঈশ্বরের প্রতি প্রগাঢ় কৃতজ্ঞতা, শবরাশি, শ্মশান, রক্তময়ী প্রবাহিণী, হঠাৎ অসংখ্য সেনা সমাগমে ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন সমর ভূমি, যুগপৎ আগ্নেয়াস্ত্রপ্রয়োগে আলোকময়ী বিজলী খেলা, রণজয়ী রাজ্যচ্যুত মিশরভূপের পুনঃ রাজ্যাধিষ্ঠান এবংবিধ নানা ঘটনা আমার হৃদয়ে অঙ্কিত রহিয়াছে।

আমি দ্বিতীয় কাবুলযুদ্ধে গিয়াছিলাম। তথা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া দুই বৎসর বিশ্রাম করি। তারপর আবার ১৮৮২ সনের জুলাই মাসে স্বীয় স্থায়ী কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া মিশরযাত্রী সৈন্যগণের সঙ্গী হইলাম। প্রিয়তম আত্মীয় বন্ধুদিগের নিকট সজল নয়নে বিদায় গ্রহণ করত শ্রদ্ধেয় পিতা, স্নেহের ভাই ভগিনী, এবং স্ত্রীর অশ্রুসিক্ত প্রেমমূর্ত্তি পশ্চাতে রাখিয়া মিশর যুদ্ধে যাত্রা করিলাম।

আগষ্ট মাসের ১ম সপ্তাহে সন্ধ্যার সময় বিচিত্র শোভাময়ী বোম্বাই নগরীতে পদার্পণ করি। বোম্বাই ও করাচী হইয়া ভারতবর্ষীয় সেনাদিগকে জাহাজে আরোহণ করিতে হইয়াছিল। চারিদিক্ হইতে সৈন্যসমাগমে, প্রচুর রূপে যুদ্ধ সামগ্রীর আয়োজনে এবং

বন্দরে বন্দরে রণতরীনিচয়ের পতাকামালায় বোম্বাই এমন এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছিল যে, তাহা বর্ণন করা দুঃসাধ্য। বাস্তবিক বোম্বাই সহর দেখিতে অতি চমৎকার। প্রায় চারি দিক্ সমুদ্র-বেষ্টিত। হরিদ্বর্ণের বৃক্ষলতাচ্ছাদিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় শ্রেণী নিকটে থাকায় স্বভাবশোভা সমধিক বিকসিত হইয়াছে। সহরের ভিতরটী আরও পরিপাটী; উচ্চ উচ্চ সৌধমালা এবং প্রাসাদ শ্রেণী তাহার ধনপ্রাচুর্য্য প্রকাশ করিতেছে। সহরের মধ্যে এমন পথ নাই যেখান দিয়া ট্রামওয়ে, গ্যাসালোক-স্তম্ভ এবং নলপ্রবাহিত জলের কল যায় নাই। বিচিত্র বিচিত্র রাজ-উদ্যান, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দাতব্য চিকিৎসালয়, বিদ্যালয় প্রভৃতির সংখ্যা কুত্রাপি এত অধিক দেখা যায় না। রাজকীয় নূতন বাজারটী অতি মনোহর। পঞ্জাব প্রদেশ যেরূপ শীত গ্রীষ্মের আধিক্যের জন্য বিখ্যাত, বোম্বাই তদ্রূপ শীতাতপের সমতুল্যতার জন্য প্রসিদ্ধ।

তিন মাসের উপযুক্ত খাদ্য সামগ্রী ও যাবতীয় অবশ্য প্রয়োজনীয় বস্তু সঙ্গে লইয়া জাহাজ বেলা ৯ টার সময় বন্দর ত্যাগ করিল। ইহাতে একজন কাপ্তেন, একজন বাঙ্গালী কেরাণী; একজন ট্রান্স-পোর্ট কর্ম্মচারী, একজন সার্জ্জন, একজন এপথিকারী, একজন নেটীব ডাক্তার, একজন গোমস্তা, তিন জন পারভেয়ার, একজন রেসালদার, এক দল অশ্বারোহী সেনা, ১০১ জন নিম্ন শ্রেণীর কর্ম্মচারী, ৬৫টী রণ অশ্ব এবং ৩৮৭টী অশ্বতরী ছিল। এতদ্ব্যতীত জাহাজের কর্ম্মাধ্যক্ষগণ ও উচ্চ শ্রেণীর কর্ম্মচারিগণের সঙ্গে ভৃত্য ছিল। জাহাজ বাস কিরূপ সুখের বা দুঃখের হইয়াছিল, জাহাজে কিরূপে দিন কাটাইতাম, কিরূপ আহারে জীবন ধারণ করিতাম, বিশ্রামের জন্য কেমন স্থান পাইয়াছিলাম ক্রমশঃ বিবৃত করিব।

১৮৮২ সনের আগষ্ট মাসের শেষ সপ্তাহে আমরা "বম্বে প্রিন্সেস্ ডক্" হইতে জাহাজারোহণ করত মিশর যাত্রা করি। প্রাতঃকালে

প্রিন্সেস্‌ডকে তদ্দিবসীয় মিশরযাত্রী সকলে উপস্থিত হইলে, প্রথমে কপিকল দ্বারা অশ্বদিগকে একে একে, পরে অশ্বতরীদের দুইটী করিয়া একেবারে, এবং এইরূপে সমুদায় দ্রব্যাদি ক্রমে ক্রমে জাহাজোপরি উপস্থিত করা হইল। এ সকল সম্পন্ন করিতে বেলা প্রায় ৯টা বাজিয়া গেল। জাহাজ ঠিক ১০॥ টার পর বন্দর ছাড়িবে। আরোহিগণ ঐ সময় আত্মীয়দিগের নিকট বিদায় লইবার জন্য নীচে অবতরণ করিলেন। ঐ কালে যে একটী করুণ দৃশ্য দেখিয়াছিলাম, তাহা এ জীবনে কখনও বিস্মৃত হইব না। সেই উচ্চ হৃদয়ভেদী ক্রন্দনধ্বনি এখনও যেন আমার কর্ণকুহরে শব্দায়মান হইতেছে। যুদ্ধগামী কর্ম্মচারী ও তাঁহাদের আত্মীয়বন্ধুগণের আকুল ক্রন্দনধ্বনি প্রিন্সেস্ ডকের উচ্চচূড়া ভেদ করিয়া আকাশে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল; গমনার্থী আরোহীরা অবশেষে সাহসে হৃদয় বাঁধিয়া শোকাকুল বন্ধুদিগের সান্ত্বনার জন্য কতই যুক্তি, আশা ও ভালবাসা দেখাইতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুতেই তাঁহাদের হতাশমেঘাচ্ছন্ন হৃদয়াকাশে শান্তিসূর্য্য আনয়ন করিতে সক্ষম হইলেন না। পরিশেষে যাত্রিগণ যে অমানুষিকশক্তি প্রয়োগে তাঁহাদের প্রেমপাশ ছিন্ন করত জাহাজে পুনরারোহণ করিলেন, তৎকালে তাঁহাদের আরক্তিম বদনমণ্ডলে যে রুদ্রভাব প্রকাশ পাইয়াছিল, আর সেই পরিত্যক্ত, অশ্রুপরিপ্লুত, ধরাশায়ী বন্ধুবর্গের নিরাশ কালিমাপূর্ণ মুখরাজিতে যে শোকার্ত্ত,আকুল ভাব প্রতিভাত হইয়াছিল, তাহা যে দর্শন করিয়াছিল তাহারই চক্ষু দরদরধারে অশ্রু বিসর্জ্জন না করিয়া থাকিতে পারে নাই। উঃ! এখনও তাহা মনে হইলে প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। যদিও তথায় সে সময়ে আমার কোন বন্ধু উপস্থিত ছিলেন না, তথাপি ঐ হৃদয়ভেদী দৃশ্যে আমারও মন এমনি গলিয়া গিয়াছিল যে, উহা বিস্মৃত হইবার জন্য সে স্থান হইতে উঠিয়া জাহাজের উপরনীচের নানাস্থানে বেড়াইতে লাগিলাম। কিছুকাল এইরূপে বেড়াইলে অজ্ঞাতসারে আমার

হৃদয়ে একটী দুর্ভাবনা প্রবেশ করিয়া হৃদয় মন কম্পিত করিয়া তুলিল। আমি যে কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য, পীড়িত বৃদ্ধ জনক ও ভাই ভগিনী প্রভৃতি ৯টী ভালবাসার বস্তুকে পঞ্জাবে রাখিয়া আসিয়াছিলাম, আসিবার কালে পাছে নিরস্ত করেন এই আশঙ্কায় যাঁহাদিগকে আমার গন্তব্য স্থানের নাম পর্য্যন্ত সাহস করিয়া বলিতে পারি নাই,যদি নিয়তিক্রমে মিশর রণেই আমার প্রাণ যায়, তবে সেই ভক্তিভাজন পিতা ও স্নেহের বস্তুদের অবস্থা কি হইবে ? তাঁহাদের যাতনার ও দুঃখের আর সীমা থাকিবে না। এই চিন্তা আসিয়া আমার হৃদয় মনকে এমনি উন্মত্ত করিয়া তুলিল যে, আমি নৈরাশ্যে চারি দিক্ অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। এমন সময়ে কে যেন মৃদু মধুর স্বরে হৃদয় মধ্যে বলিতে লাগিল, "পুত্র ! কি জন্য চিন্তিত হইতেছ ? যিনি এতদিন তোমাকে রক্ষা করিলেন, তিনি এ সময় কখন পরিত্যাগ কবিবেন না।" আর অমনি স্বর্গীয় সুসৌরভে এ ক্ষুদ্র হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া গেল। দুঃখ, তাপ, চিন্তা দূরে অপসারিত হইল। এমন সময় অনবরত তোপধ্বনি হইতে লাগিল। অমনি আমাদের ষ্টীমার ধীর গতিতে বন্দর ত্যাগ করিয়া সমুদ্রাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। যতই সমুদ্রের দিকে যাইতে লাগিলাম, ততই সুন্দর বোম্বাইনগরী, মনোহর বৃক্ষ লতা, আত্মীয় বন্ধু বান্ধব, আর জন্মভূমি ভারত ক্রমশঃ দূরে প্রতীয়মান হইতে লাগিল ; ক্রমে বেলা যখন দুই প্রহর হইয়া আসিল, তখন আর সোণার ভারত দেখা গেল না। তখন ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে প্রাণের বস্তুদের জন্য ঈশ্বরসমীপে প্রার্থনা করিতে করিতে লালজলের সহিত জন্মভূমির নিকট কিছুকালের জন্য বিদায় গ্রহণ করিলাম।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি জাহাজ বন্দর ত্যাগ করতঃ ক্রমে অগাধ নীলাম্বু-মধ্যে অগ্রসর হইতে লাগিল। এদিকে আমাদের বাসস্থান ও আহারা-দির বন্দোবস্তের ধুমধাম পড়িয়া গেল। প্রধান কর্ম্মচারী ও ডাক্তার

সাহেব সেলুনে (Saloon), ২য় শ্রেণী অর্থাৎ এপথিকারী, কেরাণী, গোমস্তা, পারভেয়ার ও সার্জেণ্ট ক্যাবিনে (Cabin) এবং অপরাপর সকলে ডেকে (Deck) স্থান প্রাপ্ত হইলেন। অশ্বারোহী সেনার রেসালদারও ক্লেশে ক্যাবিনে স্থান পাইয়াছিলেন। এইরূপে বাস-স্থানের গোল শেষ হইলে, আহারের আয়োজন হইতে লাগিল। ১ম ও ২য় শ্রেণীর ব্যক্তিগণ (ইচ্ছা করিলে) জাহাজস্থ কোম্পানীর হোটেলে ৪ ও ২ টাকার প্রতিদানে প্রত্যহ উপাদেয় আহার নিয়-মিতরূপে পাইতে লাগিলেন। গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারিগণ গবর্ণমেণ্ট হইতে যে যে পরিমাণে খাদ্য প্রাপ্ত হইতেন নিম্নে তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল।

দ্বিতীয় শ্রেণীর আহারীয়।

দেশীয়	পাউণ্ড	আউন্স	ইউরোপীয়	পাউণ্ড	আউন্স
ময়দা বা চাউল	২	”	রুটী	১	”
দাউল	”	৪	মাংস	১	”
ঘৃত	”	২	চাউল	”	৪
লবণ	”	২/৬	তরকারী	”	৪
তরকারী	১	”	আলু	”	১২
কাষ্ঠ	২	”	চা	”	৫/৭
মসলা	”	১/২	চিনি	”	৩
মাংস (সপ্তাহে ২দিন)	১	”	লবণ	”	২/৬
চিনি	”	৩	কাষ্ঠ	৩	”
চা	”	৫/৭			

নিম্ন শ্রেণীর (সাধারণ)।

	পাউণ্ড	আউন্স		পাউণ্ড	আউন্স
আটা	১	৮	দাউল	„	৪
ঘৃত	„	১	লবণ	„	½
কাষ্ঠ	২	„			

প্রতিদিন সকলে ২ আউন্স লাইম যুস্ পাইত।

যাহারা পাক না করিয়া থাকিত।

	পাউণ্ড	আউন্স		পাউণ্ড	আউন্স
চিঁড়া	১	„	ছোলাভাজা	„	৪
ঘৃত	„	৩	লবণ	„	½
তেঁতুল	„	২	চিনি	„	৬
পিঁয়াজ	„	২	রশুন	„	৬
লেবুর রস	„	১	সরিষার তৈল	„	৪
পানীয় জল	১	„	(সকল শ্রেণীর জন্য)		

যাঁহারা এই সবে জাহাজে উঠিয়াছেন, তাঁহারা আনন্দে প্রথমে কিছু ক্লেশ অনুভব করিতে পারেন নাই; ক্রমশঃ যতই জাহাজ গভীর বারিধির উত্তালতরঙ্গপূর্ণ জলরাশিতে নাচিতে নাচিতে অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই অজ্ঞাতসারে একটী নূতন অসুখ আসিয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে লাগিল। ঐ অসুখ জাহাজের কর্ম্মচারী ও ২। ৪ টী অপরাপর লোক ভিন্ন ক্রমে সকলেরই দেহ অধিকার করিল। মস্তিষ্ক-ঘূর্ণন ও বমন পীড়ার প্রধান লক্ষণ। এই অবস্থায় অসুস্থ ব্যক্তিগণ কেবলমাত্র সরবৎ ও স্নিগ্ধ আহার করিয়া থাকিতেন। এইরূপে অর্দ্ধমত্ত এবং শয্যাগত অবস্থায় ৭ দিবস কাটিয়া গেলে ক্রমে সকলেই স্ফূর্ত্তি ও বল প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। ক্ষুধাহীনতা দূর হইয়া আহা-

স্বেচ্ছার সমধিক বৃদ্ধি হইতে লাগিল এবং পুনরায় সকলে উৎসাহ সহকারে স্ব স্ব কর্ত্তব্যে নিযুক্ত হইলেন।

প্রত্যূষে শয্যা হইতে উঠিয়া আমাদিগের কাহাকেও কাহাকেও আহার ও পানীয় জল প্রভৃতি বিতরণের তত্ত্বাবধান করিতে হইত। খাদ্য (Ration) বিতরণ হইয়া গেলে, সমস্ত দিবসে আর একটী ভিন্ন আমাদের কোন কর্ত্তব্য ছিলনা। নিম্ন শ্রেণীর ভৃত্যেরা, আপন আপন আহার পানে, অশ্বাদির পরিচর্য্যায়, এবং কার্য্যাবসানে দলে দলে একত্র হইয়া দুঃখসঙ্গীত গানে, সময় যাপন করিত। এতগুলি ভারতবাসীর পাকের নিমিত্ত একটীমাত্র স্থান ও ৪ ঘণ্টা মাত্র সময় ছিল। একটী বৃহৎ উনানে (Kabush) হিন্দু, মুসলমান ক্রমান্বয়ে পাক সমাপন করিয়া আপন আপন স্থানে গিয়া আহারাদি সম্পন্ন করিত। জাহাজস্থ দ্রব্য সমষ্টির আয় ব্যয়ের দৈনিক হিসাব প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় প্রদত্ত হইত। প্রথমেই বলিয়াছি, পূর্ব্বে পূর্ব্বে কয় দিন জাহাজবাস বড় কষ্টের হইয়াছিল, অধুনা তাহা সুখে পরিণত হইল। অসীম নীলকায় সমুদ্র যখন উত্তালতরঙ্গমালার সহিত কুল কুল মধুর তানে অনন্তশক্তি মঙ্গলময়ের গুণগান করিত, তখন এমন কেহ জাহাজে ছিলনা, যে তাহাতে মুগ্ধ না হইত, বা স্বদেশ ও স্বজনবিরহ-দুঃখ ক্ষণকালের নিমিত্ত ভুলিয়া না যাইত।

প্রতিদিন দিবাবসানে যখন জাহাজের উপরিভাগে বসিতাম এবং নিশানাথ আপন মধুর উজ্জ্বল কিরণে বারিরাজ্য আলোকিত করিতেন, যখন জাহাজ বারিধির বক্ষের উপর দিয়া গমন করিতে করিতে বারিরাশিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া ফেলিত এবং তাহাতে অগণ্য হীরককুচি বিমল চন্দ্ররশ্মিতে প্রতিভাত দেখিতাম, তখন যে স্বর্গীয় আনন্দে হৃদয় তরঙ্গমালার ন্যায় নাচিয়া উঠিত, তাহা বর্ণন করা দুঃসাধ্য। প্রিয় পাঠক, তখন স্বর্গ হইতেও গরীয়সী জন্মভূমি, বাল্য কালের প্রণয়াস্পদ হৃদয়বন্ধু, স্নেহময়ী প্রাণের ভাই ভগিনী ও হৃদয়ের

সহধর্ম্মিণীর অস্তিত্ব পর্য্যন্তও ভুলিয়া যাইতাম; ক্ষুদ্র হৃদয় মহানন্দে উন্মত্ত হইত, হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠিত, আর প্রাণ ভরিয়া গাইতাম, "দেখিলে তোমাব সেই অতুল প্রেম আননে; কি ভয় সংসারশোক ঘোর বিপদ শাসনে"। একদিন একাকী সন্ধ্যার প্রাক্কালে ঐরূপ অবস্থায় সেই স্থানে বসিয়া আছি, সূর্য্যদেব অস্তগমন করিতেছেন, এমন সময় জাহাজে সকলেরই মুখ হইতে উচ্চ আশঙ্কাধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল। তখন আর সেখানে স্থির থাকিতে না পারিয়া কারণ জানিবার নিমিত্ত নীচে নামিয়া গেলাম। আসিয়াই দেখি, বিচক্ষণ বৃদ্ধ কাপ্তেনের শান্ত মুখশ্রী কালিমা বর্ণ ধারণ করিয়াছে। অনুসন্ধানে অবগত হইলাম, আমাদের জাহাজ একটী সঙ্কটাপন্ন স্থানে আসিয়া পড়িয়াছে। ক্রমে বায়ুপ্রবাহ অপেক্ষাকৃত একটু প্রবল হইয়া উঠিল, প্রায় সকলেই ভীত মনে সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের আশ্রয় প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। প্রায় ৩ ঘণ্টাপরে আমাদের জাহাজ নিরাপদ স্থানে আসিল। তৎপর দিবস আমরা আদম (Aden) পৌঁছিলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আদম ও সুয়েজ।

আজ ৮ দিবস হইল সোণার ভারত পরিত্যাগ করিয়াছি। বিপৎ-সঙ্কুল সপ্তম রজনীও এইমাত্র প্রভাত হইয়াছে। সূর্য্যদেব প্রাতঃস্নান করত পবিত্র মূর্ত্তিতে আপন প্রভুর আজ্ঞাপালনাশয়ে নভোমণ্ডল লোহিত কিরণে আলোকিত করিতেছেন; প্রাতঃকালীন সুমন্দ সাগর-সমীরণ জাহাজের সর্ব্বত্র বহমান হইতেছে। এত দিন অনন্ত, অতল-স্পর্শ, জলরাশি ভিন্ন আর কিছুই নয়নগোচর হয় নাই, এক্ষণে অদূরে রক্তিমাভ পাহাড়শ্রেণী দেখা যাইতেছে; আর ৩।৪ ঘণ্টা পরেই সামুদ্রিকসৌন্দর্য্যবিভাসিত সুন্দর আদম নগরী সকলের দৃষ্টিগোচর হইবে। ইতিমধ্যেই ২।১টী পক্ষী উড়িতে উড়িতে আমাদের জাহা-

জের উন্নত মাস্তলের শীর্ষদেশে আসিয়া বসিল; উড্ডয়নশীল ক্ষুদ্রকায় মৎস্যদল হঠাৎ জাহাজ সমাগমে ইতস্ততঃ ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িয়া যাইতে লাগিল। আজ সাত দিবস পরে এই প্রথম প্রাণি-সমাগমে ও জড়কায় পর্ব্বতস্তর দৃষ্টে আমরা কত যে আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম, তাহা বর্ণন করা অপেক্ষা অনুভব করা অধিক সহজ। দয়াময় ঈশ্বরের অনন্তরাজ্যে যেখানেই যাই না, সেইখানেই দেখিতে পাই, যেন ভূচর, জলচর, খেচর, ভূধর, সাগর, নগর, কানন, চেতন, অচেতন সকলেই আমাদের সম্বর্দ্ধনার নিমিত্ত সর্ব্বত্রই প্রস্তুত রহিয়াছে। সাত দিবস পরে ঐ কয়টী জন্তুর প্রথম সন্দর্শনে যে কত আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম, তাহার গভীরত্ব পরিমাণ করিতে পারি না। ধন্য জগৎ প্রসবিতা পরমেশ্বরের অত্যাশ্চর্য্য কৌশল!

বেলা প্রায় ১১টার সময় জাহাজ বন্দর সমীপস্থ হইলে, তথা হইতে প্রায় ১ মাইল দূরে নঙ্গর করা হইল। জাহাজ হইতে আদমের উচ্চ হর্ম্ম্যরাজি অতি মনোহর বোধ হইতে লাগিল। গর্ব্বিত আদম অতলস্পর্শ সাগরের ভিতর হইতে উন্নত মস্তক আরও উন্নত করিয়া আকাশ স্পর্শ করিতেছে। আদমের চারিদিক্ অনন্ত জলরাশিতে পরিবেষ্টিত। মহাবল পরাক্রান্ত আদমের নিকট যেন পরাজিত হইয়াই সাগরোর্ম্মিমালা তাহার পদদেশ ধৌত করিতেছে। ক্ষুদ্র আদম সহরটী উপত্যকার উপর গঠিত। কঠিন পর্ব্বতোৎপন্না একটী সামান্য স্রোতস্বতী বক্র গতিতে আদমের এক পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। ইহারই মিষ্ট এবং স্নিগ্ধ বারি পান করিয়া তৎপ্রদেশবাসিগণ পিপাসা শান্তি করে।

ভারতবর্ষে আসিতে হইলে কোন জাহাজই আদম না হইয়া আসিতে পারে না। এ জন্যই ইহা "ভারতের দ্বার"(Key of India) বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। ইহা বলবান্ যুদ্ধপটু ইংরেজ সৈন্য দ্বারা সর্ব্বদা সুরক্ষিত। ইহার আদিম অধিবাসিগণ দেখিতে কাফ্রিদিগের

মত কৃষ্ণকায়, দীর্ঘায়ত, কুঞ্চিতকেশ, রক্তাক্ষ এবং আরবী-ভাষী। প্রায় অধিকাংশই অশিক্ষিত,ও মহানুভব ইংরেজকৃপান্নে প্রতিপালিত। আমরা যখন আদমের নিকট আসিলাম তখন উপত্যকার সমুদ্রতীর-বর্ত্তী ভূমির সর্ব্বাংশই প্রায় মিশরগামী সৈন্যগণের বস্ত্রাবাসশ্রেণীতে সমাচ্ছাদিত—বন্দরের সর্ব্বস্থান ক্ষুদ্র তরণীতে পরিপূর্ণ। আমরা বন্দরের অদূরে পৌঁছিবামাত্র পতাকাসঙ্কেতে আদম শাসনকর্ত্তার কর্ম্মচারীর সহিত পরিচয় হইয়া গেল এবং অদূরে নৌযানে আরূঢ় জনৈক রাজকর্ম্মচারীকে আমাদের দিকে আসিতে দেখা গেল। তিনি নিকটস্থ হইবামাত্র সসম্মানে তাঁহাকে আমাদের জাহাজে উত্তোলন করা হইল এবং নানা প্রসঙ্গের পর রাত্রি ৯ টার সময় আমাদের পুনর্যাত্রা স্থির হইয়া গেল।

ইতিমধ্যে যে একটী অতীব আমোদাবহ ঘটনা অবলোকন করিয়া প্রভূত আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম, তাহা পাঠকবৃন্দের প্রীতির নিমিত্ত এ স্থানে বর্ণন করিতেছি। আমাদের জাহাজ আদম সহর হইতে প্রায় ১ মাইল দূরে অবস্থিতি করিতেছে; যাঁহারা সহরে বেড়াইতে যাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন, তাঁহারা একখানি ক্ষুদ্র তরণী সহযোগে অবিলম্বে চলিয়া গেলেন। আমরা ক্ষুণ্ণমনে বসিয়া অদূর-সম্মুখস্থ আদম নগরীর পার্ব্বতীয় শোভা নিরীক্ষণ করিতেছিলাম—নয়নপ্রীতিকর একটীও হরিদ্বর্ণের বৃক্ষ পল্লব নয়নগোচর হইতেছে না। এমন সময় বন্দর হইতে আমাদের উদ্দেশে একখানি ক্ষুদ্র তরণী দ্রুতগতিতে আসিতেছে দেখিতে পাইলাম। ছোট তরীখানি কলা, কমলা লেবু, নারিকেল, চুরট, দেশলাই প্রভৃতি নানাবিধ পণ্যদ্রব্যে পূর্ণ। দেখিতে দেখিতে ৪।৫ টী হৃষ্টকায় যুবা সমুদ্রজলে ঝাঁপদিয়া পড়িল। নাবিকগণ তাহাদের সহিত নানাবিধ কৌতুক করিতে করিতে সবলে বহুদূরে ডবল পয়সা নিক্ষেপ করিতে লাগিল। আর ঐ সন্তরণশীল যুবকদল আনন্দে সাঁতরাইতে সাঁতরাইতে তথায় গিয়া

সমুদ্রাভ্যন্তর হইতে ঐ নিক্ষিপ্ত পয়সা গুলি উঠাইতে লাগিল। সকলেই তাহাদের এই আশ্চর্য্যশক্তিতে চমৎকৃত হইয়া বার বার পয়সা নিক্ষেপ করিতে লাগিল এবং উহারাও সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করত রাশি রাশি পয়সা উপার্জ্জন করিয়া আনন্দিত মনে স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

অপরাহ্নে আবোহিগণ প্রত্যাবর্ত্তন করিলে অবধারিত সময়ে জাহাজ আদম ত্যাগ করিল। এত দিন আমরা আরব সাগরের উপর ছিলাম, এখন লোহিত সাগর বাহিয়া যাইতে লাগিলাম। কৃষ্ণ, লোহিত, আরব ও ভূমধ্যস্থ সাগরের জল সকলই একবর্ণ। বর্ণহীন স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ। অগাধ অতলস্পর্শ বলিয়া নীলবর্ণ দেখায় মাত্র।

আদম হইতে সুয়েজ ৬ দিনের পথ। সুয়েজ পৌঁছিবার অগ্রে যে কয়েকটী দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল, নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল।

১। নিম্নশ্রেণীর অধিকাংশ ভৃত্যই চক্ষুউঠা ও উপদংশ রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল। ডাক্তার সাহেব ও এপথিকারীর যত্নে ক্রমশঃ তাহারা আরোগ্যের পথে নীত হইল।

২। একটী দুর্ভাগ্য ব্যক্তি মৃগীরোগে বিষম যন্ত্রণা পাইয়াছিল; সুয়েজ পৌছিবার একদিন অগ্রে ঐ রোগেই তাহার মৃত্যু হইল। মৃত্যুকালে তাহার একমাত্র পুত্র সঙ্গে ছিল। আহা! পেটের জ্বালায় পিতাপুত্রে মিশরে উপার্জ্জন করিতে আসিয়া আজ সুয়েজে পিতার মৃত্যু হইল। পিতৃহীন দুঃখী সন্তানের মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদে, এমন কোন ব্যক্তি জাহাজে ছিল না, যাহার প্রাণ বিচলিত হয় নাই।

৩। জাহাজের সর্ব্ব প্রধান কর্ম্মচারী কয়েক দিবস হইতে সামান্য আমাশয় রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন; সুয়েজ পৌছিবার ২ দিবস অগ্রে ঐ পীড়া একটু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং তৎপর দিবস রাত্রি দ্বিপ্রহ-

রের সময় জাহাজমধ্যে তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হয়। পর দিবস প্রাতঃকালে আমরা স্বয়েজ উপকূলে পৌঁছিলাম। ইংরেজগণ বাইবেল-হস্তে মৃতদেহ লইয়া স্থলে অবতরণ করিলেন। ঐ সংবাদ কর্তৃপক্ষ-গণের অবগতির জন্য তারযোগে সংবাদ প্রদানার্থ কেনাল (Canal) ষ্টেসনের দিকে কয়েকজন গমন করিলেন এবং অবশিষ্ট সকলে সমাধির জন্য গর্ত্ত খনন করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে একজন তুরকী কর্ম্মচারী আসিয়া সেখানে মৃতদেহ সমাধি করিতে নিষেধ করিল। ইংরেজগণ হতবুদ্ধি হইয়া ভাবিতে লাগিলেন।

ক্ষণকাল পরে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ইংরেজগণ প্রকৃতিস্থ হইলেন ও অবিলম্বে স্বয়েজের কূল হইতে পোতগর্ভে মৃতদেহ পুনরুত্তোলন করিলেন। খাল বাহিয়া ইস্‌মেলিয়ার দিকে অর্ণবপোত অগ্রসর হইতে লাগিল। ক্রমে অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় দূর হইতে ইস্‌মে-লিয়া নয়নগোচর হইল। ঐ বন্দরটী বহুদূরবিস্তৃত; বারি-দেহ আচ্ছাদন করিয়া পোতরাশি তথায় দণ্ডায়মান। নানা রঙ্গে রঞ্জিত অগণনীয় পতাকাশ্রেণী গগণ ছাইয়া ফেলিয়াছে। বন্দরের নিকটেই জাহাজ নঙ্গর নিক্ষেপ করিয়া বহুদিনের শ্রম দূর করিবার জন্য দণ্ডায়-মান হইল। আমরা যুদ্ধের সংবাদ শুনিবার জন্য একান্ত উৎসুক; স্ব স্ব বাসস্থানে যাইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইবার নিমিত্ত আপন আপন পথের দ্রব্যাদির বন্দোবস্ত করিতে লাগিলাম। সে রাত্রি জাহাজেই অতিবাহিত হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কাসাসিন।

পরদিন (অনুমান ৭ই কি ৮ই সেপ্টেম্বর ১৮৮২) প্রাতঃকালে একজন রাজকর্ম্মচারী আমাদের নিকট আসিয়া তৎক্ষণাৎ যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হইবার নিমিত্ত আদেশ প্রদান করিলেন। ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরণী সহযোগে তীরে অবতরণ করিলাম। বন্দরে অবতরণ করিয়াই আমাদের প্রধান কর্ম্মচারী তত্রত্য স্থানীয় প্রধান রাজপুরুষের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন। আমি কয়েক ব্যক্তির সহিত নিকটবর্ত্তী একটী হোটেলে বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। আজ প্রায় ১৫|১৬ দিনের পর এই প্রথম ভূমিতে পদার্পণ করিয়া কত যে হর্ষ হইল তাহা বলিয়া জানাইতে পারিনা। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে আনন্দ অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। আনন্দের স্থান চিন্তামেঘে পূর্ণ হইয়া উঠিল। ক্ষীণ বাঙ্গালীহৃদয় কেমন করিয়া সম্মুখ-সমরের ভীষণ দৃশ্য দর্শন করিবে, পরিণাম কিরূপ হইবে, ইত্যাকার ঘোর ঘন হৃদয় দলনকারী চিন্তারাজিতে প্রাণ মন আকুল হইয়া উঠিল। ঠিক্ দ্বিপ্রহরের সময় ইংরেজ কর্ম্মচারী প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তিনি হাসিতে হাসিতে আমার নিকট আসিয়া বলিলেন, "আমরা যেদিক দিয়া যাইব সেখানে বড় মা[illegible] ভয়, এই সুন্দর জালিকার দ্বারা তোমার বদনমণ্ডল আবরণ আর যদি ভয় পাইয়া থাক সাহসে হৃদয় বাঁধ।" তাঁহার এই মিষ্ট সম্ভাষণে আমি অনেক শান্ত হইলাম ও নিজ দুর্ব্বলতার লজ্জায় মুখ অবনত করিলাম। সাহসী ইংরেজ পুরুষ আমার মনোভাব বুঝিয়া অন্যত্র গিয়া সকলকে প্রস্তুত হইতে আদেশ করিলে। আমরা যোদ্ধৃবেশে সশস্ত্রে দলে দলে বেলা ১॥ টার সময় কাসাসিন

রণক্ষেত্রের দিকে ধাবমান হইলাম এবং পরদিবস মধ্যাহ্নকালে কাসাসিন-শিবিরে উপস্থিত হইলাম। আসিবার সময় যে শবরাশি দেখিয়াছি, তাহা মরণান্তেও ভুলিতে পারিব কিনা বলিতে পারি না। যখন শিবিরে পৌঁছিলাম, তখন সমর বিশারদ অমিততেজা প্রবীণ-হৃদয় সার গার্ণেট উল্‌স্‌লি সৈন্য পরিদর্শন করিতেছিলেন; তখনও সমগ্র ভারতবীর-পূর্ণ সেনাদল তথায় উপস্থিত হইতে পারে নাই। ঘোর অমানিশায় গগনমণ্ডলে বিদ্যুৎ নিমেষমাত্র দেখা দিয়াই যেমন অদৃশ্য হয়, সৈন্য পরিদর্শন কালে বিজ্ঞতম সেনাপতির নয়নযুগলেও সেইরূপে চিন্তার রেখা কখনও কখনও দেখা যাইতেছিল। ভারত-সেনা না আসায় প্রধান সেনাপতি ভীত না হইলেও মধ্যে মধ্যে বিচলিত হইয়াছিলেন, এবং সৈন্যগণের তেজ ও সাহস বর্দ্ধনার্থ জ্বলন্ত উৎসাহ-পূর্ণ বক্তৃতা করিতেছিলেন। তিনি যেন দৈববলে বলী হইয়া সাহঙ্কারে ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন, "আগামী ১৫ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে বিদ্রোহী আরবী পাশাকে পরাজিত করিব, বন্দী করিব, তাহার গর্ব্বিত মস্তক ইংরেজ-সিংহাসনতলে অবনত করিব। যদি না পারি, যে প্রিয় কার্য্যে কৃষ্ণ কেশ শ্বেত করিয়াছি সে ব্যবসায় আর করিব না, আমরণ যোদ্ধার পবিত্র নাম উচ্চারণ করিব না।" তখনকার তাঁহার সেই সুদীর্ঘ শ্বেত শ্মশ্রুরাজি-বিরাজিত বদনমণ্ডল এবং অতুল তেজঃপ্রদীপ্ত নয়ন যুগল যে অবলোকন করিয়াছিল, সেই বুঝিয়াছিল এ বাক্য কখনও মিথ্যা হইবে না, এ বাণী মানবমুখনিঃসৃত হইলেও দৈববাণীর ন্যায় সত্যে পরিণত হইবে। বক্তৃতা কালে তাঁহার তেজোগর্ব্বে মহোন্নত শির যেন অধিকতর উন্নত হইয়া উঠিল, বিস্ফারিত নয়ন যুগল হইতে যেন অবিরত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল; ভীষণ দৃঢ় প্রতিজ্ঞার জ্বলন্ত প্রতিভা কপোল ও গণ্ডে প্রতিফলিত হইতে লাগিল। সকলেরই হৃদয় রণোৎসাহে একেবারে নাচিয়া উঠিল; সকলেই একতানে "জয় মহারাণী ভিক্টোরিয়াকি

জয়” শব্দে রণক্ষেত্র প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল; ক্ষণমধ্যে হৃদয়োন্মত্তকর মধুর রণবাদ্য সঘনে বাজিয়া উঠিল; সুশিক্ষিত সৈন্যদল যুদ্ধার্থে ব্যাকুল হইয়া পড়িল;—এমন সময় সৈন্য পর্য্যবেক্ষণ ভঙ্গ করিবার আজ্ঞা দিয়া সেনাপতি-শ্রেষ্ঠ উল্‌স্‌লি কতিপয় মাত্র প্রধান সেনানী সঙ্গে লইয়া আপন শিবিরে প্রবেশ করিলেন। সৈন্যগণ শীঘ্র শীঘ্র আহার কার্য্য সমাপন করিয়া যুদ্ধের জন্য সজ্জিত হইতে লাগিল।

ইস্‌মেলিয়া হইতে কাসাসিন ১২৯ মাইল। লৌহবর্ম্ম উভয় নগরীকে গ্রথিত করিয়াছে। লৌহবর্ম্মের এক পার্শ্ব দিয়া সুমিষ্ট পানীয়বারিপূর্ণ একটী মাত্র ক্ষুদ্র খাল প্রবাহিত। অন্য দিকে দিগন্ত-প্রসারী ভীম মরুভূমি সদা ধূ ধূ করিতেছে। ঐ সুবিস্তৃত ময়দানটীই বিগত মিশর যুদ্ধের প্রশস্ত রঙ্গভূমি। রাজ্যচ্যুত মিশররাজের সাহায্যার্থ ভারত ও ইংলণ্ড হইতে সর্ব্বসমেত, ৩১, ৪৯৮ জন সেনা গমন করিয়াছিল। ইহার মধ্যে কত লোক ফিরিয়া আসিল, তাহা প্রত্যাবৃত্ত সেনার তালিকা দেখিলে পাঠকবৃন্দ জানিতে পারিবেন। ঐ সেনা সমষ্টির মধ্যে ১৯,২২৩ পদাতিক, ৩৮৪৮ অশ্বারোহী, ১৯২৭ গোলন্দাজ, ১,২৭৮ সামরিক ইঞ্জিনিয়ার এবং অবশিষ্ট ৫,২২২ ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মচারী। মিশর যুদ্ধে মহারাণীর চতুর্থ পুত্র ডিউক্ অব কনট ইংলণ্ডীয় সেনার, মহাবীর ম্যাক্‌ফার্‌সন ভারতসেনার, এবং সার গার্ণেট উল্‌স্‌লি ঐ সমগ্র সেনার সেনাপতিত্বে বৃত হইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক নিম্নপদবীর সেনানায়ক ছিলেন।

ইস্‌মেলিয়া হইতে কাসাসিন-শিবির ঠিক তিন চারি কুচ (march) দূর। শিবিরে আজ সেনাপতিশ্রেষ্ঠ উল্‌স্‌লি গভীর চিন্তায়মগ্ন। কারণ, আজিও সমগ্র ভারত সেনা উপস্থিত হইতে পারিল না। এমন সময়ে সংবাদ আসিল সকল সেনা অদূরে আসিতেছে। অমনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া মহামনা উল্‌স্‌লি, কি অভেদ্য কৌশলে শত্রুসেনা আক্রমণ করিবেন, আপন অধীনস্থ বীরযোদ্ধাদিগের

সহিত একমনে তাহারই পরামর্শ করিতে বসিলেন। তাঁহার উন্নত শিবিরের চতুর্দ্দিকৃস্থ প্রায় সমগ্রভূমি মণ্ডলাকারে সেনা ও সেনা-পতিদিগের বস্ত্রাবাসে ছাইয়া ফেলিয়াছে। তথা হইতে কিছু দূরে টেলেলকাবীরে মহাবীর আরবী পাশা আপন সেনানিবেশ সংস্থাপন করিয়াছেন। ইংরেজসেনা, সেনাপতিপ্রধান উল্‌স্‌লির বলে বলীয়ান্ হইয়া, মিষ্টজলবাহী কাসাসিন ডক অধিকার করিয়া বসিয়াছে; শীঘ্রই তুমুল রণ বাধিবে। সকলেই সশস্ত্র ও প্রস্তুত, কাহারও মুখে ভয়ের চিহ্ন মাত্র নাই। সকলেই যেন এক উদ্দেশে, এক আনন্দে,একব্রত সাধন-পরতন্ত্র হইয়া বীরবলে বলীয়ান! কি আশ্চর্য্য! একি ভাব! ধন্য ইংরেজ তোমার মহত্ত্ব, ধন্য তোমার বীরত্ব! তোমাব রণ-পাণ্ডিত্যের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। কিন্তু দুঃখেব বিষয়, শুদ্ধ সেনাবলে মিশর জয় হইল না, অন্য বলের প্রয়োজন হইল। যে উপায়ে সমগ্র ভারতবর্ষ অধিকৃত হইয়াছে, এখানেও সেই উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল। গুপ্তচর দ্বারা ভিতরের সংবাদ ইংরেজ শিবিরে আসিতে লাগিল; আরবী পাশার আভ্যন্তরীণ সমস্ত ব্যাপার ইংরেজসেনাপতি দূর হইতে নিরীক্ষণ করিতে সক্ষম হইলেন!

ইহার পূর্ব্বে কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধ হইয়াছিল; তাহার প্রায় অধিকাংশেই আরবী পাশা জয় লাভ করেন। তখন মিশর যোদ্ধার বল অপরিমেয়—ইংরেজ বল নিষ্প্রভ। অনেকেই ভাবিয়াছিল, হয়ত এবার পরাক্রান্ত ইংরেজের উন্নত বিজয়ী পতাকা মহাবীর আরবী পাশার রুদ্রবলে অবনত হইবে। বস্তুতঃ তখন ভারত-সেনার অভাবে ইংরেজকুল অনেকাংশে হীনবল ছিলেন এবং আরবী পাশার সেনাবল সমধিক ছিল। সতর্কভাবে ও রণ কৌশলের সহিত আমাদের উপর আক্রমণ করিতে পারিলে নিশ্চয়ই মহাবীর আরবী বিজয় লাভ করিতে পারিতেন। কিন্তু এ সকল হইলে কি হয়, বিজয়লক্ষ্মী

আরবী পাশার প্রতিকূল। আরবীর বীর হৃদয় সকল প্রকার দেশহিতকর সদ্ গুণ রাশিতে বিভূষিত হইলেও নৃশংসতার হস্ত হইতে বিমুক্ত হইতে পারে নাই। সমৃদ্ধিশালী আলেকজান্দ্রিয়া ইংরাজ বীরের বজ্র-তোপে বিধ্বংস হইবার পূর্ব্বে আরবী পাশার নিষ্ঠুর আজ্ঞায়, তাঁহার অধীনস্থ নৃশংস সেনাদল নির্দ্দয়রূপে অসহায়, ভীতিবিহ্বল ইংরেজ শিশু, রমণী, যুবা, বৃদ্ধের প্রাণ সংহার করিয়াছিল। ১৮৫৭ খৃঃ অব্দের যে কানপুর হত্যাকাণ্ড আজিও ভুলিতে পারি নাই, যে ভীষণ পাপে আজিও ভারতবর্ষের উন্নত মস্তক অবনত, সেই মহাপাপ আরবী পাশাকেও স্পর্শ করিল—মহাবিষ রক্তে প্রবেশ করিয়া শিরায় শিরায় সঞ্চারিত হইল। ইহাই আরবী পাশার অধঃপতনের মূল কারণ। কিন্তু যে আরবী পাশা স্বদেশের কল্যাণের জন্য, জন্ম ভূমির উদ্ধারের জন্য, জাতীয় স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিতেছিলেন, সকলে তাঁহার নিন্দাবাদ ঘোষণা করিলেও আমি তাঁহার যশোবাদ না করিয়া থাকিতে পারি না। আমি আরবীর সাহস, বীরত্ব ও উচ্চ গুণের ভূয়সী প্রশংসা করি। তাঁহার অসাধারণ বীরত্ব,অসামান্য কষ্টসহিষ্ণুতা,স্বদেশ উদ্ধারের জন্য আত্মোৎসর্গ ও অন্যান্য অশেষ গুণে আকৃষ্ট হইয়াই অধিকাংশ প্রজাবর্গ ও সেনারাজি তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। এমন কি মহাপ্রতাপশালী তুরস্ক সুলতান মনে মনে আরবীকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারেন নাই; গোপনে আশ্বাস এবং অশেষবিধ সাহায্যও প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু বিধাতার যাহা ইচ্ছা, তাহাই সম্পন্ন হয়। এ ভীষণ মিশরযুদ্ধে স্বদেশপ্রাণ মহাবীর আরবী পাশার অধঃপতন ও ইংরেজের বিজয় লাভ ঈশ্বরের অভিপ্রেত। একটু মাত্র অগ্নি সংস্পর্শে যেমন পর্ব্বতসমান তূলারাশি ভস্মসাৎ হইয়া যায়, একটী মাত্র পাপ সংস্পর্শে যেমন নানা সাহেব প্রভৃতি ভারতবীরগণ অধঃপতিত হইয়াছিলেন, তেমনি একটী মাত্র পাপস্পর্শে আরবী পাশারও অধঃপতন হইল, সৌভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহাকে ত্যাগ করিল, তাঁহার প্রদীপ্ত তেজো-

রাশি মুহূর্ত্তে লয় পাইয়া গেল; সুলতান সাহায্য বন্ধ করিলেন, সৈন্যগণ তাঁহার আশ্রয় ত্যাগ করিতে লাগিল। যে আরবী পাশা অল্পদিন পূর্ব্বে দেড় লক্ষ মহাবল পরাক্রান্ত সেনার আধিপত্য লাভ করিয়া আপনাকে ভাগ্যবান্ জ্ঞান করিতেছিলেন; যিনি আশার উচ্চতম শিখরে বিচরণ করিয়া মুহুর্মুহুঃ কতই আনন্দ লাভ করিতেছিলেন, সেই আরবী যে আশা করিয়া এতদিন প্রিয় পরিজন, সুখ ঐশ্বর্য্য, মান সম্ভ্রম এমন কি আপন জীবন পর্য্যন্তও উৎসর্গ করিয়াছিলেন, অধুনা সে আশা তাঁহার কল্পনার নিকট দুরারোহ বোধ হইতে লাগিল। তাঁহার পূর্ব্বের গরিমাও প্রভাহীন হইতে আরম্ভ হইল। ওদিকে রাথ্‌লে যুদ্ধে তাঁহার দক্ষিণ বাহু স্বরূপ কেমী পাশা বন্দী হইলেন। এতদ্ভিন্ন অনেকে ইংরেজ বুদ্ধির প্রখরতায় পরাজিত হইয়া ভিতরে ভিতরে আরবীর সর্ব্বনাশ করিতে লাগিল।

আরবী পাশা কয়েকটী সামান্য যুদ্ধেই ইংরেজের পরাক্রম বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এক্ষণে দিন দিন বিপক্ষসেনা অধিক হইতে লাগিল। আর দুই এক দিনের মধ্যেই সমস্ত পশ্চাদ্‌বর্ত্তী সেনা সমরাঙ্গণে উপস্থিত হইবে এবং স্বয়ং সেনাপতি উল্‌স্‌লি তাহাদের প্রধান পরিচালকের কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন, ইহাও আরবী পাশা শুনিলেন। তিনি আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। এই বেলা বহু সৈন্য একত্রিত হইবার অগ্রেই প্রবল আক্রমণে শত্রুব্যূহ ছারখার করিবেন, কাসাসিন শিবির ছিন্ন ভিন্ন করিবেন, এই দৃঢ় সঙ্কল্পে হৃদয় বাঁধিয়া ৯ই সেপ্টেম্বর শনিবার সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ঠিক ৪ টার সময় ত্রয়োদশ সহস্র সৈন্য ও দ্বাদশটী মাত্র কামান সঙ্গে লইয়া তিনি শত্রুশিবিরোদ্দেশে যাত্রা করিলেন। তৎকালে আরবী টেলেলকাবীরে এবং ইংরেজ সেনা কাসাসিনে স্ব স্ব শিবির সংস্থাপন করিয়াছিলেন। আরবীর মানস ছিল অজ্ঞাতভাবে শত্রু-শিবির আক্রমণ করিয়া অসতর্ক ইংরেজগণের উপর জয় লাভ করিবেন; কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে

সক্ষম হইলেন না। ইংরেজ-ব্যূহ বিচিত্র কৌশলে রক্ষিত, সহজে তাহার ভিতরে প্রবেশ করে কাহার সাধ্য ?

আরবী ইংরেজ শিবিরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন; ইংরেজ (Van Guard) সম্মুখ রক্ষাকারী অশ্বারোহী সেনা তাঁহার প্রচণ্ড গতির প্রতিরোধ করিল; কিন্তু সে দুর্দ্দম বলের নিকট অধিকক্ষণ স্থির থাকিতে পারিল না। আরবী পাশা অপ্রতিহত বেগে অশ্বারোহী সেনার পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। যখন শত্রু শিবির ও তাঁহার মধ্যে তিন মাইল মাত্র ব্যবধান তখন চারিদিক্ হইতে ইংরেজ সৈন্য আক্রমণ স্থলে উপস্থিত হইল। যাহারা অসতর্ক অবস্থায় ছিল, তাহারা হঠাৎ যুদ্ধ ঘোষণায় ক্ষণকালের জন্য চকিত হইয়া আবার মুহূর্ত্ত মধ্যে সজ্জিত হইতে লাগিল। উভয় পক্ষে তুমুল রণ বাধিল। আরবীর তোপ হইতে অজস্র গোলা আসিয়া ক্ষণকালের জন্য ইংরেজ শিবির ছিন্ন ভিন্ন করিয়া তুলিল। আরবীর সৈন্যগণ এরূপ ক্ষিপ্রহস্তে এবং দক্ষতার সহিত মুহুর্মুহুঃ তোপ বর্ষিতে লাগিল যে বীর ইংরেজগণ মনে মনে আরবীর প্রশংসাবাদ না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। আরবী বীরবলে ও অসমসাহসিকতায় স্বয়ং যুদ্ধ করিতে করিতে আপন সেনাদিগকে উন্মত্ত করিয়া তুলিলেন। ওদিকে সেনাপতি উইলিস্ (Willis) ইংরেজ সেনাকে অপূর্ব্ব কৌশলে যুদ্ধ করাইতেছিলেন; প্রবল পরাক্রান্ত মিশরসেনার উপর ৬টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত অনবরত গোলা বৃষ্টি হইতে লাগিল। সেই সময় সমরাঙ্গন যে কি রুদ্র মূর্ত্তি, কি ভয়ানক প্রচণ্ড ভাব ধারণ করিয়াছিল, তাহা বর্ণন করিতে পারি না। অভিমন্যুর সহিত সপ্তরথীর যুদ্ধ ভারত মহাকাব্যে পাঠ করিয়াছি, অর্জ্জুনের সহিত ভীষ্মের যুদ্ধের বিবরণ শুনিয়াছি, কিন্তু এরূপ বিভীষিকাপূর্ণ, কোলাহলময়, কৌশল সম্পন্ন যুদ্ধ কুত্রাপি দেখিব এমন আশা করি নাই। যাহা দেখিয়াছি, যাহা হৃদয়ে অনুভব করিয়াছি, তাহার শতাংশের একাংশ ও যদি আজি পাঠকবর্গকে জানাইতে পারিতাম,

সকল ক্লেশ, সকল পরিশ্রম সফল হইত। আমার ক্ষুদ্র হৃদয় অপরিমেয় ঘটনার সমুদ্রে ডুবিতেছে। ভাষায় এমন অধিকার নাই যে তাহার সম্যক্ বিকাশে হৃদয়ের ভার লাঘব করি এবং প্রিয় পাঠক পাঠিকা-বর্গের তৃষার কথঞ্চিৎ শান্তি বিধান করি। সূর্য্যদেব ক্রমশঃ মধ্যগগণে আরোহণ করিলেন; কিন্তু যুদ্ধের আর বিরাম নাই। ইংরেজ ও মিশর সেনা উভয়েই প্রাণ উৎসর্গ করিয়া আজি যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে; জয়ী না হইয়া কেহই শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে না। ক্রমে সমর আরও ঘোরতর হইল। প্রত্যেক পক্ষেরই প্রতিজ্ঞা অপরকে পরাস্ত না করিয়া আজি ছাড়িবে না। আরবীর ভীষণ তোপের বজ্র-নিনাদে ও তাহার পুনঃ পুনঃ অগ্নিময় গোলা উদ্গিরণে ইংরেজ সেনা-মধ্যে ভীতিসঞ্চার হইল। এমন সময় রণপণ্ডিত মহামনা স্বয়ং উল্‌স্‌লি কয়েক্ দল সুদক্ষ সেনার সহিত রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার আগমনে ও প্রবল আক্রমণে আরবী মুহূর্ত্তের জন্যও বিচলিত হইলেন না। এক্ষণে উভয় পক্ষে স্থির ভাবে যুদ্ধ করা আর সম্ভবপর বোধ হইল না। সমস্ত ইংরেজ সেনী চারিদিক্ হইতে আরবীকে আক্রমণ করিতে লাগিল। আরবীও আর ওরূপে যুদ্ধ করা যুক্তি সঙ্গত বোধ না করিয়া পশ্চাদ্‌গমন করিতে লাগিলেন। এই সুযোগে ইংরেজ সেনা অধিকতর দক্ষতার সহিত মিশর সেনাদিগকে তাহাদের শিবি-রের দিকে তাড়াইয়া লইয়া চলিল। সেই কালে অশ্বারোহিগণের অদ্ভুত বৈদ্যুতিক গতি যে লক্ষ্য করিয়াছিল সেই চমৎকৃত না হইয়া থাকিতে পারে নাই। তৎকালে ভয় কাহাকে বলে কেহ যেন জানেই না। আমার ক্ষীণ বাঙ্গালী হৃদয়ও তখন রণোৎসাহে ভয়শূন্য হইয়া-ছিল। আমিও সমরোন্মত্ত হইয়া দুই তিন বার আপন তরবারি ও বন্দুকের দিকে হস্ত প্রসারণ করিয়াছিলাম। যখন পর্ব্বত-দুহিতা স্রোতস্বতী বেগভরে সাগরোদ্দেশে গমন করে, কেহই যেমন তাহার তৎকালীন গতি রোধ করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ সেনা-

পতিপ্রধান উল্‌স্‌লি আরবীর সেনাদিগকে আপন অমিতপ্রভাব বল-স্রোতে টেলেলকাবীরের দিকে ভাসাইয়া লইয়া চলিলেন। ৫টী তোপ ও কয়েকটী বন্দী লইয়া কতিপয় সৈন্যকে শিবিরে যাইবার অনুমতি প্রদান পূর্ব্বক তিনি স্বয়ং দুই দল পদাতি ও দুই দল গোলন্দাজ মাত্র সঙ্গে লইয়া বিপক্ষদিগের পরিখাবেষ্টিত টেলেলকাবীরের তোপখানার সমীপবর্ত্তী হইলেন। ওদিকে আরবী পাশা, সসৈন্যে আপনার শিবিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া ইংরাজগণের উপর ক্রমাগত গোলা বর্ষণ করিবার অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন। দুই দলের ঘন ঘন তোপধ্বনিতে আকাশ, প্রান্তর বজ্রময় গম্ভীর শব্দে পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিল; সুদূর প্রসারিত ময়দান ও গগণদেশ ঘন ধূম রাশিতে ঘোর তমসাচ্ছন্ন বোধ হইতে লাগিল; সেই দ্বিপ্রহরের দিবালোক যেন বর্ষাকালীন অমানিশার ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল; বিদ্যুতের ন্যায় চকিতে লোহিত মূর্ত্তি গোলা সকল ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল। এমন রুদ্রভাব, এমন অপূর্ব্ব দৃশ্য কখনও দেখি নাই। ইহার উপর আবার উভয়পক্ষীয় সেনাগণের উৎসাহ নিনাদ, অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা, অশ্বের দ্রুত গমন, আহত সেনার পতন কালীন হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদ প্রভৃতি নানারূপ ঘোররবে সমর ভূমিতে একটী অনির্ব্বচনীয় দৃশ্য উৎপন্ন হইল। বেলা ৩টা, তবু কাহারও সংজ্ঞা নাই, সকলেই রণমদে মত্ত। সৌভাগ্য লক্ষ্মী আজিও মধ্যস্থানে থাকিয়া উভয় সেনাকেই যেন বিশ্রামার্থে শিবিরে যাইতে আদেশ প্রদান করিলেন। ভবিষ্যতের তিমিরময় অঙ্কে জয় আরও দুই তিন দিনের জন্য লুক্কায়িত রহিল। অপরাহ্ন হইল ও জয়ের কোন প্রত্যাশা নাই দেখিয়া ইংরাজ সেনাপতি উল্‌স্‌লি সৈন্যগণকে শিবিরোদ্দেশে প্রতি গমন করিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। অমনি নাচিতে নাচিতে রণ বাদ্যের তালে তালে সকলে ফিরিয়া আসিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

টেলেলকাবীর।

আজি ২৩এ সেপ্টেম্বর বুধবার। সম্মুখে কাসাসিন প্রান্তর। আকাশ অপূর্ব্ব কৃষ্ণসজ্জায় সজ্জিত, রজনী ঘোর অন্ধকার—চতুর্দ্দিক্ নিস্তব্ধ। টেলেলকাবীর শিবিরের অন্তর বাহির আজ তিমিরাবরণে আবৃত। প্রকাণ্ড সমরাঙ্গন একেবারে জনকোলাহলশূন্য। যুদ্ধশ্রান্ত মহাবল পরাক্রান্ত আরবীপাশা আপন নিস্তব্ধ ঘোরঅন্ধকারাবৃত শিবির মধ্যে বিশ্রাম করিতে করিতে কত কি ভাবিতেছেন। ষড়্‌বিংশ সহস্র সেনা তাঁহার রচিত অপূর্ব্ব ব্যূহ মধ্যে শ্রান্তি দূর করিতেছে; সকলেই গভীর নিদ্রায় সুষুপ্ত ব্যূহের চারি পার্শ্বে ৭০টী উৎকৃষ্ট কামান সুরক্ষিত; ব্যূহের চতুর্দিকেই খাদ। তাহার উপর সশস্ত্র, সুনিপুণ অমিতবল প্রহরিগণ দলে দলে আপন আপন প্রহরায় নিযুক্ত। কি ভীষণ নিস্তব্ধ ভাব! কি ঘোর অন্ধকার!—আজি বাস্তবিকই কি আরবী পাশা সুখে নিদ্রা যাইতেছেন? সত্যই কি মহামনা মহম্মদকুলতিলক আরবী বিলাসপরায়ণতার ও ইন্দ্রিয়সেবার পরাকাষ্ঠা দেখাইবার জন্য সেই সময় রণ তরঙ্গের মধ্যেও রমণীরূপলাবণ্য ভুলিতে পারেন নাই? যথার্থই কি তিনি অপ্সরানিন্দিত পরম রূপবতী মিশর সুন্দরীপরিবৃত হইয়া দিবসের কঠোর, কঠিন পরিশ্রম অপনোদন করিতেছেন? না দারুণ চিন্তার বিষময় তেজে জর্জরিত, বিকম্পিত, উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া শয্যায় ছট্‌ফট্ করিতেছেন? ঈশ্বর করুন প্রথমোক্ত জনরবটী যেন অসত্য হয়। আর যদি সত্য হয়, তবে আরবী পাশা, তুমি আমার নিকট আর শ্রদ্ধার পাত্র নহ। তাহা হইলে তোমার হৃদয় দেবহৃদয় নহে। যে ব্যক্তি কুলপাবন সৎসন্তান হইয়া স্বদেশ ও জন্মভূমির কাজে একবার জীবন

উৎসর্গ করিয়া, একবার জাতীয় প্রেমে উদ্দীপ্ত হইয়া, ব্রত পূর্ণ হইতে না হইতে অসার অনিত্য ইন্দ্রিয় সুখভোগে উন্মত্ত হয়, তাহার দ্বারা আর কোন মঙ্গল কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে না। তাহার অধঃপতন স্থির। সে সকলের ঘৃণা ও অশ্রদ্ধার পাত্র। তাহা হইতে দেশের মঙ্গল না হইয়া বরং অশেষ অমঙ্গলই উৎপন্ন হয় এবং পরিণামে দেশ উৎসন্ন হয়। আরবী সাবধান! এখনও তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হইতে পারে। এখনও তোমার সাধুযত্নে তোমার জন্মভূমি অধীনতার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে। এ সকলই তোমার বিচক্ষণতা, বীরত্ব ও ধর্ম্মভাবের উপর নির্ভর করিতেছে। "যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ" এ বাক্য অতি পুরাতন সত্য বাক্য। তুমি যদি এই মহা কার্য্যের অঙ্কুর হইতেই ঐ সত্যটীর অনুসরণ করিয়া থাক, তবে আরবী! অনন্ত কোটি ইংরাজ তোমার একটী কেশও স্পর্শ করিতে পারিবে না, পার্থিব সকল শক্তি একত্র হইলেও তোমার পরাজয় নাই। স্বয়ং অখিলনাথ তোমার বীরমস্তকে ও বীরহৃদয়ে জয় ও উল্লাস স্থাপন করিবেন। তুমি স্বর্গীয় রণে অমরাবতীর সুখশান্তি প্রাপ্ত হইবে। সাধু যাঁহার ইচ্ছা সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর তাঁহার সহায় হয়েন।—এই ঘোর অন্ধকার ও নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া দূর, সতর্ক পদ বিক্ষেপের দপ্‌দপ্‌ শব্দ জাগ্রত রক্ষিবর্গের কর্ণ স্পর্শ করিল। কিন্তু গর্ব্বস্ফীত প্রহরিগণ তাহা লক্ষ্যও করিল না। নিশ্চিন্তে আপন আপন নির্দ্দিষ্ট স্থানে বিচরণ করিতে লাগিল।

এদিকে কাসাসিন শিবিরপতি রণদুর্ম্মদ সার্, জি, উল্‌স্‌লি চিন্তা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপন সেনাপতিদিগকে আহ্বান করিলেন। সকলে উপস্থিত হইলে তদ্দণ্ডেই সেনানিবেশ ভঙ্গ করিবার অনুমতি দিয়া কহিলেন, "অদ্য সকল সেনা দুই দিবসের উপযোগী খাদ্য ও প্রচুর অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া এখান হইতে কয়েক মাইল দূরে গিয়া সসজ্জ ও প্রস্তুত থাকুক। অদ্য রাত্রেই অজ্ঞাতভাবে দুর্জ্জয় শত্রুব্যূহ আক্রমণ করিব।"

সেনানায়কদিগের মুখ হইতে এই অনুমতিবাক্য বাহির হইবা-মাত্রই নিমেষ মধ্যে সকলে প্রস্তুত হইতে লাগিল। টক্ টক্, খটাখট শব্দে স্কন্ধাবারের খোঁটায় মুদ্গর শব্দায়মান হইতে লাগিল, নিমেষে বিবিধ বর্ণের কেতনরাজিপরিবেষ্টিত রমণীয় বস্ত্রনগরী অন্তর্হিত হইল। রণোৎসাহী সেনানীর হর্ষধ্বনি চতুর্গুণিত করিয়া রণ পশু-গণ মহান্ কলরবে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। আবার সেনা-পতির মনোভাব বুঝিতে পারিয়াই যেন মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই প্রকাণ্ড সেনা, মূকের ন্যায় নীরবে, ধীর, সতর্ক পাদবিক্ষেপে অগ্রসর হইতে লাগিল। বলিতে কি, যখন সেই সমগ্র ভারতীয় ও ইংরেজ সেনা সগর্ব্বে মস্ মস্ শব্দে আপন আপন সেনানায়কদিগের অনুগমন করিতে লাগিল, যখন বজ্রশক্তিধারী কামান হৃদয়ে ধারণ করিয়া অশ্ব শকটশ্রেণী আপন রুদ্রতেজ সম্বরণ করত শত্রুশিবিরের দিকে চলিতে লাগিল, যখন রণবিশারদ সেনাপতি ও সেনানায়কগণ নীরব ও গম্ভীরভাবে যাইতে যাইতে প্রত্যেকের বদনমণ্ডলে বিদ্যুৎবৎ জাতীয় গর্ব্ব প্রতিভাত দেখিয়াও অবিচলিতভাবে অগ্রগমন করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহাদের মুখ হইতে একটী মাত্রও বাক্য নিঃসারিত হইল না, তখন দূরদর্শী, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিলেন এ বৃটিশবাহিনী আজি আপন উদ্দেশ্য পূর্ণ করিবে। দুর্দ্দম সৈন্যস্রোত আজি গভীর রণসমুদ্রে পতিত হইবে। কোন বাধাই ইহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিবে না। সেনা-পতি সার, জি; উল্‌স্‌লি আপন অভীষ্ট সাধন ও বীরব্রত পালন করিয়া সকলের মনস্কামনা পূর্ণ করিবেন। বাস্তবিক অটল দৃঢ় প্রতিজ্ঞাই সকলের উজ্জ্বল বদনমণ্ডলে প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল। আশা ও সাহসে সকলেরই হৃদয় পূর্ণ হইয়াছিল। বৃটিশসেনা এই ভাবে যাইতে যাইতে কাসাসিন হইতে কিঞ্চিৎ দূরে কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম করিয়া আবার শত্রুশিবিরোদ্দেশে গমন করিতে লাগিল। শিবির হইতে আসিবার কালে সুচতুর শত্রুনয়ন প্রতারিত করিবার নিমিত্ত পরিত্যক্ত সেনা-

নিবেশস্থলে কয়েকটী আলোক রক্ষা করা হইয়াছিল। ঠিক্ আড়াই প্রহরের সময় যাত্রা করিয়া নির্ব্বিঘ্নে ও নীরবে বৃটিশসেনা শত্রুব্যূহের সম্মুখে উপস্থিত হইল। যখন সমগ্র সেনা টেলেলকাবীরে পৌঁছিল তখন রজনী অবসানপ্রায়; গগনমার্গে শুকতারা মিট্‌মিট্ করিতেছে; প্রথম যামের ঘোর অন্ধকার কোথায় পলায়ন করিয়াছে; ঊষাদেবী অন্তরালে থাকিয়া অচিরে দিবাগমের ও মিশরে ইংরেজ অভ্যুদয়ের সূচনা করিতেছেন। এখন রাত্রি অনুমান সার্দ্ধ তৃতীয় প্রহর। আজ নিদ্রিত সেনাসহ নিদ্রিত আরবীকে হঠাৎ আক্রমণদ্বারা জয়লাভ করণার্থ বৃটিশ বীরতিলক সার, জি, উল্‌স্‌লি ত্রয়োদশ সহস্র সুশিক্ষিত সেনা ও ষষ্টি সংখ্যক মাত্র তোপ সঙ্গে করিয়া নীরবে শনৈঃ শনৈঃ পাদবিক্ষেপে ভীষণদর্শন টেলেলকাবীর প্রান্তরে শত্রু-ব্যূহদ্বারে সমুপস্থিত হইলেন।—প্রিয় পাঠক! আধুনিক সমর নীতি ও পুরাকালের সমরনীতির কি ভয়ানক প্রভেদ! হায়! পুরাকালে ধর্ম্মাত্মা আর্য্যেরা কেমন ন্যায়যুদ্ধ করিতেন! আহা! তাঁহাদের ধর্ম্মময় রণকৌশল ও যুদ্ধনিয়মনিচয় মনে হইলে আজও এ ক্ষুদ্র হৃদয় হইতে তাঁহাদের চরণে ভক্তিস্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে। অন্যায় সমর কাহাকে বলে তাহা তাঁহারা জানিতেন না। কুচক্রে শত্রু জয় করা তাঁহারা মহাপাপ মনে করিতেন। ভীষ্ম, দ্রোণ, যুধিষ্ঠির, কর্ণ, রামচন্দ্র প্রভৃতি পূর্ব্ব বীরগৌরব আর্য্যসন্তানদের ধর্ম্মযুদ্ধের ইতিহাস প্রত্যেক ভারতবাসীই অবগত আছেন। আজ তাঁহাদের রণ প্রণালীর সহিত এই উন্নতিশীল বিজ্ঞানময় সভ্যতার নিদান ঊনবিংশ শতাব্দীর রণপ্রণালীর তুলনা করিলে কি ভীষণ পার্থক্যই দেখিতে পাওয়া যায়! উভয়ের মধ্যে স্বর্গ মর্ত্ত্যের অন্তর যতদূর, তদপেক্ষাও অধিকতর প্রভেদ স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়।

ক্রমে ক্রমে ইংরেজ সেনা শত্রু শিবিরের সম্মুখে স্তরে স্তরে সাগরোর্ম্মির ন্যায় উপস্থিত হইল। সুষুপ্ত আরবীর সেনারা তখনও নিদ্রিত।

একের পর এক করিয়া ইংরেজেরা বজ্রনাদী কামান হইতে গুড়ুম্ গুড়ুম্ গুম্ শব্দে উল্কামুখী গোলা বৃষ্টিতে টেলেলকাবীর ছাউনি বিকম্পিত করিয়া তুলিল। অনবরত তোপের শব্দে নিদ্রিত আরবী একবারে সসৈন্যে চকিত ও ত্রস্ত হইয়া পড়িলেন। শত শত মিশর-সৈন্য যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইতে হইতে ভীষণ গোলার মুখে পড়িয়া নিধন প্রাপ্ত হইল। বৃটিশসেনা ভীতিবিহ্বলাক্রান্ত শত্রুব্যূহে নিমেষ মধ্যে প্রবেশ করিল ও রুদ্রমূর্ত্তিতে দুই হস্তে শত্রু সংহার করিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে জয়োন্মত্ত সেনার ভীমনাদে নিদ্রোত্থিত সৈন্যরাশির আপাদমস্তক, অন্তস্তল পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল। তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া মিশরসেনা প্রতিযোগিতার আশা একেবারে ত্যাগ করিয়া, পলায়ন দ্বারা শত্রুহস্ত হইতে জীবন রক্ষা করিবার উপায় স্থির করিল। কিন্তু পর্ব্বতনির্গত মহাবেগশালিনী স্রোতস্বিনীপ্রপাতবৎ অজেয় বৃটিশ-সেনাতরঙ্গের মুখে পলায়নপর শত্রু-সেনা দাঁড়াইয়া মরিতে লাগিল। সহস্র সহস্র মিশরসেনা সেই অদ্ভুত নৈশ যুদ্ধে হত ও আহত হইয়া মৃৎশয্যায় চির নিদ্রাভিভূত হইল। কেহ জীবনাশায় ছুটিতেছে, গোলা অঙ্গ স্পর্শ করিল, অমনি পড়িল; কাহারও অর্দ্ধস্ফুট বাক্য মুখেই রহিল, প্রাণ বায়ু জীবনের শেষ কথা উচ্চারণ করিবার অগ্রেই শত্রু তরবারি দেহযষ্ঠি হইতে মস্তক পৃথক্ করিয়া দিল। মদমত্ত বারণ যেমন অবাধে পুষ্করিণীতে পড়িয়া যথেচ্ছভাবে পদ্মবন ভগ্ন করে, সেইরূপে আজ নিশিতে টেলেলকাবীর শিবিরে নিরস্ত্র নিদ্রিত মিশরচমূ যথেচ্ছ বিনাশ করিয়া বৃটিশ সেনা জয়োল্লাসে শূন্যমার্গ পূর্ণ করিতে লাগিল। সে যুদ্ধের উচ্ছ্বাস দেখে কে? সাগরোর্ম্মির ন্যায় একটীর উপর আর একটী, তাহার উপর অন্যটী, এইরূপে অগণ্য শত্রু সেনা পতিত হইতে লাগিল। শব-রাশিতে টেলেলকাবীর পূর্ণ হইয়া গেল। উদ্‌ভ্রান্ত পথিকের ন্যায় আরবী পাশা শত্রুসংবেষ্টিত, উৎপীড়িত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া

কিয়ৎকাল স্থির নয়নে সেই নৈশরণ ও তাহার পরিণাম ভাবিলেন। পরে নিমেষে শয্যাত্যাগ করিলেন, নিমেষে বীর সজ্জায় সাজিলেন, নিমেষে পলায়মান সেনার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া তাহাদের গতি রোধ করিলেন ও অমৃতময়, তেজঃপূর্ণ উৎসাহবাক্যে ভীতিবিহ্বল সেনাদিগকে উত্তেজিত, রণোৎসাহী ও উন্মত্ত করিয়া তুলিলেন। অন্য দিক্ হইতে আসিয়া টালবা পাশা তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া বিষণ্ণ মনে সংগ্রামের শোচনীয় পরিণাম অবগত করাইলেন। উভয়েই আবার ক্ষণকালের জন্য নিজ নিজ সেনাদিগের গতি ফিরাইলেন। সশস্ত্রের সহিত নিরস্ত্রের, অশ্বারোহীর সহিত পদাতির, গোলন্দাজগণের সহিত নিদ্রিতের তুমুল রণ বাধিল। কত কত বীর এ নৈশসমরে স্বজাতির জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন দিল, অনায়াসে জন্মভূমির স্বাধীনতার জন্য সর্ব্বস্ব বলিদান দিল, পশ্চাৎ ফিরিল না। এই সময় আরবী পাশা ও টালবা পাশা যে অভূতপূর্ব্ব শক্তি দেখাইয়াছিলেন তাহা মনুষ্য সাধারণে বিরল। কিন্তু হইলে কি হয়, পূর্ব্বেই বলিয়াছি সৌভাগ্যলক্ষ্মী আরবীর প্রতি বিমুখ। দুর্দ্দান্ত বৃটিশ-শক্তি যে ভীষণ রণস্রোত প্রবাহিত করিয়াছিল তাহাতে স্রোতস্বিনী-প্রপাতবৎ যাহা সম্মুখে পাইল অবাধে ভাসাইয়া লইয়া চলিল! বৃথা আরবী পাশা, বৃথা টালবা পাশা প্রাণের আশা ভরসা ত্যাগ করিয়া যুদ্ধার্থে যত্ন করিতে লাগিলেন, বৃথা জ্বলন্ত সমরে স্ব স্ব জীবন আহুতি দিতে উদ্যত হইলেন। সেই অমিতবল সম্পন্ন বিজয়ী বৃটিশদিগের রণ-কৌশলের নিকট পতনশীল, ধরাশায়ী, আক্রান্ত মিশরসেনা ক্ষত বিক্ষত হইয়া যাইতে লাগিল। আরবীর সকল আশা ভরসা আজিকার নৈশ সমরে শেষ হইল। যাঁহারা জন্মভূমি উদ্ধারের জন্য জীবন দিতে আসিয়াছিলেন, যাঁহারা প্রকৃত বীর ধর্ম্ম রাখিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, যাঁহাদের প্রাণ যথার্থ জাতীয় জীবনের স্বর্গীয় শক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিল, তাঁহারা শরীরে

বিন্দুমাত্র প্রাণ বায়ু থাকিতে যুদ্ধস্থল ত্যাগ করিলেন না। দেহে যতক্ষণ জীবন রহিল, ততক্ষণ স্বাধীনতার বিমল আনন্দ অনুভব এবং জন্মভূমির প্রতি গাঢ় অনুরাগ প্রদর্শন করিতে করিতে, জগৎকে জীবনাপেক্ষা স্বাধীনতার উৎকর্ষ দেখাইতে দেখাইতে, পরাধীনতা অপেক্ষা সম্মুখ সমরে মৃত্যুর গৌরব প্রচার করিতে করিতে, অসার পাঞ্চভৌতিক দেহবাস হইতে মুক্ত হইলেন। ধন্য রে বীরধর্ম্ম! ধন্য রে মিশর-বীর! ধন্য রে জাতীয় ভাব! আর ধিক্ সেই কাপুরুষদিগকে যাহারা জন্মভূমির উদ্ধারে বিমুখ হইয়া রণে ভঙ্গ দিল! ধিক্ সেই মিশর কলঙ্ক-দিগকে যাহারা আপনার দোষে "স্বর্গাদপি গরীয়সী" প্রেমাস্পদ জন্ম-ভূমির গলদেশে কঠিন শৃঙ্খল প্রদান করিল! ধিক্ তাহাদের সেই ছার গৃহবাসে যেখানে স্বাধীনতা সূর্য্য অস্তমিত হইল!

ন্যায়ে হউক, আব অন্যায়ে হউক, আরবী পাশা সমরে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন। নৈরাশ্য ও তীব্র মর্ম্মপীড়ায় কাতর ও ভগ্নোদ্যম আরবী মুহূর্ত্তের নিমিত্ত কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। তাঁহার সমূহ সৈন্য রণে ভঙ্গ দিয়াছে, পলায়ন-তৎপর সেনাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বৃটিশ বীরেরা অনুধাবন করিতেছে, শিবির যথেচ্ছরূপে লুণ্ঠিত হই-তেছে, স্থানে স্থানে দলে দলে মিশরবীর নির্ম্মম শত্রু হস্তে শমন-ভবনে গমন করিতেছে, উদ্ধারের আর কোন উপায় নাই। এখনও টালবা পাশা আরবীর নিকট রহিয়াছেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে অল্প মাত্র বিশ্বস্ত অনুচর সমভিব্যাহারে একমাত্র অবিজিত শিবিরের উদ্দেশে পলায়নই স্থির হইল। তৎক্ষণাৎ বায়ু বেগে আরবী পাশা অবশিষ্ট সেনাসহ কাকরেলদাওয়া সেনানিবেশের দিকে ধাবমান হইতে লাগিলেন। কেহ জানিল না আরবী কোথায় গিয়াছেন। বিজয়ী ইংরেজসেনা মহোল্লাসে টেলেলকাবীর অধিকার করিয়া, গভীর জয় জয় নাদে ও তোপ ধ্বনিতে আকাশ, পাতাল, প্রান্তর পূর্ণ করিয়া তুলিল। রণবাদ্যের মধুর নিনাদে এবং উন্মত্তকর বিজয় সংগীতে রণ-

শ্রান্ত ইংরাজ সৈনিকদিগের ক্লান্তদেহে নূতন বল ও স্ফূর্ত্তির পুনরাবেশ হইতে লাগিল। এক দিক হইতে বৃটিশ সেনাতরঙ্গ, অপর দিক হইতে ভারত সেনাতরঙ্গ মিলিয়া মহা আস্ফালনে বিজিত, পলায়নোন্মুখ আরবীর সৈন্যগণের প্রতি ধাবিত হইল। রক্তের নদী বহিল; ছিন্ন হস্ত, পদ, মুণ্ড ও শবরাশি তাহাতে ভাসিয়া চলিল; মহা যুদ্ধ তথাপি শেষ হইল না। এ যুদ্ধে ভারতসেনা বল, পরাক্রম, সাহস, উদ্যম, অধ্যবসায়, কৌশল ও কষ্টসহিষ্ণুতা প্রভৃতি গুণনিচয়ের যে ভূরি ভূরি প্রমাণ দেখাইয়াছিল তাহা অতুলনীয়। অনুমান বেলা দেড় প্রহরের সময় টেলেলকাবীর স্কন্ধাবার একেবারে শত্রুশূন্য হইল। ৫২টী উৎকৃষ্ট কামান, অশ্ব, উষ্ট্র ও নানাবিধ ব্যবহারোপযোগী রাশি রাশি দ্রব্য হস্তগত হইয়াছে, অনেক মিশর সেনা বন্দী হইয়াছে, লুটও প্রায় শেষ হইয়াছে, এমন সময় প্রধান সেনাপতির আজ্ঞাসূচক ভেরীর উচ্চরব সকলের কর্ণকুহর প্রতিধ্বনিত করিল। সকলেই সেনাপতির অনুজ্ঞা শুনিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। সার, জি, উল্‌সলির বীরব্রত এখনও পরিপালন করা হয় নাই, এখনও আরবী পাশা ধৃত হয় নাই, আরবী পলায়ন করিয়া জীবন রক্ষা করিয়াছে।

উচ্চ কণ্ঠে তিনি বলিতে লাগিলেন, "হে বীর যোদ্ধা সকল! তোমাদের বীরত্বে আরবী পাশা পরাজিত হইয়া পলায়ন করিয়াছে, তোমরা কি তাহাকে পুনরুদ্যমে বন্দী করিবে না? আমার প্রতিজ্ঞা কি অপূর্ণ থাকিবে? আমি এই মুহূর্ত্তেই আরবীর অনুসরণ করিব, তোমরা আমার অনুগমন করিতে প্রস্তুত হও।" মুহূর্ত্তে বঙ্গীয় ষষ্ঠ সংখ্যক অশ্বারোহিদল সর্ব্বাগ্রে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটী বৃটিশ সেনাদলও অনুসরণ করিল; তখন নূতন শিবির-সংস্থাপনার্থ কতিপয় মাত্র সৈন্যদল এবং অনুচরবর্গ রাখিয়া অবশিষ্ট সৈন্যে পরিবৃত হইয়া মহাবীর সার, জি, উল্‌সলি আরবী পাশার

উদ্দেশে খালের ধারে ধারে কাইরোর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন; যাইতে যাইতে বেলবেইস নামক একটী সমৃদ্ধিশালী জনপদে উপস্থিত হইলেন। বেলবেইস টেলেলকাবীর হইতে ২০ মাইল দূর এবং রমণীয় জাগ-আ-জিগ নগরের অতি নিকটবর্ত্তী। তৎকালে এইস্থানে রাজ্যেব অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহারা ইংরাজ সেনাপতিকে আগ্রহ সহকারে অভ্যর্থনা করিলেন এবং তাঁহার নিকট আপনাদের অধীনতা স্বীকার করত একজন বিশ্বস্ত দূত দ্বারা আলেকজান্দ্রিয়াতে খিদিবের নিকট এই বিজয় সংবাদ প্রেরণ করিলেন। পুনরায় এখান হইতে বৃটিশ সৈন্যতরঙ্গ আনন্দে নাচিতে নাচিতে কাকরেলদাওয়ার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। সেই গমনশীল ভারত বীরদের তৎকালীন উগ্রমূর্ত্তি আজিও আমার হৃদয়পটে চিত্রিত রহিয়াছে। সজ্জিত উন্নত অশ্বে উন্নত, প্রশস্ত বক্ষ অধিকতর উন্নত করিয়া, অসুরবীর্য্যে বাম করে বল্‌গা ও দক্ষিণ করে সুদীর্ঘ বর্ষা ধারণ করিয়া, অশ্বারোহিগণ এমনি বায়ুবেগে ধাবমান যে তাহাদের প্রত্যেক পদক্ষেপে অদম্য তেজ, গভীর অধ্যবসায় ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা প্রকাশ পাইতেছে। তাহারা যেরূপ নির্ভীকচিত্তে এবং পূর্ণ সাহসের সহিত যাইতেছিল, তাহাতে বোধ হইতে লাগিল, ভারত-শক্তিপ্রবাহ প্রতিরোধ মানসে যদি কোন পর্ব্বত সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়, অশ্বশিরঃস্থিত শাণিত বর্ষাফলকে তাহা বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। বাস্তবিক সেই বীরহস্তে প্রচণ্ড বর্ষা অতিশয় ভীষণ দেখাইতেছিল। তাহা আবার অশ্বের অসাধারণ দ্রুতগতিতে অধিকতর ভীষণ হইয়াছিল। উল্‌সলি সেই দিনই ১০,০০০ সৈন্যসহ কাফ্‌রেদিয়ার দুর্গ হস্তগত করিলেন এবং সেখানেও আরবী পাশাকে না পাইয়া কাইরো যাত্রা করিলেন। টেলেলকাবীরের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া আরবী তাঁহার একমাত্র সহচর টালবা পাশার সঙ্গে অশ্বারোহণে কাইরো প্রাসাদ ভবনে পলায়ন করিয়াছিলেন। যখন নগরে পুনঃ প্রবেশ করেন,

তখন প্রত্যেক নগরবাসী দূর হইতে তাঁহার পরাজিত শির লক্ষ্য করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়াছিল। এইরূপে বিজাতীয় তেজে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও জাতীয় আবালবৃদ্ধ পুরুষরমণী কর্ত্তৃক অবমানিত হইয়া ১৪ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে আরবী আপন আবাসে পুনঃ প্রবেশ করেন। কিন্তু তিনি মিশর রাজপুরুষের দ্বারা আপনা হইতে আপন গৃহে বন্দী হইলেন; তাঁহার প্রাসাদের চারিদিক্ মিশর শান্তিরক্ষকে পরিবেষ্টিত হইল। সেই রাত্রেই সাহসী দূরদর্শী সমরনীতিবিশারদ সার, জি, উল্‌স্‌লি কাইরো নগরীতে প্রবেশ করিলে বঙ্গের বিক্রমশালী অশ্বারোহিদল আরবী পাশার প্রাসাদ বেষ্টন করত তাঁহাকে বন্দী করিয়া আপন সেনাপতির সম্মুখীন করিল।

১৫ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই আরবীকে বন্দী করিয়া ইংরাজ সেনাপতি অত্যাশ্চর্য্যরূপে স্বকীয় বীর প্রতিজ্ঞার সহিত ভবিষ্যদ্‌বাণী রক্ষা করিলেন। সমগ্র মিশর রাজ্য, দিগন্ত প্রসারিত ময়দান, নীল নদ, উন্নতশির পীরামীড আজ বৃটিশ সেনাপতির বলবীর্য্যে অবনত মস্তক হইল। আলেকজান্দ্রিয়া হইতে কাইরো, কাইরো হইতে ইসমেলিয়া পর্য্যন্ত সকল গ্রাম, নগর, উপ-নগর, বন্দর, উপত্যকা ইংরাজের পরাক্রান্ত নিশানের নিকট মস্তক অবনত করিল। এইরূপে মিশর যুদ্ধাভিনয় সমাপ্ত হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কাইরো যাত্রা।

সেটী কোন্ তারিখ, কোন্ বার ঠিক মনে হইতেছে না, কিন্তু যাহা দেখিয়াছিলাম তাহার অবিকল প্রতিমূর্ত্তি আজিও আমার হৃদয়-ক্ষেত্রে মুদ্রিত রহিয়াছে। আজিও মনশ্চক্ষে তাহার অবিকৃত প্রতিবিম্ব অবলোকন করিতেছি। যখন সর্ব্বগুণাকর মহাবীর রামচন্দ্র সীতা বিরহে, মলিন, শ্রীহীন ও হৃদয়হারা হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে দণ্ডকারণ্যের প্রত্যেক বৃক্ষ, পল্লব, কানন, ভূধর, নদ, নদীকে অতি কাতর হৃদয়ে সীতাবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন; যখন তাঁহার সেই সৌন্দর্য্যের আকর বদনমণ্ডলে বিষাদ কালিমার ঘনরেখা প্রতিভাত হইয়াছিল; যখন শোকাবেগ তাঁহার বীর হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া নির্জীব সজীব সকলেরই নিকট তাঁহাকে সীতাকুশল জানিবার নিমিত্ত ব্যাকুল করিয়াছিল; তাঁহার তথনকার অবস্থার সহিত এই অপূর্ব্ব শ্রীসৌন্দর্য্যশালী মিশর নগরীর বর্ত্তমান মলিনভাব এবং শোকাকুল অবস্থার তুলনা করিলে কোনও পার্থক্য লক্ষিত হয় না। রামচন্দ্র সীতা বিরহে হৃদয়ের একমাত্র মণি হারাইয়া অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলেন। মিশরও আজ হৃদয়ের উজ্জ্বল স্বাধীনতা মণি হারাইয়া শ্রীহীন হইয়াছে। তাহার উপর অগণনীয় মৃত পুত্র হৃদয়ে ধারণ করিয়া যেন উন্মাদিনী যোগিনীর সাজে সাজিয়া প্রত্যেক দর্শকেরই নয়ন মন আকুল করিতেছে।

কোথাও রণশ্রান্ত সৈনিক পথে গমন করিতে করিতে যথেচ্ছ লুণ্ঠন করিতেছে, কোথাও পীড়নশীল সেনা বীর দর্পে মাতিয়া অসহায়া অবলা মিশর রমণীর উপর অত্যাচার করিতেছে, কোথাও ভীমবলে বলীয়ান্ যোদ্ধা ঘোর অর্থ লালসা চরিতার্থ করণাশয়ে আপন

অসিকোষ হইতে সবলে অসি উন্মোচন করিয়া নিরাশ বিপন্ন গৃহস্থের সর্ব্বনাশ করিতেছে, কোথাও ভীষণ তৃষ্ণা ও ক্ষুধায় আকুল পথিক আহারাভাবে উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া দুর্ব্বলের মুখোত্তোলিত আহার্য্য কাড়িয়া লইয়া আপন উদরপূর্ত্তি করিতেছে। যে দিকে নয়নপাত কর দেখিতে পাইবে মিশর এতাদৃশ ভীষণ দৃশ্যে পরিপূর্ণ। গ্রামমধ্যে গমন কর সেখানেও শুনিতে পাইবে আবালবৃদ্ধবনিতার হৃদয়ভেদী উচ্চ ক্রন্দন রোল আকাশ স্পর্শ করিতেছে। এইরূপ ভীষণ লোমহর্ষণ দৃশ্য সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষ করিতে করিতে আমি মহানগরী কাইরোর দিকে গমন করিতে লাগিলাম। রণান্তে সকলে কে কোথায় গমন করিয়াছে তাহার কিছুই ঠিক্ নাই। আমার সঙ্গিগণ আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন; আমি আজ একাকী সশস্ত্রে অশ্বারোহণে গমন করিতেছি। আজ তিন দিবস কিছুই আহার জুটে নাই, কেবল পথিপার্শ্বস্থ বৃক্ষ হইতে কয়েকটী খর্জ্জুর ও যুদ্ধের পরে যে আহার সামগ্রী অবশিষ্ট ছিল তাহাই ভক্ষণ করিয়া একদিন গিয়াছে। দ্বিতীয় দিবস কোথাও কিছু পাই নাই, কেবল কর্দ্দমাক্ত খালের জল পান করিয়া ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ করিয়াছি। আজ তৃতীয় দিন, এখনও কিছু আহার করিতে পাই নাই। সূর্য্যদেব মধ্যাকাশ অতিক্রম করিয়াছেন,এখনও গ্রাম বা জনপদের দর্শন নাই। আমার অশ্বটী ক্রমাগত নিরাহারে ও বালুকাপূর্ণ পথ পর্য্যটনে নিতান্ত শ্রান্ত ও বীর্য্যহীন হইয়া পড়িয়াছে; এমন কি একটী পাও উঠাইতে তাহার বিশেষ কষ্ট বোধ হইতেছে। আমিও ক্ষুধায় আর কিছুই দেখিতে পাইতেছি না; প্রাণ যেন দেহ পিঞ্জরে ছট্ ফট্ করিতেছে, এখনি বাহির হইবে। মধ্যে মধ্যে আপনা হইতেই চক্ষু মুদ্রিত হইতে লাগিল; বোধ হইতে লাগিল, যেন আমার অন্তিম কাল অদূরবর্ত্তী। তখন স্বভাবতঃ ঈশ্বরে প্রাণ মগ্ন হইল। প্রাণের ভিতর হইতে ভক্তিপূর্ণ প্রার্থনাবাক্য বাহির হইতে লাগিল। হৃদয়মধ্যে

"তুমি হে ভরসা মম অকূল পাথারে ; আর কেহ নাহি যে বিপদ ভয় বারে, আঁধারে যে তারে" এই সঙ্গীত মধুর স্বরে গীত হইতে লাগিল। এইরূপ সংজ্ঞাশূন্য অবস্থায় কতক্ষণ অতিবাহিত করিয়াছিলাম বলিতে পারি না।

যখন নয়ন উন্মীলিত হইল, দেখিলাম হস্তস্থিত অশ্বের বল্‌গা আমার হস্তচ্যুত হইয়া অশ্বের গলদেশে পতিত হইয়াছে, অশ্ব ধীরে ধীরে একটী সবুজবর্ণ উপবন প্রান্তে উপনীত হইয়াছে। তখন সেই স্নেহময়ী জননীকে কত যে ধন্যবাদ দিলাম তাহা বর্ণনাতীত। ক্রমে একটী ক্ষুদ্র গ্রাম মধ্যে উপস্থিত হইলাম। গ্রামটীর দুর্দ্দশা দেখিয়া হৃদয় ব্যথিত হইয়া গেল। গ্রামস্থিত বৃক্ষগণ ফলপুষ্পশূন্য, ছিন্নভিন্ন অবস্থায় দণ্ডায়মান, গৃহ সকল পশু মনুষ্য বিহীন। সুন্দর সুন্দর বস্তু সকল ইতস্ততঃ ভগ্ন বা অর্দ্ধভগ্ন, অবস্থায় পতিত রহিয়াছে। প্রত্যেক বস্তুই অত্যাচারীর ভীষণ অত্যাচার প্রকাশ করিতেছে। আমি গ্রামের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত ধীরে ধীরে পর্য্যটন করিলাম, কিন্তু জনমানবের অস্তিত্ব আছে বলিয়া বোধ হইল না। তখন নিরাশার মর্ম্মপীড়নে অস্থির হইয়া পুনরায় স্থিরভাবে ভাবিতে লাগিলাম। হঠাৎ গ্রাম দেখিয়া আহারীয় পাইবার আশায় দেহে যে একটু মাত্র বলসঞ্চার হইয়াছিল তাহাও ক্রমে ক্রমে আমায় ত্যাগ করিতে লাগিল। এমন সময়ে অদূরাগত অস্পষ্ট মনুষ্য শব্দ কর্ণগোচর হইল। তখন আনন্দে বিহ্বল হইয়া ব্যগ্র ভাবে চারিদিকে কাতর দৃষ্টি সঞ্চালন করিলাম। যাহা দেখিলাম তাহা বর্ণন করিতে লেখনী শক্তিহীন হইয়া পড়ে, বলিতে জিহ্বা অসাড় হয়। দেখিলাম, একটী মলিনমুখী অসহায়া মিশর রমণী একজন কাপুরুষ নৃশংস শ্বেতকায় সৈনিকের কঠিন হস্তে পড়িয়া সতীত্ব নষ্টের ভয়ে অধীরে ক্রন্দন করিতেছে। অসহায়া বালা আপন মাতৃ ভাষায় ঐ পামরের নিকট কতই কাকুতি মিনতি করিতেছে ; পামর আপন পশুবৃত্তিতে অন্ধ হইয়া তাহার হৃদয়-

ভেদী ক্রন্দনে কর্ণপাতও করিতেছে না; বিকট হাস্য করিয়া সজোরে রমণীর কটিদেশে হস্ত দিয়া তাহাকে নিজ আয়ত্ত্যাধীনে আনিতে চেষ্টা করিতেছে। যখন আমি দূর হইতে এই লোমহর্ষণ দৃশ্য দেখিতে পাইলাম, যুগপৎ আমার মৃতপ্রায় দেহে, ক্ষুধায় অবসন্ন শরীরে হঠাৎ বীরপরাক্রম সঞ্চারিত হইল। মুহূর্ত্তে ঐ রমণীর দিকে অশ্বধাবন করিলাম। আমাকে হঠাৎ অবলা রমণীর সহায়তায় উপস্থিত হইতে দেখিয়া নরাধম সৈনিক পুরুষ আক্রান্ত যুবতীকে ছাড়িয়া হতাশ ও ভীত হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন-পরায়ণ হইল। আমি অবিলম্বে অশ্ব হইতে একলম্ফে ভূতলে অবতরণ করিলাম এবং নিমেষ মধ্যে রমণীর পার্শ্ববর্ত্তী হইলাম। রমণী আমার দক্ষিণ হস্ত গ্রহণ করিয়া আপন ভাষায় হর্ষ গদগদ স্বরে কৃতজ্ঞতাসূচক কত যে ধন্যবাদ দিতে লাগিল, তাহা বর্ণনা করা যায় না। তাহার অশ্রুসিক্ত গণ্ডস্থলে এবং আকর্ণ-বিশ্রান্ত উজ্জ্বল নয়নযুগলে আনন্দ ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। আমি তাহার একটী কথাও বুঝিতে পারিলাম না। কয়েক নিমেষ মাত্র অতীত হইতে না হইতে ঐ বিপদুন্মুক্তা মিশর কামিনী আমাকে তাহার পশ্চাদনুসরণ করিতে ইঙ্গিত করিয়া একটি সঙ্কীর্ণ পথ অতিবাহন করিতে লাগিল। ক্ষণ পরেই রমণী একটি ক্ষুদ্র উদ্যান সম্মুখস্থ বাটীর দ্বার দেশে উপস্থিত হইল এবং আমাকে তাহার ভিতরে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত পুনরায় কৃতজ্ঞতাপূর্ণ নয়নে বার বার অনুনয় ও ইঙ্গিত করিতে লাগিল; আমিও নিঃসঙ্কোচে তাহার অনুগমন করিলাম। গৃহপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলে রমণী বিদ্যুৎবৎ গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। আমিও অবসর পাইয়া স্তম্ভিতভাবে বর্ত্তমান দুর্ঘটনা সকল ভাবিতে লাগিলাম। এইরূপে অধিকক্ষণ অতীত হইতে না হইতে একটি তরুণ মিশর যুবা আসিয়া আমার হস্ত ধারণ করিয়া গৃহ মধ্যে লইয়া গেল। তথায় গিয়া দেখিলাম গৃহের যাবতীয় দ্রব্য চারিদিকে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে।

একটী প্রৌঢ় বয়স্ক মিশর দম্পতী আপনাদের উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বসন ভূষণ এবং যথা সর্ব্বস্ব একটী কাষ্ঠময় বাক্সের মধ্যে বন্ধ করিতেছে, অন্য একটি তরুণী রমণী তাহাদের পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তাহারা সকলে গৃহত্যাগ করিয়া কোন নিরাপদ স্থানে পলায়ন করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতেছে। আমার আগমন মাত্র সকলে সমস্বরে, সাগ্রহে বলিয়া উঠিল, "মরহাবা আহেনান্ ও সাহেলান্ আল্লালো সাল্লাম, ওগোদ।" (অর্থাৎ) "খোদা তোমায় সুখে রাখুন, ঈশ্বর তোমার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল বিধান করুন, তুমি এ দীন গৃহে আসন গ্রহণ কর।" পরে আমি তাহাদের কাষ্ঠাসনের এক পার্শ্বে উপবেশন করিলে, তাহারা আমার সামান্য কর্ত্তব্য পালনের জন্য নিজ ভাষায় কত যে কৃতজ্ঞতা ও আহ্লাদ প্রকাশ করিতে লাগিল, তাহা বর্ণন করা যায় না। প্রত্যেকের বদনেই হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা ও গভীর আনন্দ উজ্জ্বল অক্ষরে প্রতিভাত হইতে লাগিল। তাহারা "মরহাবা এসিদি ফেফ্-হান এস্তা, ইস্মক এ" (আপনার নাম কি, আমরা আপনার দাস, আমাদের পূজা গ্রহণ করুন) প্রভৃতি বিবিধ মিষ্ট বাক্যে আমার সহিত আলাপ করিতে লাগিল। এইরূপ কথোপকথনে আমার অবসন্নতা এবং তৃষ্ণাতুরভাব তাহাদের নিকট আর অধিকক্ষণ অবিদিত রহিল না। তাহারা আমার তৎকালীন আকার দৃষ্টেই বুঝিয়াছিল আমার অনেক কাল আহার হয় নাই। তাহারা তৎক্ষণাৎ সযত্নে তাহাদের অযত্ন-পক্ব রুটি, তরকারী, খর্জ্জুর ও কুঁজা পূর্ণ শীতল পানীয় বারি আনয়ন করিয়া আমার সম্মুখে ধারণ করিল। আমি আনন্দে তাহাদের সহিত ভোজনে যোগদান করিলাম। সেই কদর্য্য মোটা রুটি এবং ভিন্ন রুচির তরকারী প্রভৃতি আহার করিয়া আমি মৃতপ্রায় দেহে নূতন শক্তি প্রাপ্ত হইলাম। ভোজনে যে অপূর্ব্ব তৃপ্তি ও আনন্দ হইয়াছিল তাহা এ জীবনে কখনও অনুভব করিনাই। বোধ হয় অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর সম্রাটেরাও সে সুখে বঞ্চিত। আহারান্তে কিয়ৎক্ষণ

তথায় বিশ্রাম করিলাম। তাহারা ইতিমধ্যে পলায়নের বন্দোবস্ত করিতে লাগিল। দুঃখের বিষয় আমরা পরস্পরের ভাষা বুঝিতে পারিলাম না। আমি আরবী ভাষার ২। ৪ টী নিতান্ত আবশ্যক কথা মাত্র নোট বুকে লিখিয়া রাখিয়াছিলাম। তাহার অধিক বলিতে হইলে ইসারা করিয়া না দেখাইলে চলিত না। বিশ্রাম করিতে করিতে আমার একটু নিদ্রা আসিল। নিদ্রা হইতে উঠিয়াই দেখি, আমার অশ্বটী প্রচুর খাদ্য পাইয়া উদর পূর্ণ করিয়া ভুক্তাবশিষ্ট খাদ্য পদ-দ্বারা মর্দ্দন করিতেছে; এবং ঐ ভদ্র নরনারীগণ গভীর আতিথেয়-তার অনুরোধে আমার নিদ্রা ভঙ্গের প্রতীক্ষা করিতেছে; একটী উষ্ট্রে তাহাদের দ্রব্যাদি বোঝাই করা হইয়াছে এবং ৪টী সুন্দর অশ্ব সসজ্জ অবস্থায় তাহাদের অপেক্ষায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে। মিশরবাসীরা আতিথেয়তা অতিশয় শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম মনে করে। শত্রুও তাহাদের শরণাগত হইলে ঘোর বৈরনির্যাতন বিস্মৃত হইয়া প্রাণপণে তাহার উপকার করিতে যত্ন করে। আমাদের বিদায় গ্রহণের সময় নিকট-বর্ত্তী দেখিয়া মিশর কামিনীর স্বামী আমার নিকট বিনম্র বদনে উপস্থিত হইয়া সাগ্রহে আমার দুই হস্ত ধারণ করিল এবং জানু পাতিয়া বসিয়া বক্ষঃস্থলের জেব হইতে একটী অপূর্ব্ব অঙ্গুরীয় বাহির করিয়া উহা গ্রহণ করিবার নিমিত্ত আমাকে বিবিধ প্রকারে অনু-রোধ করিতে লাগিল। আমি যখন কোন মতে উহা গ্রহণ করি-লাম না, তখন তাহারা সকলেই একটু বিমর্ষ হইল। আমি তাহা-দিগকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত আমার মনের ভাব তাহাদের হৃদয়ঙ্গম করাইতে অনেক চেষ্টা করিলাম; কিন্তু সে চেষ্টা বৃথা হইল, কিছু-তেই আর তাহারা প্রফুলভাব ধারণ করিল না। এইরূপে কিয়ৎ-কালের নিমিত্ত আনন্দে, নিরানন্দে আমরা পাঁচজনে আপন আপন অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক একত্রে মিষ্ট জলবাহী খালের ধারে ধারে গমন করিতে লাগিলাম। সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাহারা আপন গন্তব্য

স্থানে পৌছিবে বলিয়া জোরে অশ্ব ধাবন করিল, আমিও তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে দৌড়াইলাম। আমি জানিতাম না, মিশর রমণীরা এরূপ সুন্দরী অথচ বীর-প্রকৃতিবিশিষ্টা। অনায়াসে দীর্ঘ পথ অশ্বারোহণে পর্য্যটন করিয়া সন্ধ্যার অব্যবহিত পরক্ষণেই উহারা আপন গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইল, এবং কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে আমার নিকট বিদায় গ্রহণ করিল। আমি তাহাদের উপদেশানুসারে নিকটস্থ রেলওয়ে ষ্টেষনে গমন করিলাম।

জাগ-আ-জিগ-নগরীর রেলওয়ে ষ্টেষনটী অতি উৎকৃষ্ট। উহা সুদীর্ঘ, মহোচ্চ এবং সুন্দর তুরকীয় প্রণালীর অনুকরণে সংগঠিত। একটী চমৎকার হোটেল উহার সঙ্গে সংযোজিত। চারিদিকে যেখানে দৃষ্টি সঞ্চালন কর, দেখিবে সকলই পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্ন। অপরাপর স্থান কেবল বালুকাপূর্ণ ও প্রায়ই বৃক্ষলতা বর্জ্জিত। কিন্তু এ স্থানটী সবুজ বৃক্ষলতায় এরূপ শোভিত, যে দেখিলেই বোধ হয় যেন প্রকৃতি সগর্ব্বে স্বয়ং এখানে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। আমি ষ্টেষনস্থ হোটেলে আহারাদি সম্পন্ন করিয়া ক্ষণকাল এ দিক্ ও দিক্ বেড়াইলাম, পরে তত্রত্য প্রধান ইংরেজ কর্ম্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম এবং তাঁহার নিকট আমার দলস্থ সকলের বৃত্তান্ত অবগত হইলাম। তিনি বলিলেন, আমাদের প্রধান কর্ম্মচারী আমাকে অবিলম্বে তাঁহার নিকট যাইবার নিমিত্ত আদেশ প্রদান করিয়া এক দিবস পূর্ব্বে কাইরো যাত্রা করিয়াছেন। অন্যান্য কথোপকথনের পর, পর দিবস প্রাভাতিক ২য় ট্রেণে আমার কাইরো যাওয়া স্থির হইল। তখন রাজপুরুষের নিকট বিদায় লইয়া পুনরায় হোটেলে আসিলাম। অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যশালী প্রাচীন মহানগরী কাইরো অচিরে দর্শন করিব এই মনের উল্লাসে আমার হৃদয় স্ফীত হইয়া উঠিল। সে রাত্রি নানাবিধ সুখের চিন্তায় অতিবাহিত হইল। অনেক দিনের পর এক রাত্রি সুখের নিদ্রায় কাটাইয়া প্রভাতে গাত্রো-

খান করিয়া শীঘ্র কাইরো গমনার্থে প্রস্তুত হইলাম। বিপরীত দিক্ হইতে বাষ্পীয় শকট সমাগত হইল; দেখিতে দেখিতে প্রথম ট্রেণ ছাড়িল। দ্বিতীয় ট্রেণ ছাড়িতে এখনও কিছু বিলম্ব আছে। অনুসন্ধানে জানিলাম, ঐ ট্রেণে অনেকগুলি রণাহত ও রুগ্ন যোদ্ধা গমন করিবে, এবং ট্রেণটী সাড়ে নয়টা কিম্বা দ্বিপ্রহরের সময় ছাড়িবে। ইহার সত্যতা স্থিরীকরণার্থে আমি পুনরায় প্রধান রাজ-পুরুষের নিকট গমন করিলাম। তিনি আমাকে দেখিয়াই বলিলেন, "কোন আকস্মিক দুর্ঘটনার জন্য আজ গাড়ী যথাকালে যাইতে পারিবে না, দ্বিপ্রহরের সময় যাইবে"। আমি ইত্যবসরে একবার সহর দর্শন করিবার অভিলাষ জানাইয়া তাঁহার নিকট ক্ষণকালের জন্য বিদায় প্রার্থনা করিলাম। তিনি তৎক্ষণাৎ একটী নগর-দর্শন পাস প্রদান করিয়া দুই জন অশ্বারোহী পুরুষকে আমার সঙ্গে যাইতে অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন। আমি অশ্বারোহিদ্বয় সমভিব্যাহারে অবিলম্বে নগরাভিমুখে যাত্রা করিলাম। নগরদ্বারে প্রবেশ মাত্র জনৈক সশস্ত্র দ্বার-রক্ষী গমনপথ রোধ করিয়া নগর-প্রবেশ পাস দেখিতে চাহিল। আমরা তৎক্ষণাৎ তাহার অভিলাষ পূর্ণ করিয়া মন্থর গতিতে চতুর্দ্দিক্ দেখিতে দেখিতে সহরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম। নগরশোভা অতীব চমৎকার, কিন্তু আজ যেন অত্যন্ত ম্লান। মিষ্টজল হ্রদয়ে ভরিয়া একটী সুন্দর শাখা খাল জাগ-আজিগের এক প্রান্ত দিয়া অপর প্রান্ত বেষ্টন করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। তাহাতে নগরের সৌন্দর্য্য, ও সুখ সমৃদ্ধি বর্দ্ধিত করিয়াছে। এরূপ স্থানে এই একটী মাত্র জলাশয়ের অভাবে হয় ত জনপদ ভীষণ মরুভূমির আকার ধারণ করিত। কিন্তু ঈশ্বরের কি অভাবনীয় শক্তি! তিনি যেখানে যাহার অভাব সেখানে তাহার সমাবেশ করিয়া সকল বিষয়ের সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন। এক্ষণে মিশর-যুদ্ধ শেষ হইয়াছে; কিন্তু এখনও প্রত্যেক নগরবাসীর বদনমণ্ডলে

গাঢ় চিন্তা ও ভয়ের কালিমা স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে। পথি-পার্শ্বস্থ অধিকাংশ অট্টালিকারাজির দ্বারদেশ অর্গলবদ্ধ; কোথাও লোক জনের তাদৃশ সমাগম দেখিলাম না। মাঝে মাঝে এক একটী সুন্দর অট্টালিকা নবকর্ত্তিত শাখাপল্লবহীন বৃক্ষের মত দণ্ডায়-মান রহিয়াছে। সুন্দর সুন্দর প্রশস্ত রাজমার্গের উপর দিয়া গমন করিতে লাগিলাম; কিন্তু আমার ন্যায় নগর দর্শনার্থী ব্যক্তিগণের কথাবার্ত্তা ভিন্ন কুত্রাপি বিন্দুমাত্র আনন্দবিকাশ বা জনকোলাহল-শব্দ শ্রবণগোচর হইল না। সেখানকার স্থাবর অস্থাবর, জীব জন্তু যাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম সকলেই যেন এক অনৈসর্গিক বিষাদ কালিমার ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। অধিকক্ষণ আর এরূপ নিরানন্দময় স্থানে ভ্রমণ করা প্রীতিকর না হওয়ায় পণ্যা-লয়, শৌণ্ডিকালয়, ও বাজারের পথ অতিক্রম করিয়া রেলওয়ে ষ্টেষনের দিকে ফিরিয়া চলিলাম। কি আগমন কালে, কি প্রতি-গমন কালে একটি বিপণিও খোলা দেখিলাম না। কেবল মধ্যে মধ্যে দুই একটী ফল বিক্রেতা রমণীকে ফলের চুপ্ড়ি মস্তকে করিয়া নীরবে পথে পথে ভ্রমণ করিতে দেখিলাম। জনৈক ফল বিক্রেতা রমণীর কাছে গিয়া তাহার নিকট হইতে চারি পিয়াষ্টারের (মিশরের পয়সা) উপযোগী কিছু আঙ্গুর, বেদানা ও খর্জ্জূর ক্রয় করিয়া খাইতে খাইতে চলিলাম। এখানে বিবিধ সুমিষ্ট ফল পাওয়া যায়। এখানকার তরমুজ, আঙ্গুর এবং খর্জ্জূর অতি উৎকৃষ্ট বস্তু। এক একটী তরমুজ সময়ে ২০ জন তৃষ্ণাতুর পথিকের দারুণ পিপাসা শান্ত করে। ইহার স্বাদ অনেকাংশে কাবুলী শরদার অনুরূপ। কিন্তু তাদৃশ শীতল, মিষ্ট বা সুগন্ধি নহে; তথাপি আমাদের দেশের তরমুজ হইতে শতগুণে মিষ্ট ও উপাদেয়। আঙ্গুর কাবুলী আঙ্গুর হইতেও উৎকৃষ্ট ও মধুর। এতদ্ভিন্ন আরও যে কত ভিন্ন ভিন্ন আকৃতিবিশিষ্ট ফল দেখিলাম ও ভক্ষণ করিলাম তাহাদের নাম ঠিক মনে হইতেছে না।

মিশরোৎপন্ন খর্জ্জূরের মত সুমিষ্ট খর্জ্জূর বোধ হয় এ পৃথিবীতে আর কুত্রাপি জন্মায় না। ১০।১২টী গাছপাকা খেজুর খাইলে একজন অত্যন্ত ক্ষুধাতুর ব্যক্তিরও উদর পূর্ণ হয়। আমাদের দেশের মত এখানেও শাক, আলু, কলা, কুমড়া, বেগুন, ভিণ্ডি প্রভৃতি তরকারী উৎপন্ন হইয়া থাকে। এখানকার কর্ষণ কার্য্য অনেকাংশে আমাদের দেশের অনুরূপ। তবে বারি সেচন, ভূমি কর্ষণ ও খনন প্রভৃতি কার্য্যে যে সকল যন্ত্র ব্যবহৃত হয় তাহাতে সামান্যরূপ তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ বিষাদমলিন নগর শোভা দেখিতে দেখিতে ষ্টেষনে উপস্থিত হইলাম।

ঠিক্ দ্বিপ্রহরের সময় কাইরো অভিমুখে গাড়ি ছাড়িল। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে দুই দল বাদ্যকর বৃটিশ সেনা যাইতেছিল। গাড়ি ছাড়িবামাত্র তাহারা মধুর রণবাদ্য বাজাইতে বাজাইতে; সঙ্গীতের উচ্চরোলে প্রান্তর কানন কাঁপাইতে কাঁপাইতে চলিল। আমরা মিশরের বিবিধরূপ নৈসর্গিক শোভা দর্শন করিতে করিতে শূন্য মনে গাড়ীতে বসিয়া রহিলাম। তখন সুখের ভারত যেন নয়নসমক্ষে নৃত্য করিতেছিল। জাগা-আ-জিগ হইতে কাইরো ষ্টেষনে পৌঁছিতে প্রায় ৯ ঘণ্টা লাগিল। এই সময় মধ্যে কত যে নূতন নূতন স্থান, মনোহর উদ্যান, ও অপূর্ব্ব হর্ম্ম্যরাজি দেখিলাম তাহা বর্ণন করা দুঃসাধ্য। মহানদ নীলের দুর্দ্দশা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলাম। কিন্তু তাহার দেবোপম সদাব্রত দেখিয়া শতমুখে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। ভারতে শত শত নদ নদী ইহার নিকট পরোপকারিতা ও আতিথেয়তা শিক্ষা করুক। নীল এ বিষয়ে পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ স্থান গ্রহণ করিয়াছে। নীল আপন হৃদয়ের বারি প্রদান করিয়া একটী বৃহৎ মরুভূমিকে সুন্দর ফলশস্যবৃক্ষলতাচ্ছাদিত সাম্রাজ্যে পরিণত করিয়াছে। মিশরে জীব জন্তু হইতে উদ্ভিদ পর্য্যন্ত নীল নদের নিকট কৃতজ্ঞ। নীল

নদের জলে সকলে তৃষ্ণা নিবারণ করে, কৃষাণগণ ভূমি কর্ষণ করে; ইহার শীতল বারিতেই আবার উদ্যান কানন সজীব থাকে। এক কথায়, সমস্ত মিশর রাজ্যের প্রাণ এই একমাত্র নীল নদের উপর নির্ভর করে। নদশ্রেষ্ঠ নীল অতিক্রম করিয়া আমাদের বাষ্পীয়যান একটী গ্রাম মধ্যে উপনীত হইল, অমনি উন্মত্তকর বৃটিশ বাদ্য মধুর নিনাদে বাজিয়া উঠিল। তখন প্রকৃতি সান্ধ্য ভূষণে বিভূষিত হইয়া গগনদেশ অল্পে অল্পে অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিতেছিলেন। গ্রাম্য নরনারীগণ অকস্মাৎ সুমধুর বিজয় বাদ্য আকর্ণনে নব বিবাহিত বর বধূর আগমন সম্ভাবনা করিয়া দলে দলে আমাদের সম্মুখে আগমন করিতে লাগিল। আপাদলম্বিত কাদম্বিনীকৃষ্ণ কেশজাল-বিভূষিতা অপ্সরীসমা রূপবতী মিশর রমণীদের অনুপম রূপলাবণ্যে বিমোহিত হইয়াই যেন বাদ্যকরেরা অধিকতর আনন্দে আপনাপন যন্ত্রে তান লয় শুদ্ধ উচ্চস্বর যোজনা করিল। সে বাদ্যে মোহিত হয় নাই এমন একটী জীবও তথায় ছিল না। গ্রাম্য ললনারাও বৃটিশ বাদ্যে মুগ্ধ হইয়া কোকিলনিন্দিত কণ্ঠে সপ্ত স্বর মিলাইয়া এমনি আনন্দ ধ্বনি করিয়া উঠিল যে বোধ হয় অন্তরীক্ষবাসী দেবতারাও তাহা শ্রবণাকাঙ্ক্ষী হইয়া উক্ত স্থানে সমাগত হইয়াছিলেন। আজিও সে স্বর আমার কর্ণকুহরে জাগিয়া রহিয়াছে। মিশর রমণীরা একদৃষ্টে আমাদিগকে দর্শন করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে আমাদের বাষ্পীয় যান নির্ম্মল সুশীতল বারিতে আপন জলকোষ পূর্ণ করিয়া নিমেষ মধ্যে বাষ্পবলে দূরে সঞ্চালিত হইল। ক্রমে গ্রাম ও বৃক্ষলতার সহিত ঐ মিশর রমণীগণও আমাদের নয়ন পথের অতীত হইল। অনুমান নিশা এক প্রহরের সময় আমরা অতুলনীয় শোভাসৌন্দর্য্যপূর্ণ বৃহৎ কাইরো রেলওয়ে ষ্টেষনে পৌছিলাম। তখন আকাশে চন্দ্রোদয় হইয়াছে, চন্দ্রদেবের চারিদিকে যেন জুঁই ও মল্লিকা পুষ্পের ফুটন্ত শোভার বাজার দীপ্তি পাইতেছে।

শ্রীমান্, বলিষ্ঠ, প্রতিভাসম্পন্ন মিশর যুবা ও সৈনিক পুরুষের সমাগমে ষ্টেষনের প্রশস্ত প্রাঙ্গণ একেবারে পূর্ণ হইয়াছে। একদিকে মিষ্ট সুরাপূর্ণ কূপক স্কন্ধে করিয়া ফেরীওয়ালারা পানার্থীদিগের উদ্দেশে চীৎকার করিতেছে, অন্যদিকে সরবৎ, লেমনেড, সোডা-জলের বোতলওয়ালারা শকটের দ্বারে দ্বারে মধুর বাক্যে ক্রেতান্বেষণ করিতেছে, কোথাও চুরট, দেশলাই, ছুরি, কাঁচি প্রভৃতি নানাবিধ মনোহারীদ্রব্যপূর্ণ কাষ্ঠাধার মস্তকে লইয়া বিক্রেতা বালকগণ দর্শকদিগের মনোরঞ্জনার্থে নানাবিধ কৌশল অবলম্বন করিতেছে। ষ্টেষন গৃহ একে অত্যন্ত উচ্চশীর্ষ, তাহার উপর আবার খিদিবের রাজচিহ্ন প্রকাশক অর্দ্ধ চন্দ্রাকার একটি উৎকৃষ্ট শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তর জলন্ত অক্ষরে দীপ্তি পাইতেছে। তাহাতে উজ্জ্বল নক্ষত্রালোক পতিত হইয়া যে কি চমৎকার শোভা বিকাশ করিতেছিল তাহা বর্ণন করা যায় না। যেন আকাশ উদ্যানে একবৃন্তে দুইটী ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। এই কোলাহল পূর্ণ অনুপম শোভান্বিত ষ্টেষনে উপস্থিত হইয়া কত যে অভিনব আনন্দ ও প্রীতি অনুভব করিলাম তাহা অতুলনীয়, অবর্ণনীয়। আমাদের গাড়ী তথায় প্রায় ৩ ঘণ্টা অবস্থিতি করিয়া তথা হইতে ৪ মাইল দূরে আবাসীয়া ছাউনীর দিকে অগ্রসর হইল। সে রাত্রি তথায় যে কি কষ্টে অতীত হইয়াছিল তাহা কখন ভুলিতে পারিব না। কেহ কেহ তাম্বু বিছাইয়া বৃক্ষতলে পড়িয়া রহিল, কেহ বিছানা অভাবে অমনি শয়ন করিল, আমরাও কয়েকজনে মিলিয়া একটী বৃক্ষতলে একটা তাম্বু বিছাইয়া শয়ন করিলাম। অর্দ্ধ রাত্রে এত ঠাণ্ডা বোধ হইয়াছিল যে সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। এইরূপে শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে নিশাবসান হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

আবাসীয়া ছাউনি। ইংরেজ কর্ম্মচারীর দুর্ব্যবহার।

প্রভাতে কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিলাম। কোথায় যাইব, সঙ্গীরা এক্ষণে কোথায় অবস্থান করিতেছেন, প্রাতঃকৃত্য কোন্ স্থানে সম্পন্ন করিতে হইবে, ইত্যাকার নানা চিন্তা একে একে আমার মানসক্ষেত্র অধিকার করিল। মনে মনে কিংকর্ত্তব্য ভাবিতে ভাবিতে বৃক্ষতল হইতে একটী বাগানের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। বাগানের দ্বারে গিয়া দেখি সম্মুখে একটী প্রকাণ্ড অট্টালিকা। মহান্ সিংহদ্বারে বৃটিশ প্রহরী দ্বাররক্ষা করিতেছে; তখন সাহসে ভর করিয়া প্রহরীর সমীপে উপস্থিত হইলাম ও ভারতীয় সেনা বিভাগ কোথায় অবস্থান করিতেছে জিজ্ঞাসা করিলাম। তাহার উত্তরে যাহা অবগত হইলাম তাহাতে নিরাশ হইতে হইল। মিশর জাতীয় কেহই আমার ভাষা বুঝে না, সৈনিক পুরুষেই সর্ব্বত্র সমাচ্ছন্ন, তাহারাও কোথায় কোন্ বিশেষ সম্প্রদায় অবস্থান করিতেছে, ঠিক্ বলিতে পারে না। এইরূপ অবস্থায় কিয়ৎকাল অগ্র পশ্চাৎ, দক্ষিণে বামে আকুল নয়নে দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে লাগিলাম; কিন্তু কোথাও একটী আশাপ্রদ মূর্ত্তি দৃষ্ট হইল না। তখন আমি ক্ষণকাল সেই আকাশস্পর্শী সিংহদ্বারের নিম্নে দাঁড়াইয়া রহিলাম ও আশানেত্রে ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। এমন সময়ে প্রাসাদাভ্যন্তর হইতে একটী ভারত সন্তানকে বাহিরে আসিতে দেখিলাম। তাঁহার দর্শন পাইবামাত্র কত যে আনন্দ লাভ করিলাম, নিরাশ, চিন্তাকুল হৃদয়ে কত যে আশার সঞ্চার হইল, তাহা আর কে অনুভব করিবে? ইচ্ছা হইল একবার তাঁহাকে হৃদয় ভরিয়া আলিঙ্গন করি। আগন্তুক যুবক এক জন মহারাষ্ট্রীয় অশ্বা-

রোহী পুরুষ। তিনি আমার নিকট সমাগত হইলে তাঁহাকে আমার বর্ত্তমান দুরবস্থার কথা অবগত করিলাম ও কাতরে তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিলাম। তিনি শ্রবণমাত্র আমাকে সঙ্গে লইয়া পুনরায় ঐ প্রকাণ্ড হর্ম্ম্যাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন এবং এক জন ইংরেজ কর্ম্মচারীর নিকটস্থ করিলেন। তিনি আমার সমস্ত বিবরণ আদ্যোপান্ত জ্ঞাত হইয়া জনৈক অনুচর সঙ্গে দিয়া আমাকে আবাসীয়া ছাউনীর পূর্ব্ব প্রান্তে প্রেরণ করিলেন। সেখানে আমাদের দলসংক্রান্ত ব্যক্তিগণ অবস্থান করিতেছিলেন। সে স্থানে যাইতে একটী ভগ্ন ভীমদুর্গ অতিক্রম করিতে হইল। আমি প্রায় ৩ মাইল বালুকাস্তূপ পার হইয়া আপন দলের ছাউনীতে উপস্থিত হইলাম। শিবিরে আসিয়া শুনিলাম আমার উপরিতন সাহেব আমার জন্য একটী অশ্ব কাইরো ষ্টেষনে প্রেরণ করিয়াছেন। অল্পক্ষণ মধ্যে পরিচিত সকলের সহিত মিলিত হইলাম। অনেক দিনের পর তাঁহাদের সহিত পুনর্ম্মিলিত হইয়া কত যে আনন্দলাভ করিলাম তাহার বর্ণনা হয় না। এইরূপে এই নূতন স্থানে সঙ্গিগণের সহবাসে সুখে ৪।৫ দিন কাটিয়া গেল।

আমি অতঃপর আপিসের কার্য্যে এতাদৃশ ব্যাপৃত হইয়া পড়িলাম যে সমস্ত দিবা রাত্রির মধ্যে খাইবার জন্যও পরিমিত অবসর লাভ হইত না। আমাকে প্রতিদিন প্রাতঃকালে সেনাপতির দৈনিক আদেশ আনিবার জন্য আবাসীয়া রাজপ্রাসাদে জেনারেল সাহেবের বর্ত্তমান আবাসে যাইতে হইত। ইহা আবাসীয়া শিবির হইতে ৩ মাইল দূর। এই সময়ে একবার মাত্র বাহিরে আসিতাম; নতুবা আমাকে সারাদিনরাত্রি আপিসের ভিতরেই অতিবাহিত করিতে হইত। জাগ-আ-জিগ হইতে আসিবার কালে কাইরো নগরের শোভা দেখিব ভাবিয়া যে মহান্ আনন্দে উৎফুল্ল হইতাম অধুনা তাহা নৈরাশ্য ও অসীম ক্লেশে পর্য্যবসিত হইল। প্রিয়

পাঠক! এইখানে প্রায় এক মাস আমাকে যে ভয়ানক ক্লেশরাশি নীরবহৃদয়ে বহন করিতে হইয়াছিল তাহা শুনিলে এমন মনুষ্য নাই যাহার হৃদয় ব্যথিত হইবে না, এমন নয়ন নাই যাহা নিরশ্রু থাকিবে। আমি প্রত্যূষে উঠিয়াই ' আপন কার্য্যভার গ্রহণ করিতাম; ঠিক্ ৯টার পর এক জন আর্দ্দালী সঙ্গে লইয়া আবাসীয়া প্রাসাদে গিয়া নূতন আজ্ঞা সকল লইয়া আসিতাম; আসিয়াই আবার তাহা প্রচারার্থ ব্যস্ত হইতাম। ২টার সময় যখন আমার প্রধান কর্ম্মচারী টিফিন ভোজন করিতেন তখন অর্দ্ধ ঘণ্টার নিমিত্ত অবসর পাইতাম। তাহাও কোন কোন দিন হইত না। আপিসেই যৎকিঞ্চিৎ ক্ষুৎপিপাসা শান্তি করিয়া পুনরায় কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইতাম ও রাত্রি ৩।৪টা পর্য্যন্ত বিশ্রাম পাইতাম না। ইহার পর প্রায় এক ঘণ্টা মাত্র শয্যায় ছট ফট করিয়া সূর্য্যোদয়ের এক ঘণ্টা পূর্ব্বেই প্রাতঃকৃত্য সমাপন কবিয়া আপিসে আসিতাম ও বর্ণিত নিয়মানুসাবে কর্ম্ম করিতাম। ঐ সময় মধ্যে আমি একদিন মাত্র স্নান কবিবার অবসর পাইয়াছিলাম; আহার সম্যক্‌রূপে একদিনও হইত না। আবাসীয়া ছাউনীতে প্রায় একমাস ছিলাম, কিন্তু সময়াভাবে ইহার কিছুই দেখিতে পাই নাই।

মিশর পরিত্যাগ করিবার ১৭ দিবস অগ্রে আমরা আবাসীয়া হইতে ছাউনী উঠাইয়া আবদীন্ রাজপ্রাসাদের নিকট নূতন শিবির সংস্থাপন করি। এখানে আসিয়া আমাকে অনেক নূতন ও অসহনীয় ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল। যাহা আমি কখন স্বপ্নেও ভাবি নাই তাহাও আমাকে প্রতিদিন অনুভব করিতে হইয়াছিল। আমার কার্য্যের গুরুত্ব এত বাড়িয়াছিল যে মিশর পরিত্যাগ করিবার এক সপ্তাহ অগ্রে পর্য্যন্ত আমার আহার নিদ্রার জন্য কিছুমাত্র সময় ছিল না। ইহা ব্যতীত আরও এত দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল যাহা প্রকাশ করা যায় না। নিত্য নূতন নূতন দুঃখ হৃদয় অধিকার করিতে লাগিল।

একজন উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজ ট্রান্সপোর্ট কর্ম্মচারী অধীনস্থ নিম্নশ্রেণীর কর্ম্মচারীদের প্রতি দিন দিন এরূপ অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলেন যে প্রায় সকলেই বিষম যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়িল। কোনও মানবহৃদয় এরূপ নির্মম, পীড়নশীল বা এরূপ পশুপ্রকৃতিবিশিষ্ট হইতে পারে, পূর্ব্বে আমার সে জ্ঞান ছিল না। দিনে দিনে যেমন প্রতিপদের চন্দ্র পূর্ণিমার জ্যোতি প্রাপ্ত হয়, ইঁহার পশুবৃত্তির ভীষণ অত্যাচারও তদ্রূপ সম্পূর্ণ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। প্রকৃত রাজভক্ত, দরিদ্র ভারত সন্তানের প্রতি ইঁহার দৈনিক অত্যাচার বর্ণনা করা আমার শক্তির অতীত। ইঁহার জ্বালায় অস্থির হয় নাই এমন লোক তৎকালে ট্রান্স্পোর্ট বিভাগে বোধ হয় কেহ ছিল না। এমন কি যাহার সহিত ইঁহার কোন সংস্রব ছিল না এরূপ কেহ দৈব বিপাকে যদি এই মহাপুরুষের সহিত একবার পরিচিত হইতেন, তিনিও আপন সংস্রবের জন্য যৎপরোনাস্তি অনুতাপিত হইতেন। যাহা আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, যে সকল অসহনীয় যন্ত্রণা আমার অসহায় ভ্রাতৃগণ প্রতিদিন সহ্য করিয়াছেন, তাহা আজ প্রকাশ করিতেও আমার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইতেছে, ও হৃদয়ে গত বেদনার পুনরাবেশে অত্যন্ত কষ্ট বোধ হইতেছে। যদি সত্য ঘটনা প্রকাশ করিতে গিয়া অন্যের বিরাগভাজন হই, অথবা রাজপুরুষদিগের বিষ নয়নে পতিত হই ও তাঁহারা আমার উপর অজস্র গালি বর্ষণ করেন বা অন্যরূপ অনিষ্ট সাধন করিবার জন্য আবার উদ্যোগী হন, আমি তাহাতে ভীত হইব না। আমি আর তাঁহাদের কৃপার ভিখারী নহি। যে ইংরেজের কার্য্যে দুইবার প্রাণ মন অর্পণ করিয়াছি, আত্মীয় স্বজনকে অপার দুঃখে ভাসাইয়াছি, স্নেহ, মমতা প্রেম, করুণা প্রভৃতি স্বর্গীয় বৃত্তিদিগকে জন্মের মত বিসর্জ্জন দিয়াছি, অনায়াসে বার বার দুঃখের সাগরে ঝাঁপ দিয়াছি, আজ তাঁহারা আমার সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন তাহা আর কাহাকেও

বলিতে ইচ্ছা করে না। এই সকল কষ্টের যে প্রতিদান প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা মনে হইলেও হৃদয় ফাটিয়া যায়। কে স্ব-ইচ্ছায় অমৃতপূর্ণ পাত্র পান না করিয়া ক্ষুধার সময় তাহা পদদলিত করে? কে সুখের জন্মভূমি এবং প্রিয়জনসহবাস পরিত্যাগ করিয়া রণক্ষেত্রের অপার দুঃখ সমুদ্রে স্ব-ইচ্ছায় ঝাঁপ দিতে চায়? যদি চায় সে বাঙ্গালী নহে।—বিশেষ এরূপ যুদ্ধে যাহার সহিত কোন গভীর স্বর্গীয় স্বার্থের সম্পর্ক নাই। কি বলিতেছিলাম দুঃখের আবেগে ভুলিয়া গেলাম। সকল দুঃখের কথা প্রাণ খুলিয়া লিখিতে গেলে একখানি "ইংরাজ গরিমা" কাব্য হইয়া পড়ে। সে শক্তি আমার নাই, সে সময়ও আমার নাই। আমি সংক্ষেপে দুই চারিটী কথায় মিশরে ইংরেজ অত্যাচার বর্ণন করিব। আমার হৃদয়ে আত্ম দুঃখের নিমিত্ত কোন প্রতিহিংসার কামনা নাই। মানুষে মানুষের যতদূর অপকার করিতে পারে, আমার সম্বন্ধে তাহা করা হইয়াছে; সে জন্য মুহূর্ত্তের নিমিত্ত কাহাকেও কিছু বলি না। আমার হৃদয়ের ঈশ্বর যিনি সকল প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তিনিই তাহার সমুচিত প্রতিবিধান করিবেন। আমি আমার অপরাপর দুঃখী নিরাশ্রয় হতভাগ্য ভ্রাতাদের ২।১ দিনের দুঃখের কথা বলিব; তাহাও আজ নহে ভবিষ্যতে। জানি না শ্বেতকায় কৃষ্ণকায়কে কেন এত ঘৃণা করে ও পশুবৎ জ্ঞান করিয়া থাকে। অতি পুরাকালে শূদ্র জাতি ব্রাহ্মণদের দ্বারায় কুকুর বিড়ালের ন্যায় ঘৃণিত ও পদদলিত হইত শুনিয়াছি। কিন্তু তবুও তাঁহারা কখনও এরূপ নৃশংস ব্যবহার করিতেন না। অতি সামান্য অর্থের জন্য স্বদেশ, জন্মভূমি, আত্মীয় স্বজন পরিত্যাগ করিয়া, অনাহারে ও অনিদ্রায় ক্লান্ত, প্রখর রৌদ্র-তাপে ঘর্ম্মাক্ত কলেবর ভারতপুত্র ইংরাজকার্য্য সুসম্পন্ন করিতেছে; তৃষ্ণায় প্রাণ যাইতেছে, কিন্তু ভয়ে বারি পান করিতে পারিতেছে না—হয় জলের অভাবে, নয় কার্য্য হইতে অবসর লইতেছে বলিয়া প্রভুর প্রহার ভয়ে। যদি কেহ যন্ত্রণায় অস্থির

হইয়া জল খাইতে গেল ত আর তাহার রক্ষা নাই। ইংরেজ কর্ম্মচারী তাহার টিকিট লইয়া এক মাসের বেতন জরিমানা করিবেন, এক ডজন বেত্রাঘাত করিবেন, অথবা উচ্চ শ্রেণী হইতে নিম্ন শ্রেণীতে নামাইয়া দিবেন। ইহা করিয়া সন্তুষ্ট হইলেও ত বাঁচিতাম। রাত্রে সারাদিনের পর দুর্ভাগ্য ভারতসন্তানেরা সামান্য রুটি ও দাউল মাত্র প্রস্তুত করিয়া আহার করিতে যাইতেছে, আর অমনি অদূরে সাহেব আসিতেছেন শুনিতে পাইল—সারাদিনের পর আহার করিতে বসিতেছিল, মুখের আহার্য্য পরিত্যাগ করিয়া দাঁড়াইল; আহার হইল না। সাহেব আসিয়াই তাহাদের আহার্য্য দ্রব্যের নিকট একেবারে উপস্থিত হইলেন। সকলে একত্রে বসিয়া দুঃখের কথা সমদুঃখীদের নিকট বলিতে বলিতে সুখে আহার করিবে, ইহা তিনি কোন্ প্রাণে সহ্য করিবেন? তিনি আসিয়াই হতভাগ্যদিগের প্রতি নানাবিধ দোষারোপ করিয়া জঘন্য ভাষায় আপন নিষ্ঠুরতার প্রস্রবণভূমি হৃদয় হইতে অগণ্য গালি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। হস্তে যষ্টি বা অশ্বকশা যাহা ছিল তদ্দ্বারা মদমত্ত বারণের ন্যায় দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া হতভাগ্য ভারতসন্তানের পৃষ্ঠে ও বক্ষে প্রহার করিয়া আপন বীরত্ব দেখাইলেন; এবং অবশেষে দুই পায়ে করিয়া প্রস্তুত আহার্য্য, পেয় নষ্ট করিতে লাগিলেন! ইহা করিয়াও তাঁহার নৃশংসতা সম্পূর্ণ চরিতার্থ হইল না। তিনি সবলে তাহাদের তাম্বু ভাঙ্গিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন! আর ভাগ্যহীন দুঃখী ভারত-সন্তানেরা সারাদিনের কঠিন পরিশ্রমের পর, অনাহারে, কষ্টে, মনের দুঃখে, জন্মভূমির সুখ মনে ভাবিতে ভাবিতে, অসহনীয় হৃদয়ভেদী যন্ত্রণায় দগ্ধ হইতে হইতে, অনাবৃত ময়দানের শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে, বালুকা শয্যায়, অনন্ত আকাশ চন্দ্রাতপতলে শয়ন করিয়া নিশাযাপন করিতে লাগিল। আবার রাত্রি থাকিতে থাকিতে উঠিয়াই আপন আপন কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে হইবে। পাছে সাহেব

আসিয়া অসন্তুষ্ট হন এবং কখন্ কোন্ সর্ব্বনাশ করেন, এই মনের আশঙ্কায় তাহারা নিদ্রা যাইয়াও মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে কম্পিত হইতে লাগিল। পাঠক এ দারুণ শোক পূর্ণ চিত্র কি তোমার ভাল লাগিতেছে? বোধ হয় না। কিন্তু ইহা আমি পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিয়াছি। যাউক ও কথায় এখন আর তোমাকে বিরক্ত করিব না। কিন্তু আর একবার মাত্র ঐ দুঃখের চিত্র দেখাইয়া নিশ্চিন্ত হইব। ভারত সন্তানেরা যে কষ্ট পাইয়াছিল, এমন কোন ভাষাই নাই যাহা দ্বারা তাহার সম্যক্ বর্ণনা হইতে পারে। আমি এখন আব ঐ দুঃখ গানে আপন শোক-দুঃখ-যন্ত্রণা-জর্জ্জরিত হৃদয় অধিকতব জর্জ্জরিত করিব না। আমি যে শেষ ১০।১২ দিবস কাইবোতে ছিলাম তাহারই বিষয় এক্ষণে বলিয়া আপনাদের কৌতূহল চরিতার্থ করিব।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ইংরেজ পরাক্রম। সৈন্য পরিদর্শন।

টেলেলকাবীরের নৈশরণ শেষ হইয়াছে; কিন্তু সেই গগণস্পর্শী রণকল্লোল, সেই উত্তাল সমরতরঙ্গের ভীম-নাদ এখনও আমার কর্ণকুহরে শব্দায়মান হইতেছে। উভয় সেনাদলের শবরাশি চারিদিকে বিস্তৃত থাকায় সমরাঙ্গন যমপুরীর ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। শবদেহ, হস্ত-পদ-মুণ্ড বিহীন হওয়াতে ভয়ানক-বীভৎস মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। আজিও রণস্থল বিখণ্ড দেহে পূর্ণ, শোণিত স্রোত বেগবতী স্রোতস্বতীর ন্যায় প্রবাহিত। এই এক নৈশরণে উভয় পক্ষে প্রায় সার্দ্ধ দ্বিসহস্র যোদ্ধা হত এবং আহত হইয়াছিল। একে রণাহত অঙ্গপ্রত্যঙ্গহীন বিকৃত মৃতদেহস্তূপ শোণিত প্রবাহে জলজন্তুর ন্যায় সঞ্চরণশীল, তাহার উপর সতত উড্ডীয়মান ধূলিপটল-সংযোগে গগনদেশ ঘোর ঘনান্ধকারে সমাচ্ছন্ন। কোন স্থানে শব্দমাত্র

নাই ; কেবল গগনমার্গে বায়ু প্রবাহ হু হু শব্দে শবপূর্ণ শ্মশানের সজীবতা সম্পাদন করিতেছে। সেই প্রকাণ্ড বালুকাময় ভীষণদর্শন টেলেলকাবীরের সমরপ্রাঙ্গণ দর্শনে কাহার হৃদয় ভয়ে, বিস্ময়ে আপ্লুত না হইত ? সেই সহস্র সহস্র বীর যোদ্ধৃগণের মধ্যে এমন সাহসী পুরুষ কে ছিল, এই শ্মশান্ দর্শনে যাহার নির্ভয় হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার না হইত ? সেই উড্ডীয়মান বালুকণাপূর্ণ, সর্ব্বত্র তমসাচ্ছন্ন, শোণিত-স্রোত-প্লাবিত, যমপুরীপ্রতিম রণরঙ্গভূমি দেখিয়া ভয়ে, দুঃখে, বৈরাগ্যে যাহার শরীর রোমাঞ্চিত হইত না এরূপ ব্যক্তি তথায় ছিল না। হায়! কোথায় ইংলণ্ড, কোথায় ভারত, আর কোথায় মিশর! পরস্পরের মধ্যে কি সুদূর ব্যবধান! অনন্তকায় নীল জলরাশি কি আশ্চর্য্যরূপে পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করিতেছে! মিশর ভারত ও ইংলণ্ডের সন্ধিস্থল। এক খণ্ড চুম্বক প্রস্তরের আকর্ষণে যেরূপ দুইদিক হইতে লৌহ তাহার নিকট আগমন করে, সেইরূপ ইংলণ্ড ও ভারত হইতে সৈন্য রাশি আসিয়া ইস্‌মেলিয়ার রণভূমি আশ্রয় করিল। অভাবনীয়রূপে কর্ম্মসূত্র আজি এই ত্রিজাতিকে একত্র করিল। কি চমৎকার বৃটিশ রণকৌশলে আরবীর প্রকাণ্ড বীর-বাহিনী সম্পূর্ণ পরাজিত হইল! কি আশাতীত দৈববলে আরবী পাশার দক্ষিণ বাহু স্বরূপ, প্রধান সেনাপতি ও মন্ত্রী ফেমীপাশা যুদ্ধের সূত্রপাতেই বন্দী হইলেন! কি অসুর বীর্য্য ও রণ কৌশলে, ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতায় এবং সাহস ও দক্ষতাতেই ভারতসেনা সমাগত ভুবনবিখ্যাত সকল সৈনিকগণের মধ্যে প্রশংসা লাভ করিল!

ইংরাজের মহা পরাক্রমে অধুনা আসমুদ্রপর্ব্বত সমগ্র মিশর রাজ্য পুনরায় রাজ্যচ্যুত খিদিবের করতলন্যস্ত হইয়াছে। কয়েক দিবসমাত্র অগ্রে যে সমস্ত সম্ভ্রান্ত পাশা ও ওমরাহগণ, কৃষিজীবী এবং যাবতীয় প্রজাবর্গ পর্য্যন্ত খিদিবের রাজদণ্ড অগ্রাহ্য করিয়া-

ছিল, আজ তাহারা অবনত শিরে সেই খিদিবের ক্ষমাপ্রার্থী; সকলেই আরবী পাশাকে ঘৃণার সহিত উপেক্ষা করিল, সকলেই তাঁহাকে ত্যাগ করিল। কিন্তু ২।৪টী ব্যক্তি এখনও খিদিবের পূজা করিল না; তাহারা আজিও মহম্মদ আরবী পাশাকে হৃদয় হইতে দূর করিয়া দিল না। তাহারা সগর্ব্বে আপন স্বাধীনতা প্রচার করিতে লাগিল। আজিও ড্যামিয়েটাদুর্গাধিপতি সসৈন্যে স্বাধীনভাবে আপন দুর্গে বাস করিতেছেন। মহম্মদ সামী পাশা এবং সেলিমান বে এ পর্য্যন্ত ইংরেজের হস্তগত হন নাই। ইঁহাদের মস্তক অবনত করিবার নিমিত্ত প্রচুর সৈন্য সর্ব্বত্র প্রেরিত হইল। আরবীর গৃহ অনুসন্ধানে অনেক গোপনীয় কাগজ পত্র ধরা পড়িল। আরবী পাশা আপনার প্রাসাদে বন্দীভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। কোথায় আরবী পাশা মনে করিয়াছিলেন আপন বীরপরাক্রমে অগাধ আরব সেনা এবং তুরুষ্ক সুলতানের সহায়তায় মিশরাকাশ মেঘোন্মুক্ত করিবেন, অন্ধকার, দুঃখ বিদূরিত করিয়া স্বাধীনতার বিমল শুভ্র জ্যোতি সর্ব্বত্র বিস্তার করিবেন, না আজ স্বয়ংই আপন প্রাসাদে বন্দী, তাঁহারই বেতনভোগী দাসগণ তাঁহার উপর আজ প্রহরায় নিযুক্ত রহিয়াছে। এইরূপে নিজগৃহে বন্দী হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে মহম্মদ আরবী পাশা আপন অপরাধের নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া খিদিবের নিকট একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন।

দিনে দিনে ঘণ্টায় ঘণ্টায় বিজয়দৃপ্ত ইংরেজের নিকট মিশরসেনা অস্ত্র ত্যাগ করিতে লাগিল। দিন দিন বৃটিশসেনাতরঙ্গে মহানগরী কাইরো পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। দাবানল যেরূপ একবার একটী অরণ্য আশ্রয় করিলে তাহাকে সম্পূর্ণরূপে ভস্মসাৎ না করিয়া কখন পরিত্যাগ করে না, সেইরূপ বৃটিশ রোষাগ্নি বিদ্রোহিগণকে একেবারে দগ্ধ না করিয়া ক্ষান্ত হইল না। একমাত্র ড্যামিয়েটা-

দুর্গাধিপতিই কেবল এখনও ইংরেজ হস্তে পরাভূত হয়েন নাই, এক মাত্র তিনিই সমগ্র মিশরবাসীর মধ্যে নিজ মস্তক উন্নত রাখিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাকেও আর স্বাধীনতায় আনন্দ অধিকক্ষণ ভোগ করিতে হইল না। তিনিও অবশেষে স্বজাতির সঙ্গে তাহাদের দুঃখ দুর্দ্দশার সহভোগী হইবার জন্য ইংরেজের হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন, আপন হৃদয়ের মহোচ্চ ভাব দমন করিয়া শান্তি অবলম্বন করিলেন। যে একমাত্র বীর আজিও আশ্চর্য্যবলে প্রতিপক্ষের নয়ন ক্ষণপ্রভার মত ঝলসাইয়া দিতেছিলেন, তিনিও আজি নিষ্প্রভ হইলেন। আজ সমগ্র মিশর রাজ্যে বৃটিশ শক্তি সর্ব্বাঙ্গীনরূপে প্রভুত্ব বিস্তার করিতে লাগিল।

এই যুদ্ধে কত যোদ্ধা প্রাণত্যাগ করিয়াছিল তাহা জানিতে বোধ হয় সকলেই নিতান্ত উৎসুক হইয়াছেন। এই এক রাত্রের নিধন বৃত্তান্ত অবগত হইলেই বুঝিতে পারিবেন সমস্ত সমরে কত প্রাণ বিনষ্ট হইয়াছিল। এই এক রাত্রের যুদ্ধেই উভয় পক্ষে অন্যূন ১০৬৫ মৃত, ১৩৪২ আহত এবং তিন সহস্রেরও অধিক মিশর যোদ্ধা বন্দী হইয়াছিল।

ভারতবাসী! ইহা অপেক্ষা তোমার অধিক গৌরবের বিষয় আর কি হইতে পারে যে, ভারতসেনা এ যুদ্ধে সর্ব্বোচ্চ স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিল? শত্রু মিত্র, বিদেশী স্বদেশী যে সেই অমিতসাহস, বীরপরাক্রম, ক্লেশসহিষ্ণু ভারতসেনার রণকৌশল দেখিয়াছে, সেই হৃদয়ের সহিত তাহাদের যশ কীর্ত্তন না করিয়া থাকিতে পারে নাই।

অতঃপর ইস্‌মেলিয়ার প্রধান রণভূমি পরিত্যাগ করিয়া আলেকজান্দ্রিয়াই ভবিষ্যৎ যুদ্ধের ভিত্তিস্বরূপ স্থিরীকৃত হইল। এই দুই যুদ্ধে দ্বিসহস্রেরও অধিক মিশর যোদ্ধা নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহাদের মৃতদেহ ইস্‌মেলিয়াতেই সমাধি করা হইল। ছিন্নভিন্নপ্রায় তাড়িত বার্ত্তাসূত্র ও লৌহবর্ত্ম সংস্কারার্থ বৃটিশযোদ্ধ্‌গণ প্রাণপণ যত্নে কার্য্য

আরম্ভ করিল। মহামনা খিদিব বিদ্রোহীদের বিচারার্থ আলেকজান্দ্রিয়া হইতে প্রধান নগরী কাইরোতে আসিবেন এই বার্ত্তা চতুর্দ্দিকে বিঘোষিত হইল। টেলেলকাবীরের যুদ্ধজয়ঘোষণকারী ভীষণ তোপধ্বনি আকাশ পাতাল প্রকম্পিত করিয়া তুলিল। মহারাজ্ঞী ভারতেশ্বরীর নিকট হইতে তাড়িত প্রবাহে মিশর রাজ্যের পুনরভ্যুদয়ের আনন্দসূচক বার্ত্তা আগত হইয়া খিদিবের কর্ণ কুহরে অযুতধারে অমৃত বর্ষণ করিল। চারিদিক্ হইতে সকলে আসিয়া কাইরো নগরীর অপহৃত অতুল শোভা অধিকতর অতুলনীয় করিয়া তুলিল।

আজ ১৮৮২ সনের ৩০এ সেপ্টের শনিবার। আজ অতুল সমৃদ্ধিশালী কাইরো মহা নগরী এক অভিনব সাজে সজ্জিত বিচিত্র দরবারে যাইবার নিমিত্ত আজি কি ভারতীয়, কি ইংলণ্ডীয়, কি খিদিবানুগত মিশর সৈন্য, সকলে উৎকৃষ্ট রণবেশে সজ্জিত হইতেছে। আজি সমগ্র বৃটিশসেনার সমর কৌশল প্রদর্শিত হইবে।

আবদীন রাজ প্রাসাদের সম্মুখস্থ বিস্তৃত চতুষ্কোণ সমতলভূমির উপরে বিচিত্র কাষ্ঠাসন প্রস্তুত হইয়াছে। আজি স্বয়ং খিদিব সমাহূত সমগ্র সৈন্য সমাবেশ পরিদর্শন করিবেন। এই সমুদ্রসম অপরিমেয় লোকের সমাগমে চারিদিক্ হইতে মহা কলরব উপস্থিত হইয়া আকাশ প্রতিধ্বনিত করিতেছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! দরবারপ্রাঙ্গণ সম্পূর্ণ নীরব ও শান্তিপূর্ণ। আমার জীবনে কখনও এরূপ অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখি নাই। আজি সকল সম্ভ্রান্ত আমীর, ওমরাহ, পাশাগণ, মধ্যবিত্ত দরিদ্রগণ, একত্র সম্মিলিত হইয়াছেন। আজ জেতাবিজিতের একত্র মিলন হইয়াছে। আজি মিশরীয় সকল শোভা, সকল সৌন্দর্য্য, সকল শক্তি একত্র সম্মিলিত হইয়া এমনি একটী অনির্ব্বচনীয় ভাবের বিকাশ করিতেছে যে, কোন লেখনীই তাহা প্রকাশ করিতে পারে না; কেবল একমাত্র দর্শকের হৃদয় তাহা অনুভব করিতে পারে।

আজি মহানগরীর প্রত্যেক রাজপথ দর্শকবৃন্দের সমাগমে পরিপূর্ণ। আজি প্রতি গৃহ, উদ্যান ও বিপণি মনুষ্যে মনুষ্যে সমাচ্ছন্ন। প্রতি গবাক্ষ, দরজা, প্রাঙ্গণ ও ছাদ রমণী ও বালকে পরিপূর্ণ। খিদিব অপরাহ্ন ৪ টার পূর্ব্বে আপন প্রধান প্রধান সভাসদ্বর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া রঙ্গভূমে পদার্পণ করিলেন। আগন্তুক পারিষদ্বর্গের মধ্যে সকলেই প্রায় মিশরী, কেবল একজন (মরীস পাশা) ইউরোপীয় ছিলেন। অপূর্ব্ব শ্রীসম্পন্ন প্রৌঢ় বয়স্ক খিদিবকে যোদ্ধৃবেশে অতি মনোহর দেখাইয়াছিল। তিনি "রাজকীয় বস্ত্রাগারের" মধ্যস্থানে সিংহাসনোপরি উপবেশন করিলেন। তাঁহার পশ্চাতে সার লুইস্ ম্যালেট, বাম পর্শ্বে সার বোক্যাম্প সীমার, দক্ষিণ পার্শ্বে রীয়াজ সেরিফ্ পাশা এবং অপরাপর সচিবগণ আসন গ্রহণ করিলেন। রুষ, ইটালী, জর্ম্মেণী হইতে সমাগত দূতগণ যথাকালে উপস্থিত হইয়া স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। রাজবাটীর প্রশস্ত অঙ্গনে লেডী ষ্ট্রাঙ্গফোর্ড দণ্ডায়মান হইয়া অভিনয় দর্শনে মগ্ন আছেন। সম্মুখ দেশে একদল দর্শক দাঁড়াইয়া আছে। রঙ্গভূমির ঠিক্ মধ্যস্থলে "সম্মান পতাকা" সগর্ব্বে উড়িতেছে। বোধ হইল পতাকার বড় ইচ্ছা আকাশে উড়িয়া যায়। কিন্তু অসমর্থ হইয়া যন্ত্রণায় ফড়্ ফড়্ করিয়া হৃদয়াবেগ প্রকাশ করিতেছে। মুগ্ধভাবে সকলে আপন আপন স্থানে নিঃশব্দে অভিনয় দর্শন প্রয়াসী;—এমন সময়ে ঢং ঢং করিয়া ৪ টা বাজিয়া গেল। কল চালিত পুঁত্তলিকার মত অমনি নবরঙ্গভূমির কার্য্য ধীরে ধীরে আরম্ভ হইল। সর্ব্বাগ্রে তোপখানা, তাহার পশ্চাতে বাদ্যকরগণ সঘনে মধুর বাদ্য বাজাইতে বাজাইতে রঙ্গভূমির দক্ষিণ দিক্ হইতে আগমন করিল। তাহার পর দ্বিতীয় সৈন্য বিভাগ হৃষ্টমুখে ধীরে ধীরে যেন প্রত্যেক পদবিক্ষেপ গণনা করিতে করিতে উপস্থিত হইল। ইহারা রঙ্গভূমি অতিক্রম করিতে না করিতেই রাজ অশ্বারোহিদল ও ৪র্থ এবং ৭ম ড্রাগুন্স্

দল বীর হস্তে নিষ্কোষিত তরবারি লইয়া, সেনাপতি ডুবীলোকে অগ্রণী করিয়া তাহাদের অনুসরণ করিল। তাহাদের মসৃণ অসি সকল সূর্য্য কিরণে ঝলমল করিতে লাগিল। এই কালে প্রকাণ্ড সুদক্ষ অশ্বগণের দ্রুত দড় দড় পদ শব্দ, এবং সূর্য্যকিরণে বিদ্যুতের ন্যায় শোভমান করাল করবালের প্রভায় প্রায় সকলেই চমৎকৃত হইয়াছিলেন। অনতিবিলম্বেই ভারতীয় অশ্বারোহিদল নাচিতে নাচিতে রঙ্গস্থলে দর্শন দিল। একে তাহাদের সুদীর্ঘ বীরশ্রী, তাহাতে মহাবলশালী দুর্দ্দমনীয় আবব তুরঙ্গে আরূঢ় হওয়ায় এবং দ্রুত গমনাকাঙ্ক্ষী অশ্বগণের বল্গা বীর অঙ্গ হেলাইয়া সজোরে আকর্ষণ করিয়া রাখায়, তাহাদেব ভঙ্গি এমন সুদৃশ্য ও সুভাবব্যঞ্জক হইয়াছিল, যে দর্শকমণ্ডলী তাহা দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে আনন্দধ্বনি না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। ভাবতসেনা একে একে সকলেই রঙ্গস্থলে উপনীত হইল। প্রথমে পরাক্রান্ত পঞ্জাবসেনা গাঢ় কৃষ্ণ বসনে আপাদমস্তক ভূষিত করিযা ও অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া আগমন কবিল। এই সময়ে দর্শক দলের মধ্য হইতে এক জন বলিয়া উঠিল, "ইহাদের আট জন বীরে জাগ-আজিগ অধিকার করিয়াছিল"; অমনি অন্যত্র হইতে উত্তর হইল, "ইহাদের দুইজনে অতুল সাহসে ৫টী ট্রেণ অধিকার করিয়াছিল"। ইতিমধ্যে অন্যদিক্ হইতে গুড় গুড় শব্দে ষষ্ঠ ও ত্রয়োদশ অশ্বারোহিদল নীল ও রক্ত পতাকাশোভিত খরসান প্রকাণ্ড বর্ষাহস্তে রুদ্রমূর্ত্তিতে রঙ্গাঙ্গনে প্রবেশ করিল। চারিদিক্ হইতে দর্শকগণ বলিয়া উঠিল, "দেখ ইহারা কেমন খিদিবের দিকে এক দৃষ্টে চাহিতেছে!" তাহারা বামেতর দিকে অঙ্গ হেলাইয়া টাউফিকের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকাইতে তাকাইতে, দর্শকবৃন্দের চিত্ত সম্পূর্ণরূপে আকর্ষণ করিতে করিতে রঙ্গভূমি পরিত্যাগ করিল। মুহূর্ত্তে আর একটী দল দর্শকদিগের নয়নপথে আগত হইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। তারপর ৪৩২৩টী বৃহৎ অশ্ব ও ৬০টী তোপ লইয়া প্রকাণ্ড বৃটিশ তোপচীগণ পদ-

ভরে রঙ্গভূমি কম্পিত করিতে করিতে দর্শকবৃন্দের নয়নে ধাঁধা লাগাইয়া রঙ্গালয়ে আবির্ভূত ও তিরোহিত হইল। অতঃপর একটী সম্পূর্ণ নূতন রকমের চিত্র সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। কাপ্তেন্ ফিট্জরয় হেণ্ডারসন এবং লেপ্টেনেণ্ট পুরের পশ্চাতে পশ্চাতে ৩৫০ জন জলীয়-সেনা ভীমরবে রঙ্গালয়ে সমাগত হইল। নীল সজ্জায় সজ্জিত জলীয়সেনাদের বীরমূর্ত্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর আনন্দজনক হইয়াছিল। সমবেত সকলেই তাহাদের আবির্ভাবে এক অভিনব প্রীতি অনুভব করিল এবং উচ্চৈঃস্বরে "সাবাস নীলবীরগণ" বলিয়া বার বার চীৎকার করিতে লাগিল। পাঠক, এই সময় একবার রঘুকুল তিলক রামচন্দ্রের নীল সেনার কথা মনে করুন। তাহারাও যেমন রামচন্দ্রের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ও প্রধান সহায় ছিল সেইরূপ এই অস্ত্র শস্ত্রে বিভূষিত মহাবীর নীলসেনারাও বৃটিশ রাজলক্ষ্মীর দক্ষিণ হস্ত ও প্রধান সহায়। ইহাদের মূর্ত্তি সুগঠিত ও বীর-পরাক্রমযুক্ত। সকলেই প্রায় দীর্ঘায়ত ও সুশ্রী! ইহারাই প্রকৃত বৃটিশ কেশরী নামের উপযুক্ত। ইহাদের তিরোভাবে রঙ্গালয় আবার এক নূতন দৃশ্য ধারণ করিল। রয়্যাল মেরিন্ আর্টিলারী, গ্যারিস্ন্ আর্টিলারী, ও ইঞ্জিনিয়ারদল আপন আপন রণবেশে শস্ত্রপাণি হইয়া রঙ্গালয় আলোকিত করিল। তাহাদের পরই একদল বাদক রণবাদ্যে চারিদিক নিনাদিত করিতে করিতে ডিউক অব কনটের প্রথম সেনাবিভাগের আগমনসূচনা করিয়া দর্শকবর্গকে সমধিক আগ্রহান্বিত করিয়া রঙ্গালয় অতিক্রম করিল। তৎক্ষণাৎ গ্রেণেডিয়ার সেনা, স্কটসেনা এবং কোল্‌ডষ্ট্রীম সেনা যুবরাজকে অগ্রণী করিয়া রঙ্গালয়ে অবতীর্ণ হইল ও দর্শকগণের হৃদয় উন্মত্ত করিয়া নিমেষে অদৃশ্য হইল। রাজপুত্র আপন সেনা পরিত্যাগ করিয়া রাজদরবারের দিকে গমন করিলেন এবং খিদিবকে অভিবাদন করিয়া প্রধান সেনাপতি ও অন্যান্য বিভাগীয় সেনা-

পত্তিগণের মধ্যে আসন গ্রহণ করিলেন। তাহার পর গ্রেহাম সেনাবিভাগ আগমন করিল; ইহাদের দুইদল রয়্যাল আইরিশ সৈন্য খাকী রঙ্গের পোষাক পরিধান করিয়া উপস্থিত হইল। ইহার পর রক্তবস্ত্র পরিহিত ইয়র্ক, ল্যাঙ্কাষ্টার এবং আইরিশ ফিউজিলীয়ারগণ ধীরে ধীরে গম্ভীর মূর্ত্তিতে রঙ্গভূমে আগমন করিতে লাগিল। ইহাদের প্রত্যেক নায়ক এবং অধিনায়ক তাহাদের মৃত কর্ণেল বীজলীর স্মরণার্থে বাহুতে শোকসূচক কৃষ্ণ ফিতা ধারণ করিয়াছে। ডিউক অব করনওয়ালের পদাতি সেনা, পোষ্ট আফিস কোর এবং মেরিন ব্যাটেলিয়ন দল গাঢ় রক্তবর্ণ অঙ্গাবরণে শরীর আবৃত করিয়া, তুষারধবল পায়জামা পরিধান পূর্ব্বক আপন আপন উজ্জ্বল বীরশ্রীতে রঙ্গস্থল সুশোভিত করিল। এইরূপে প্রথম সেনাবিভাগ পরিদর্শন করিতে প্রায় ৫টা বাজিয়া গেল। তদনন্তর সেনাপতি উইলিস্ এবং হ্যামলে একে একে আপন সেনাদল সঙ্গে করিয়া দর্শকদিগকে দর্শন দিয়া গেলেন। তাঁহারা রঙ্গভূমি অতিক্রম করিতে না করিতে সেনাপতি সার এলিসন জলধরের মত আপন স্থূলকায় ও লম্বোদর বহু কষ্টে বহন করিয়া দর্শকবৃন্দের নয়নে এক নূতন দৃশ্যের অবতারণা করিলেন। তিনি এতাদৃশ স্থূলকায় যে শরীর নোয়াইতে পারেন না, এমন কি তিনি স্থূলতাবশতঃ সমুচিত সম্মান প্রদর্শন করিতে পারিলেন না। বহুকষ্টে সামান্য মাত্র মস্তক সঞ্চালনে খিদিবের সম্মান করিয়া অধীনস্থ হাইল্যাণ্ড সেনা সঙ্গে রঙ্গস্থলের বহির্ভূত হইলেন।

আবার গভীর আনন্দধ্বনিতে দরবার পূর্ণ হইল। দেখিতে দেখিতে সেনাপতি ম্যাকফারসন্ উচ্চ লোহিত পক্ষ শোভিত ব্লাক্‌ওয়ার্চ সেনায় রঙ্গভূমি ছাইয়া ফেলিলেন। ইহাদের পরই গর্ডন হাইল্যাণ্ডার্স সেনা তাহাদের সেনাপতিগণের বিহনে ম্লানবদনে রঙ্গাঙ্গনে উপস্থিত হইল। তাহার পর কেমীরান্ হাইল্যাণ্ডার্স এবং ২য়

হাইল্যাণ্ড লাইট ইন্‌ফ্যানট্রি আপন বীরত্বাভিমান বদন মণ্ডলে বিভাসিত করিতে করিতে দর্শক বৃন্দের সমীপে উপনীত হইল। ইহারা রঙ্গভূমি অতিক্রম করিলেই রুগ্ন, চিন্তাজীর্ণ, মলিনমুখশ্রী সার এভ্‌লীন উড্‌ আপন সেনাবিভাগ পশ্চাতে লইয়া উপস্থিত হইলেন। ইহার অনতিবিলম্বেই সাসেক্‌স্‌, শ্রপসায়ার, ষ্টাফোর্ডসায়ার কিংস্‌ রয়্যাল রাইফল কোর্‌স্‌ প্রভৃতি যাবতীয় অবশিষ্ট দ্বিতীয় বিভাগীয় সেনাদল একেবারে সমরাঙ্গনের সর্ব্বত্র পূর্ণ করিল। ইহারা যখন রঙ্গভূমি ত্যাগ করিল তখন অপরাহ্ণ প্রায় সাড়ে পাঁচটা বাজিয়াছে। এই সময় সেনাপতি হ্যামলে পুনরাধিষ্ঠিত মিশরভূপকে অভ্যর্থনা করিয়া আপন সেনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ রঙ্গভূমি ত্যাগ করিলেন। কেবল ভারতীয় সেনা তথায় উপস্থিত রহিল। ম্যাক্‌ফারসন দ্রুতপদে সম্মান পতাকাতলে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার চারিদিকে সৈন্যগণ দণ্ডায়মান হইল। তাহারা এমনি কর্কশভাবে মিশররাজের প্রতি তীব্র দৃষ্টিপাত করিতেছিল যে দর্শকগণের শঙ্কা উপস্থিত হইয়াছিল।

এমন সময় বৃটিশ ও ভারত বাদ্যযন্ত্রে উচ্চ মিলিত স্বরে "Blue bonnets over border" বাজিয়া উঠিল। অমনি নানা মেডেল শোভিত যোদ্ধৃগণ দলে দলে রঙ্গভূমি অতিক্রম করিতে লাগিল। বিগত কান্দাহার যুদ্ধে মেডেল প্রাপ্ত বিজয়ী বৃটিশ সেনা, ৭ম পদাতিসেনা, পঞ্জাবসেনা, লোহিত বেশে সজ্জিত দীর্ঘকায় বেলুচীসেনা, রঙ্গালয়ের সীমা পার হইল। তাহাদের পশ্চাতে সুন্দর হাস্যজনক অভিনয় করিতে, করিতে পবনপুত্র হনুমান্‌ দেবের মত নানা ভঙ্গিতে অঙ্গ হেলাইয়া দুলাইয়া ভিস্তির দল রঙ্গভূমি পার হইতে লাগিল। তাহারা যাইবার কালে অসঙ্কোচে খিদিবের দিকে তাকাইতে তাকাইতে নয়নপথের অতীত হইয়া পড়িল। একটীও ভারতসেনা আর তথায় বর্ত্তমান রহিল না। তখন একজন ইটালীয় যুবা পুরুষ বিষাদমিশ্রিত

অনতি দীর্ঘস্বরে আপন সঙ্গীকে "পড়ারী এসীজীয়ানী" অর্থাৎ "এখন না হইয়া যদি অগ্রে ইহাদিগকে দেখিতে" বলিয়া চলিয়া গেল। সমস্ত সেনা পর্য্যবেক্ষণ করিতে ঠিক্ দেড় ঘণ্টা লাগিয়াছিল। তথায় পরিদর্শনার্থ সর্ব্বসমেত ৭৮১ জন সৈন্যাধ্যক্ষ ১৭,২৬৬ সেনা, ৪৩,২০ রণ অশ্ব এবং ৬০টী কামান উপস্থিত হইয়াছিল। দর্শকগণ অপূর্ব্ব বীরসম্মিলন দর্শন করিয়া প্রফুল্ল মনে গৃহে গমন করিলেন। আর বিজাতীয়বলজিত মিশর বীরদের হৃদয়ে তখন কিরূপ বিষস্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল তাহার বর্ণনা কে করিবে ?

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

মহম্মদ ফেমী পাশা।

আরবী পাশার বিবরণ বলিতে বলিতে আমি মহম্মদ ফেমী পাশার বিষয় একেবারেই বিস্মৃত হইয়াছিলাম। আজ ফেমী পাশার বিবরণ পাঠকবর্গকে অবগত করিবার জন্য একবার ১৮৮২ খ্রীঃ অঃ ৮ই সেপ্টেম্বরের ঘটনাবলি বর্ণন করিতে হইবে। বোধ হয় সকলেই জানেন আরবী পাশাই অতীত মিশর যুদ্ধের একমাত্র অধিনায়ক। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। মহাবীর ফেমী পাশা যুদ্ধের অন্যতম প্রধান কারণ ছিলেন। কিরূপে এই মহাবীর মিশর বীরগণের মধ্যে একজন বিচক্ষণ মন্ত্রী ও প্রধান যোদ্ধৃ পুরুষ হইয়াও এত সহজে ইংরেজকরকবলিত হইলেন, কিরূপ অভাবনীয় নির্ব্বন্ধে ইঁহার মন্ত্রণা জাল বৃথা হইয়াছিল, কিরূপে ইনিই প্রথমে বিপদ্গ্রস্ত হন, ইত্যাদি বিবরণ নিম্নে সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল।

আজ ১৮৮২ খ্রীঃ অঃ ৮ই সেপ্টেম্বর, শুক্রবার, অপরাহ্ন কাল। উপত্যকার উপর নির্ম্মিত একটী মলিনমুখী ক্ষুদ্রপল্লী সমুন্নত পর্ব্বতের দিকে কাতরভাবে দৃষ্টিপাত করিতেছে। ইহা আজ কয়েক

দিবস মাত্র বৃটিশ অধিকারভুক্ত হইয়াছে। ইহাই পর্ব্বততলস্থ পল্লীর বিষণ্ণতা ও বিমর্ষ ভাবের একমাত্র কারণ। আজ স্বয়ং সেনাপতি ড্রুরিলো আপন সেনা লইয়া উহার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত। ২।৩ দিন পূর্ব্বে এখানে ইংরেজের নামগন্ধও ছিল না; ইহার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ ছিল। হঠাৎ আজ কোথা হইতে বিদেশী ইংরেজ আসিয়া ইহার স্বাধীনতা বলপূর্ব্বক হরণ করিয়াছে, ও অধিবাসী-দিগকে সম্পূর্ণরূপে আপন বশে আনিতে চেষ্টা করিতেছে। সেনা-পতি ধীরে ধীরে বেড়াইতে বেড়াইতে গ্রামের এক সীমা হইতে সীমান্তরের মধ্যে কোথায় কি হইতেছে এক মনে তাহাই পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। এমন সময়ে তাঁহার অপরিচিত একজন সম্ভ্রান্ত লোক আসিয়া ফ্রেঞ্চ ভাষায় তাঁহার সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন।

আগন্তুক ব্যক্তির সহিত যখন ইংরেজ সেনাপতি অতি আগ্রহ সহকারে বিবিধ প্রসঙ্গের আলোচনা করিতেছিলেন, ঠিক্ সেই সময়ে সেই দিক্ দিয়া একজন মিশরীয় বন্দী জনৈক রাজ-পুরুষ ও কতিপয় রক্ষিবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া আগমন করিতেছিল। সে সেনাপতির অপরিচিত ব্যক্তিকে চিনিতে পারিয়া চীৎকার পূর্ব্বক বলিয়া উঠিল, "সেনাপতি, আপনি যে বীরেব সহিত কথোপকথনে নিযুক্ত রহিয়াছেন, উঁহার নাম মহম্মদ ফেমী পাশা, যিনি তুলনায় এক মাত্র আরবীর দ্বিতীয়।" অমনি সেনাপতির আজ্ঞাসূচক নয়নহিল্লোলে চারিদিক্ হইতে সৈনিকেরা আসিয়া মহাবীর ফেমীকে বেষ্টন করিয়া ফেলিল। তিনি অবাধে ইংরেজের বন্দী হইলেন। মিশর কেশরী আজ আপনা হইতেই ভীষণ বৃটিশ প্রভাবের নিকট অবনত হইলেন। নিমেষে প্রহরিবেষ্টিত হইয়া তাঁহাকে ইস্‌মেলিয়ার প্রধান শিবিরে যাইতে হইল। যখন ফেমী পাশা ইংরেজ শিবিরে দীন হীন অসহায় বন্দীর বেশে পৌছিলেন,

তখন দিবা অবসান প্রায়। সূর্য্যদেব অস্তমিত হইতেছেন। মিশর কেশরী ফেমীর জীবনাকাশেও তাঁহার সৌভাগ্য সূর্য্য চির অস্তমিত হইল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে মহাবীর আরবী পাশাও মন্ত্রণার প্রধান সহায়, আযৌবন সুহৃদ ফেমীকে হারাইয়া দক্ষিণহস্তহীন হইলেন। সেই দিনকার সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে মিশরের সুখরবিও চির অস্তমিত হইল। সে দিন হইতে আর মিশরে স্বাধীনতা সূর্য্য উদিত হইতে দেখি নাই। এখনও মিশরের কাল রজনী পোহায় নাই। আর কি পোহাইবে?

সেনাপতি ড্রুরিলো মহম্মদ ফেমী পাশাকে করকবলিত করিয়া দম্ভ করিতে লাগিলেন। মহা যুদ্ধের সূত্রেই বিনা রক্তপাতে বৃটিশ সেনাপতি অর্দ্ধেক বিজয় লাভ করিলেন। সহস্র সহস্র মনুষ্যের জীবন সংহার করিয়া, মনুষ্য শোণিতে রক্তগঙ্গা প্রবাহিত করিয়া, প্রকাণ্ড মরুভূমি ভীষণ শ্মশানে পরিণত করিয়া যে কার্য্য-উদ্ধার হয় নাই, আজ অনায়াসে চক্ষুর নিমেষে ড্রুরিলো সেই কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। ছলে হউক, বলে হউক, কলে হউক, কৌশলে হউক, আর দৈব ঘটনাক্রমেই হউক, আজ মিশরের ভাগ্যে ইংরেজ স্বহস্তে যে গাঢ়কৃষ্ণ পট ক্ষেপণ করিল, সে যবনিকা আর উত্তোলিত হইল না। তাহাতে যে অন্ধকার চারিদিকে ব্যাপ্ত হইল, তাহা কি আর দূরীভূত হইবে?—না; তাহা বংশানুক্রমে মিশরবাসী প্রত্যেক নর নারীর জীবনাকাশে অন্ধকারের গাঢ় কালিমা ঢালিয়া দিবে? হা হতভাগ্য মিশর বীরগণ! তোমরাও আজ ভারতবাসীর মত স্বাধীনতার অমূল্য বিমল জ্যোতিঃ হইতে বঞ্চিত হইলে! কোন পার্থিব শক্তিই আর এ ঘোর তিমিরাবরণ হইতে তোমাদিগকে সহজে বিমুক্ত করিতে পারিবে না। এই দেখ আমরা কাঁদিয়াও হৃদয়ের দুঃখ সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। আমাদের মনের চিন্তা, মনের আশা, মনের আবেগ

মনেই লয় পাইতেছে। স্বার্থপর পুরুষের ইচ্ছার বশবর্ত্ত বঙ্গীয় রমণীর যে দুঃখ, আমার মত পরাধীন মানবের যে দুঃখ, তোমরাও আজ সেইরূপ দুঃখের অংশ গ্রহণ করিলে!

মহম্মদ ফেমী পাশা ঐ দিবস কোন বিশেষ কর্ম্মোপলক্ষে টেলেলকাবীর ছাউনি হইতে বহির্গত হইয়া অপরাহ্ণের পূর্ব্বে ট্রেণে চাপিয়া পূর্ব্বোক্ত পর্ব্বত তলে বাষ্পীয় শকট রক্ষা করেন এবং এক-মাত্র ভৃত্য সঙ্গে ঐ গ্রামপার্শ্ববর্ত্তী পর্ব্বতের উপর হইতে কয়েক দণ্ড সেনানিবেশ ও দূরস্থ শত্রুব গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া পরি-ত্যক্ত বাষ্পীয় শকটের উদ্দেশে প্রত্যাগমন করেন। ফেমী পাশা পর্ব্বতের দিকে গমন করিলে যানাধ্যক্ষ লৌহবর্ত্ম পরিত্যাগ করিয়া পর্ব্বত সন্নিকটস্থ একটী বৃক্ষতলে ক্ষণকাল বিশ্রাম করিবার উদ্দেশে গমন কবিল এবং প্রভুব আসিতে অন্ততঃ ৩।৪ দণ্ড বিলম্ব হইবে ভাবিয়া আরও কতিপয় অনুচরসহ শীতল মহীরুহ তলে এদিক্ ওদিক্ বেড়াইতে আবম্ভ করিল। অবশিষ্ট পরিচারকগণ যান রক্ষা করিতে লাগিল। ফেমী পাশা বা তাঁহার ভৃত্যবর্গ এ পর্য্যন্ত কেহই জানিত না যে ঐ পর্ব্বতান্তরালবর্ত্তী জনপদটী অধুনা ইংরেজ-দের অধিকৃত হইয়াছে। সুতরাং তাহারা নিশ্চিন্ত মনে গাড়ি হইতে নামিয়া মনেব উল্লাসে উপত্যকা ভূমির উপর ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল। কিয়ৎকাল পরে অর্দ্ধশয়িত বাষ্পীয় যানাধ্যক্ষ মহীরুহতল হইতে কতকগুলি শস্ত্রপাণি শ্বেতকায় সৈনিকেব আবির্ভাব দেখিতে পাইয়া চমকিয়া উঠিল ও ভয়চকিতস্বরে আপন সঙ্গী-দিগকে ডাকিতে লাগিল এবং ইংরেজসেনা নিকটে পৌঁছিবার কয়েক মুহূর্ত্ত অগ্রেই বাষ্পযান দূর হইতে দূরতর স্থানে লইয়া গেল। শত্রুসেনা বিফল-মনোরথ হইয়া নিরাশ ভাবে তাহাদের দিকে চাহিতে চাহিতে প্রতিনিবৃত্ত হইল। এ সকলি মহামনা মহম্মদকুলতিলক ফেমী পাশার অজ্ঞাত রহিল। তিনি বিধির

নির্ব্বন্ধে তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন এক জন রণবিশারদ প্রধান সেনাপতি ও মন্ত্রী হইয়াও অজ্ঞাতসারে শত্রুকবলমধ্যে নিপতিত হইলেন।

আর এক দণ্ড পরেই তিনি করাল শত্রুর হস্তে অসহায় দীনের ন্যায় বন্দী হইলেন। অমর বিজেতা মহাবীর মেঘনাদ কোথায় ব্রহ্মার পূজা করিয়া রঘুবীর রামচন্দ্রকে জয় করত, ত্রিভুবন বিজয়ী পিতা দশাননের আনন্দ বর্দ্ধন করিবেন, না নিজ পূজাগৃহেই অভাবনীয় রূপে রক্ষকুলরিপু পিতৃব্য বিভীষণের মন্ত্রণায় রামানুজ লক্ষ্মণের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইলেন। আজ ফেমী পাশারও সেই অবস্থা উপস্থিত। মহাবীর ফেমী কোথায় শত্রুর গতিবিধি অবগত হইয়া সুকৌশলে তাহাদিগকে পরাভূত করিয়া আররীপাশার হৃদয়ানন্দ শতগুণে বর্দ্ধিত করিবেন, না আজ বিধির বিচিত্র নির্ব্বন্ধে স্বজাতি-কলঙ্ক গুপ্তচরের কৌশলে জীবন্তে সমাধিগত হইলেন। তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই, যে এই উপত্যকায় শত্রুর আগমন হইয়াছে। সুতরাং নিঃশঙ্কচিত্তে পরিত্যক্ত বাষ্পীয়যানের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যখন চিহ্নিত স্থানে আসিয়া আপন পরিত্যক্ত বাষ্পীয় শকটের চিহ্নমাত্রও দেখিতে পাইলেন না, তখন তাঁহার বীরহৃদয়ে ক্ষণিক চিন্তা ও ঔৎসুক্যের আবির্ভাব হইল। তিনি চতুর্দ্দিকে প্রখর দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে লাগিলেন কিন্তু কোথাও গাড়ির দর্শন পাইলেন না। তখন মন হইতে বাষ্পীয়যানের আশা একেবারে দূরীভূত করিয়া গ্রামের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। গ্রামে গিয়া শীঘ্র শিবিরে পৌছিবার কোন উপায় করিতে পারিবেন এই আশায় তাঁহার চিন্তামলিন বদন মণ্ডলে আনন্দের আভাস প্রকাশ পাইতে লাগিল।

গ্রামে পৌছিয়াই ফেমীপাশা দেখিতে পাইলেন, উহা বৃটিশ সৈন্যতরঙ্গে ঘোর তরঙ্গায়িত। একবার মনে করিলেন একাই তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া জন্মভূমির নিমিত্ত প্রাণ বিসর্জ্জন করিবেন,

আবার মনে হইল তাহাতে স্বদেশের বিশেষ কোন মঙ্গল সাধিত হইবে না বরং তিনি এখান হইতে পলায়ন করিয়া এ যাত্রা কোন উপায়ে জীবন রক্ষা করিতে পারিলে, ভবিষ্যতে অনেক উপকার দর্শিতে পারিবে। কিন্তু তাঁহার বীরহৃদয় কাপুরুষের ন্যায় পলায়ন করিয়া জীবন রক্ষা করিতে সম্মত হইল না। তখন তিনি স্বীয় অদ্ভুত প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বলে ধীরে ধীরে সেনা বিভাগের ভিতরে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে দৃঢ় সংকল্প হইল কোনরূপে ইংরেজের আভ্যন্তরীণ সামরিক রীতি নীতি সম্যক্‌রূপে অবগত হইবেন। তিনি এই মনের গভীর বাসনা সংসিদ্ধ করণার্থে অতি প্রশান্ত ভাবে নিকটাগত ইংরেজ সেনাপতির সহিত ঘনিষ্ঠরূপে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। ফেমী এমনি অবিচলিত স্বরে, এমনি ধৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্য সহকারে, এমনি সুকৌশল সম্পন্ন বাক্‌জাল বিস্তার দ্বারা ফ্রেঞ্চ ভাষায় বর্ত্তমান যুদ্ধের পরিণাম আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন যে ইংরেজ সেনাপতি তাঁহার অদ্ভুত প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের নিকট সম্পূর্ণরূপে প্রতারিত হইয়া পড়িলেন। যদি দৈবক্রমে সেই স্থান দিয়া তৎকালে সেই মিশরীয় বন্দী রক্ষিপরিবৃত হইয়া গমন না করিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই মহম্মদ ফেমী পাশা ইংরেজের সুতীক্ষ্ণ উজ্জ্বল দৃষ্টিতে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া আপন গভীর উদ্দেশ্য সংসিদ্ধ করিয়া লইতেন।

কিন্তু তাহা হইল না। বিধাতার যাহা ইচ্ছা ছিল, তাহাই কার্য্যে পরিণত হইল। ঐ বন্দীবেশী মিশরীয় কর্ম্মচারীর উচ্চবাক্যে সেনাপতি ডুরিলো তৎক্ষণাৎ আপন ভ্রম দেখিতে পাইলেন ও ফেমীর চমৎকার বুদ্ধি কৌশল ও অতুলনীয় সাহসের বিষয় ভাবিয়া বিস্মিত হইয়া পড়িলেন এবং অবশেষে অসহায় ফেমীকে জীবনের মত অশেষ যন্ত্রণাপূর্ণ কারাগারে নিক্ষেপ করিয়া আপন ভ্রান্তির প্রতিশোধ হইলেন। সেই মুহূর্ত্তেই স্বাধীনতাসুধাধৌত

মিশরাকাশে অধীনতার তমিস্রা রজনী অলক্ষ্যে সঞ্চারিত হইল। ফেমী পাশার গভীর দুঃখ যন্ত্রণা বর্ণনায় আমি আর পাঠকগণের কোমল হৃদয় কাতর করিব না। এক কথায়, যেমন আরবী পাশাকে বন্দি করিয়া সার গার্ণেট উল্‌স্‌লির যশোরাশি দিগন্ত-বিস্তৃত হইয়া উচ্চাকাশে উড্ডীন হইয়াছে, আরবীর একমাত্র সমকক্ষ ফেমীকে বন্দী করিয়া সেনাপতি ড্রুরিলোও সেইরূপ মহান্ যশোরাশি লাভ করিলেন। আরবীকে বন্দি করা মিশর যুদ্ধের যদি প্রধানতম উদ্দেশ্য হয়, তবে ফেমী পাশাকে বন্দি করাও যে ইহার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ইংরেজেরা শুদ্ধ আরবী পাশাকে পরাজিত করিয়া যদি ফেমী পাশাকে পরাজিত করিতে না পারিতেন, তাহা হইলে মিশরের বিদ্রোহানল কখন সহজে নির্ব্বাপিত হইত না। আরবী ও ফেমী উভয়েই অপরিসীম ক্ষমতাশালী, বীরাগ্রগণ্য এবং গভীর সমর-কৌশলবিৎ ও রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিত। কি ক্ষমতায়, কি তীক্ষ্ণবুদ্ধি-পরিচালনে কেহই কোন অংশে ন্যূন ছিলেন না। এমন কি ফেমী পাশা না থকিলে হয়ত আরবীপাশা আদৌ এরূপ ক্ষমতার উচ্চ-শিখরে আরোহণ করিতেই পারিতেন না। এক জন অজ্ঞাতকৌশল তরুণ বৃক্ষারোহীকে গাছের উপরে উঠাইবার জন্য যেমন প্রথমে নীচে একজন তাহার অপেক্ষাও সুনিপুণ ব্যক্তির থাকা আবশ্যক হয়, তদ্রূপ আরবীর উন্নতি তরুমূলে ফেমীপাশা না থাকিলে হয়ত তিনি মিশররাজের নিকট এরূপ সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তি লাভ করিতেই শীঘ্র সক্ষম হইতেন না। আমি বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা অবগত হইয়াছি ফেমীই আরবীর উন্নতির পথে উঠিবার একমাত্র সোপান। আজ আরবীপাশা সেই যৌবন ও শৈশবের বন্ধু, বিপদে সম্পদে প্রধানতম সহচর ফেমীপাশাকে হারাইলেন। আজ ইংরেজসেনাপতি ড্রুরিলো সেই মিশরসিংহ মহাবল পরাক্রান্ত

ফেমী পাশাকে বন্দী করিয়া অপার যশোবাশি ক্রয় কবিলেন। সৌভাগ্যলক্ষ্মী সুধাংশুর ন্যায় অমল শুভ্রবেশে প্রভা বিস্তার করিয়া বৃটিশ গৌরব অধিকরূপে উজ্জল করিলেন, আর মিশরাকাশে গাঢ় অন্ধকাব ঢালিয়া দিলেন।

মহম্মদ ফেমী পাশার ন্যায় প্রসিদ্ধ রণকুশল যোদ্ধা কাইরোর রণ-বিদ্যালয় হইতে অদ্যাবধি বাহির হয় নাই। বিগত যুদ্ধাগ্নি প্রধূমিত হইবার পূর্ব্বে ইনি মিশবাধিপেব বাজ্য সম্বন্ধীয় কার্য্যেব প্রধান তত্ত্বাব-ধায়ক ছিলেন। ইনি আববীকে উন্নতিব পথে দণ্ডায়মান হইবার সহায়তা করেন এবং অবশেষে পূর্ত্তসচিবেব পদে মনোনীত কবেন। ইঁহারই গভীর জ্ঞানকৌশল ও বিচক্ষণতায় প্রথমতঃ কাফেব দোয়াব ও টেলেলকাবীব লৌহবর্ত্মে'ব কল্পনা হয় এবং ইনিই ঐ দুইটী বিস্তৃত লৌহলতাকে মরুভূমে রোপণ করিয়া মিশরের অপূর্ব্ব কল্যাণ সাধন করেন।

এত শীঘ্র সেই মহাবীর ফেমীব হৃদয়ভেদী পরিণাম না হইলে বোধ হয় বৃটিশ কুলগৌরব, প্রবীণ বীঁবকেশবী সার গার্ণেট উল্‌স্‌লির ভবিষ্যদ্বাণী এমন অভাবনীয় রূপে পূর্ণ হইত না।

নবম পরিচ্ছেদ।

মিশরে বাঙ্গালী।

দেখিতে দেখিতে মিশরযাত্রী যোদ্ধৃগণেব স্বদেশ প্রতিগমনেব দিন অবধাবিত হইয়া গেল। ক্রমে কোন্ দল, কোন্ জাহাজে, কবে মিশব রাজ্য পরিত্যাগ করিবে, তাহাও বিজ্ঞাপিত হইল। আমাবও এক মাসের অধিককাল মিশরবাস হইল; কিন্তু এ পর্য্যন্ত রাজধানী কাইঁরো বা পীরামীড দর্শন হইল না। একদিন আমাব শ্বেতকায় প্রভুকে আমার মনোবাসনা অতি আগ্রহ সহ-

কারে বিজ্ঞাপন করিলাম। ভাগ্যক্রমে ও আমার পূর্ব্ব পুরুষগণের সুকৃতির ফলে তিনি বড় একটা বাধা দিলেন না। আগামী শনি ও রবিবারে কাইরো ও নীলনদ তীরবর্ত্তী পীরামীড দর্শন স্থিরীকৃত হইল। সেনাপতির আদেশে, আগামী মাসের প্রথম তারিখে স্বদেশ প্রতিগমন নির্দ্ধারিত হইয়াছে। পাঠকগণ এখন অনায়াসেই বুঝিতে পারিতেছেন, তৎকালে আমার হৃদয়ের মধ্যে কিরূপ আনন্দের ঢেউ খেলিতেছিল। একে গৃহ প্রতিগমনোন্মুখ, তাহাতে রণ প্রত্যাবৃত্ত বাঙ্গালী। সুতবাং আনন্দের কল্পনায় উন্মত্ত হইয়া উঠিলাম। জন্মভূমির সকল কথা একে একে মনে পড়িতে লাগিল। আমার সেই স্নেহময় পিতার (যিনি সম্প্রতি স্বর্গে গিয়াছেন) অশ্রুপূর্ণ নয়ন, বন্ধুবর্গ, সহোদর, সহোদরা ও স্ত্রীর নয়নজলসিক্ত মুখমণ্ডল মনে পড়িল। ক্রমে একের পর এক করিয়া প্রত্যেক সুখের চিত্র আসিয়া নয়নসমক্ষে নৃত্য করিতে লাগিল। আমি ক্ষণকালের জন্য একেবারে কল্পনাসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া গেলাম। স্বীয় অস্তিত্ব পর্য্যন্তও মনে রহিল না। আরব সাগরের তরঙ্গের পর তরঙ্গ দেখিয়াছি, লোহিত সাগরের উর্ম্মিমালা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, মহান্ ভূমধ্যস্থ সাগরের প্রকাণ্ড, অবিশ্রান্ত জলোচ্ছ্বাস সন্দর্শন করিয়াছি, কিন্তু তৎকালে আমার এই ক্ষুদ্র হৃদয় সাগরে যে নব নব ভাবোর্ম্মির ঘন উচ্ছ্বাস হইয়াছিল তাহা অগণনীয়, অবর্ণনীয়।

কতক্ষণ ভাবের আবেশে আবিষ্ট ছিলাম বলিতে পারি না। সন্ধ্যার প্রাক্কালে যেন বোধ হইল কেহ বাহির হইতে আমার নাম ধরিয়া উচ্চকণ্ঠে বার বার ডাকিতেছে। শুনিয়া সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া উঠিলাম ও দুই এক নিমেষের মধ্যে আপনাকে সাধ্যমত প্রকৃতিস্থ করিয়া, কে ডাকিতেছে অবগত হইবার নিমিত্ত শিবির দ্বারে আসিলাম। বাহিরে আসিয়া দেখিলাম যিনি আমার নাম ধরিয়া এতক্ষণ ডাকিতেছিলেন তিনি একজন পরিচিত লোক। তাঁহার স্বর

বাঙ্গালীর মত। ইনি একজন প্রৌঢ়বয়স্ক মিশরী। মিশর ভাষায় কথোপকথন ইংরেজীতে বুঝাইবার নিমিত্ত আমরা ইঁহাকে কিয়ৎকালের নিমিত্ত আমাদের সঙ্গে রাখিয়াছিলাম। কয়েক দিন একত্র সহবাসেই আমি ইঁহার সহিত একরূপ মিত্রতা সূত্রে গ্রথিত হইয়া পড়িয়াছিলাম। আমাদের সহিত মিলিত হওয়া অবধি ইনি বাড়ী যান নাই, আজ রাত্রিতে আমাকে সঙ্গে লইয়া আপন গৃহে গমন করিবেন।

সন্ধ্যা সমাগত। আজকাল আর পূর্ব্বের মত আমার তত কার্য্যের ভিড় নাই। সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে অল্প অল্প অবসর পাইয়া থাকি। আজ মিশরের নির্ম্মেঘ আকাশে অমল শুভ্র জোৎস্না বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। শোকম্লান মিশরবাসী নরনারীর অবসাদপূর্ণ হৃদয়ের কালিমা বিদূরিত করিবার মানসেই যেন প্রেমাধার চন্দ্রমা সহস্র ধারে মিশরভূমে আপন কমনীয় মধুর রশ্মিমালা বিকীর্ণ করিতেছেন। দূর হইতে কাইরো নগরীর আলোকমালাবিভাসিত, মনোহর সৌন্দর্য্যশালী উচ্চ প্রাসাদ সকল দৃষ্ট হইতেছে। আমি ও আমার আর দুইটী সহচর এবং উক্ত মিশরবাসী, এই চারিজনে চারিটী সুন্দর আরবীয় তুরঙ্গে আরোহণ করিয়া নানা কথার আলোচনা করিতে করিতে দেড় ঘণ্টার মধ্যে তাঁহার আলয়দ্বারে উপনীত হইলাম।

ঐ মিশরী কাইরো নগরীর প্রান্তদেশে একটী সুন্দর দ্বিতল বাটীতে বাস করিতেন। অট্টালিকাটী ক্ষুদ্র বটে কিন্তু বেশ মনোহর। চারিদিক্ আবক্ষ উচ্চ ইষ্টক প্রাচীরে বেষ্টিত। সম্মুখ দেশে একটী রমণীয় ক্ষুদ্র উদ্যানে নানা জাতীয় সুন্দর পুষ্পবৃক্ষ প্রবেশার্থী প্রত্যেক আগন্তুকের মনোহরণ করিতে চেষ্টা করিতেছে। আমরা প্রবেশদ্বারে অশ্ব রক্ষা করিয়া কিয়ৎক্ষণ পুষ্পবাটিকার চারিদিকে বেড়াইতে লাগিলাম। আকাশে পূর্ণচন্দ্র নক্ষত্র লইয়া খেলা করিতেছে, ভূতলে চন্দ্রের আলোকে নবোদ্গত পুষ্প কলিকা ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত

হইয়া চারিদিকে সুগন্ধ ছড়াইতেছে। আমরা কিছুকাল চাঁদের আলো, ও ফুলের সুবাস সম্ভোগের পর ভিতরে যাইবার নিমিত্ত আহূত হইলাম।

আজ আমরা আমন্ত্রিত হইয়া এই মিশরবাসীর আলয়ে ভোজন করিতে আসিয়াছি। ক্ষুদ্র অট্টালিকাটীর বাহ্যশোভা যেমন মনোহারী, আভ্যন্তরিক পারিপাট্যও তদ্রূপ সুরুচি ব্যঞ্জক। পরিচ্ছন্নতা ও সুরুচি প্রত্যেক স্থানেই যেন প্রত্যক্ষ বিরাজ করিতেছে। আমি গৃহস্বামীর সরলতা, বিনয়, সহৃদয়তা ও প্রেমপূর্ণ ব্যবহারে মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারিলাম না। আহারীয় ভোজনাগারে সজ্জিত হইয়াছে ইহা বিজ্ঞাপন করিতে একজন পরিষ্কৃতবেশী সুদর্শন দাস প্রভুর সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে উপস্থিত হইল। অমনি গৃহস্বামীর প্রার্থনায় আমরা সকলে নির্দ্দিষ্ট আহার গৃহে গমন করিলাম। প্রবেশ মাত্রেই মন গৃহের নূতন রকমের চিত্রে আকৃষ্ট হইল।

গৃহের চতুর্দ্দিক্ বঙ্গীয় দেব দেবীর চিত্রে রঞ্জিত, বহুমূল্য কারপেটে তলদেশ সুন্দররূপে আচ্ছাদিত, অপূর্ব্বদর্শন চমৎকার দীপমালায় গৃহটী সম্পূর্ণরূপে আলোকিত। প্রশস্ত কক্ষের মধ্যস্থলে একটী বহুমূল্য গোল টেবিলে নানাবিধ আহারীয় বস্তু পরিপাটীরূপে সাজান রহিয়াছে। মধ্যস্থলে গৃহস্বামিনী আপন বিমল রূপের আভায় ঘর আলো করিয়া বসিয়াছিলেন। আমাদিগকে আসিতে দেখিয়া, তিনি অতি সম্ভ্রমের সহিত গাত্রোত্থানপূর্ব্বক প্রত্যেকের সহিত একে একে কর মর্দ্দন করিয়া, সকলকে স্বয়ং এক একটী সুখপ্রদ কাষ্ঠাসনোপরি বসাইলেন এবং সর্ব্ব শেষে স্বামীর সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্তা হইলেন। ইঁহারা উভয়েই ইংরেজী ভাষা জানিতেন। ভোজন করিতে প্রবৃত্ত হইবার অগ্রে গৃহকর্ত্রী, আমাদের আগমনে অত্যন্ত আহ্লাদিত ও ধন্য বোধ করিতেছেন ইহা অতি মধুময় বাক্যে বলিয়া, সকলকে ভোজনে প্রবৃত্ত হইবার জন্য অনুরোধ

করিলেন। আমরা চারিজনেই ক্ষুধায় কাতর ছিলাম। সুতরাং বিনা বাক্যব্যয়ে ইংরাজী প্রথানুসারে সবলে একেবারে দুই হস্ত চালাইতে আরম্ভ করিলাম। আমি এই কয় মাসের অভ্যাসেই এসকল বৈদিশিক রীতি নীতিতে এরূপ দক্ষতা লাভ করিয়াছিলাম, যে তখন আর আমার অস্ত্র প্রয়োগে সম্মুখাগত খাদ্য বস্তুকে উদরায়ত্ত করিতে বড় একটা ক্লেশ পাইতে হইত না।

এইরূপে প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা অতীত হইল। এই সময়টুকু গৃহস্বামিনীর উপদেশানুসারে শুদ্ধ আহাব কার্য্যেই অতিবাহিত হইয়াছিল। সে রাত্রে কত যে নূতন নূতন সুমধুব বস্তু ভোজন করিয়াছিলাম, কত অনাস্বাদিতপূর্ব্ব আহার্য্যকে পূর্ণ উদরেও বলপূর্ব্বক প্রবেশ করাইয়াছিলাম তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। সেদিন ভোজনে অতীব তৃপ্তিলাভ হইয়াছিল। গৃহস্বামিনী স্নেহময়ী রমণী মূর্ত্তিমতী দেবীর ন্যায় এত যত্নে বার বার আহারেব জন্য অনুরোধ কবিতে লাগিলেন, যে অবশেষে উদরে “নস্থানং তিলধারণং” হইয়া পড়িল। এখনও কেবল ভোজনের প্রথম পবিচ্ছেদ শেষ হইল মাত্র। আমবা তখন সেই কক্ষটী পরিত্যাগ কবিয়া ঐ রমণীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ কক্ষান্তরে গমন করিলাম। সেখানে একটি চতুষ্কোণ দীর্ঘ টেবিলের উপর কারুকার্য্য বিশিষ্ট একখানি মহামূল্য আস্তরণ; তাহার উপর স্বর্ণরৌপ্যরঞ্জিত পাত্রে নানা জাতীয় সুখাদ্য ফল সকল স্তরে স্তরে সজ্জিত রহিয়াছে। যদিও আর কিছুমাত্র ভোজনের আকাঙ্ক্ষা ছিলনা, তথাপি সেই মোহনদর্শন ফলের অস্তিত্ব অধিকক্ষণ স্থির ভাবে দেখিতে পারিলাম না। সুতরাং মৌন ভাব পরিত্যাগ করিয়া ফলাহারে বসিলাম। ইত্যবসরে গৃহস্বামিনী তাঁহার স্বামীকে আমাদের প্রত্যেকের পরিচয় দিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি আমাদের বিষয় যাহা কিছু জানিতেন বিবৃত করিয়া আমাদের সম্পূর্ণ পরিচয় প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত অতি বিনীতভাবে আমাদিগকে স্ব স্ব বৃত্তান্ত বলিতে অনু-

বোধ করিলেন। আমার সঙ্গিদ্বয়ের বর্ণনা শেষ হইলে আমাব দিকে সকলের নয়ন পতিত হইল। তখন আমিও সংক্ষেপে আত্মবৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম। অতীব আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমার কথা শেষ হইতে না হইতেই গৃহস্বামী ব্যগ্রভাবে উঠিয়া, আনন্দে বিহ্বল হইয়া আমাকে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করিলেন এবং সকলের ঔৎসুক্য বিদূরিত করিবার নিমিত্ত তিনিও আপন জীবনবৃত্তান্ত বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন। সে বিবরণ উপন্যাস অপেক্ষাও বিস্ময়কর।

তিনি বঙ্গের উচ্চ ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতাব তিনিই একমাত্র সন্তান ছিলেন। যৌবনের প্রথম অঙ্কুরেই স্নেহময়ী জননীর লোকান্তর হয়, এবং তাহার অল্প দিন পরেই জায়াবিয়োগবিধুর জনকও ইহলোক পবিত্যাগ করেন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ১৬ বৎসব মাত্র। শোভাপূর্ণ সংসার তখন তাঁহার পক্ষে প্রকৃত সংসার বোধ হইল। তাঁহার নয়নে চারিদিক লোকশূন্য অবণ্যবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। এক মাস, দুই মাস ক্রমে তিন মাস একাই আপন গভীর শোকে নিমগ্ন রহিলেন। প্রতিবাসী ও দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়দের সান্ত্বনাবাক্যে তাঁহার গভীর দুঃখের কণামাত্রও অপনীত হইল না। তাঁহাব জনক জননী স্বর্গগমনের পূর্ব্বেই কোন এক সম্ভ্রান্ত বংশে পুত্রের পরিণয় ব্যবস্থা নির্দ্ধারিত করেন। যে পরিবারে তাঁহার বিবাহ স্থিব হইয়াছিল তাঁহারা ইঁহাকে আপন আলয়ে লইয়া গেলেন এবং শীঘ্র পরিণয়সূত্রে ইঁহার তরুণ হৃদয় আবদ্ধ করিয়া রাখিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। একেবারে প্রেমের আধার জনক জননীর বিয়োগে তাঁহার হৃদয়ে যে নিদারুণ অশান্তি, যে বিষম বৈরাগ্যের সূত্রপাত হইয়াছিল তাহা আর কিছুতেই নিরাকৃত হইল না। সকল আত্মীয় বন্ধুদিগকে নিরাশ করিয়া কিছু সম্পতি লইয়া ইনি অচিরাৎ দেশ পরিভ্রমণে বহির্গত হইলেন।

তখন ভারতে পথিকদের সুবিধার জন্য এইরূপ লৌহবর্ত্ম বিস্তৃত ছিল না। একাকী শোকবিহ্বল অন্তরে বাটী হইতে বহির্গত হইয়া, ইনি দশ বৎসরে ভারতের এক সীমা হইতে সীমান্তে উপনীত হইলেন। এই কয় বৎসরে নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া তাঁহার হৃদয়ের দুঃখের প্রায় সম্পূর্ণ উপশম হইয়াছিল। ঈশ্বর প্রকৃতিকে স্থানে স্থানে যেরূপ মনোহর বেশে সজ্জিত করিয়াছেন তাহা অন্তশ্চক্ষুর সহিত দর্শন করিলে রোগ শোক, জ্বালা যন্ত্রণা সকলই সময়ে অপনীত হয়। হৃদয় সুখশান্তির সাগরে নৃত্য করিতে থাকে। বিবিধ দেশ দর্শনে তাঁহার ভ্রমণাকাঙ্ক্ষা এতদূর প্রবল হইয়াছিল যে, স্বদেশ ছড়িয়া বিদেশে যাইতে অভিলাষ হইল। একদিন আরব সাগরের উপকূলে ভ্রমণ করিতে করিতে সমুদ্রের আশ্চর্য্য শোভায় মুগ্ধ হইয়া আছেন, এমন সময় সেই স্থানে মক্কা যাইবার নিমিত্ত এক খানি জাহাজ দণ্ডায়মান দেখিতে পাইলেন। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা হইল, কোন রূপে যদি জাহাজ স্বামী তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যান, তাহা হইলে মুসলমানদিগের প্রধান তীর্থ স্থানটী দেখিয়া আসেন। ইচ্ছার স্থানে ক্রমে আশা আসিয়া তাঁহাকে উত্তেজিত করিয়া তুলিল। তিনি জাহাজোদ্দেশে সমুদ্রের দিকে শীঘ্র গমন করিতে লাগিলেন এবং অনুসন্ধান কবিয়া জাহাজ-স্বামীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে এমনি বিনীত ও কাতর ভাবে আপনার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন যে, তিনি তাঁহাব প্রার্থনা গ্রাহ্য না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। যুবক জাহাজের একজন কর্ম্মচারীরূপে গৃহীত হইলেন। সেই দিন সেই থানেই অব-স্থিতির পর, পর দিন বেলা দেড় প্রহরের সময় জাহাজ বায়ুগতিতে মক্কার উদ্দেশে গমন করিতে লাগিল। নানা জাতীয় সামুদ্রিক জীব জন্তু ও প্রাকৃতিক শোভার ভাণ্ডার অনন্ত নীলকায় সমুদ্রে ভাসিতে ভাসিতে যথাকালে তাঁহাদের জাহাজ গন্তব্য স্থানে উপস্থিত

হইল। তিনি কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে জাহাজ স্বামীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া যাত্রিগণের সহিত নগরে প্রবেশ করিলেন। তিনি বাঙ্গালা এবং ইংরেজী ভিন্ন অন্য ভাষা জানিতেন না। তাঁহার ভাষা সে দেশীয়গণ কেহ কিছুমাত্র বুঝিতে পারিত না। তিনিও তাহাদের আরবী ভাষা কিছুমাত্র বুঝিতেন না, ইঙ্গিতে মনের ভাব প্রকাশ করিতেন।

এই অবস্থায় ইস্‌লাম ধর্ম্মের প্রধান পুরুষ মহম্মদের সমাধি-মন্দির প্রদক্ষিণ করত পুনরায় দেশ ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। ভ্রমণ করিতে করিতে হারুণ-অল-রশিদের রাজ্য মিশর দেশে উপস্থিত হইলেন। এ স্থানের চমৎকার দৃশ্যে তাঁহার মন ফিরিল। তিনি সন্ন্যাসব্রত পরিত্যাগ করিয়া কাইরো নগরীতে সংসারী হইতে ইচ্ছা করিলেন। এই সময়ে একদিন ভ্রমণ করিতে করিতে একটী নবীনা মিশরী রমণীর অত্যাশ্চর্য্য রূপ দেখিয়া তিনি মন হারাইলেন ও তাঁহাকে পাইবার নিমিত্ত মনে মনে সহস্র প্রকার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। দুঃখের বিষয়, তাঁহার সঙ্কল্প বৃথা হইল। তিনি সন্ন্যাসীর মত বেড়াইতেন, কিছুমাত্র সঙ্গতি ছিল না যে নিজের ভরণ পোষণ করেন। এ অবস্থায় কোন্ ব্যক্তি এক জন অপরিচিতকে আপন স্নেহের কন্যা দান করিতে পারে? সুতরাং তাঁহাব ইচ্ছা সফল হইল না।

সে যাহাহউক, ক্রমে সেই কাইরো নগরীতে ইনি পরমেশ্বরের করুণায় একজন বন্ধু পাইলেন। ঈশ্বর তাঁহার অসীম দুঃখের অন্ত করিবার জন্যই অভাবনীয় উপায় নির্দ্ধারণ করিলেন। হে নাস্তিক ভাই! একবার পবমেশ্বরের কার্য্যের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। যিনি কঠিন প্রস্তর হইতে প্রবল স্রোতস্বতী, অমলশ্বেত নির্ঝরিণী প্রবাহিত করিতে পারেন, তিনি কি তাঁহার সন্তানের সুখের উপায় করিবেন না? এক দিন ঐ ব্রাহ্মণ যুবা কাইরো নগরে এক সম্ভ্রান্ত

ব্যক্তির প্রাসাদের সিংহদ্বারে চিন্তায় ম্রিয়মান ভাবে বসিয়া আছেন, এমন সময় গৃহস্বামী বাহিরে যাইবার নিমিত্ত বহির্গত হইলেন। যুবকের তেজঃপূর্ণ কান্তি দুঃখ চিন্তায় ম্লান দেখিয়া তাঁহার হৃদয় দয়ার্দ্র হইল। তিনি তাঁহাকে নিকটে ডাকিলেন ও তাঁহার বৃত্তান্ত পুনঃ পুনঃ আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। এই অল্প দিবসের মধ্যেই তিনি কথোপকথনোপযোগী সে দেশের ভাষা শিখিয়াছিলেন। তদ্দ্বারা যতদূর সাধ্য আপন অবস্থা তাঁহাকে জানাইলেন। তিনি আনন্দের সহিত তাঁহাকে আপন গৃহে লইয়া গিয়া সন্তানের মত রক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি ক্রমে ঐ মিশরবাসীর যত্নে তদ্দেশীয় একজন শিক্ষকের নিকট সে দেশের ভাষা শিক্ষা করিলেন। ঐ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সন্তান সন্ততি ছিল না। সুতরাং তাঁহারা স্ত্রী পুরুষে তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতে লাগিলেন। ইঁহারা বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহাকে পাইয়া পুত্রের মত লালনপালন করিয়া এক বৎসরের মধ্যে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

বলা অনাবশ্যক যে, ইনিই সেই পরলোকগত বৃদ্ধ মিশর দম্পতীর প্রভূত ঐশ্বর্য্যের একমাত্র উত্তরাধিকারী হইলেন। এক্ষণে ইনি আরব ভাষায় বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন, কিছু কিছু ফ্রেঞ্চ ও জর্ম্মাণ ভাষাও শিক্ষা করিয়াছেন। এক্ষণে ইঁহার বয়ঃক্রম প্রায় ৪০ বৎসর। একটী মিশর যুবতীর পাণিগ্রহণ করিয়া, ইনি পরমেশ্বরের কৃপায় এই কয় বৎসরের মধ্যে অতুল ঐশ্বর্য্য, মনোমত জায়া, ২টী পুত্র সন্ততি ও যথেষ্ট মান সম্ভ্রম লাভ করত সুখে বাস করিতেছেন।

আমরা রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত নানা কথার তরঙ্গে অতুল আনন্দে সময় অতিবাহন করত ঐ স্থানেই নিশাযাপন করিবার মনস্থ করিলাম এবং মনোহর উদ্যান সম্মুখস্থ এক অপূর্ব্ব কক্ষে শয়ন করিয়া ক্ষণকাল চিন্তাদেবীর পরিচর্য্যা করিয়া সর্ব্বসন্তাপহারিণী নিদ্রার ক্রোড়ে অচেতন হইয়া পড়িলাম।

দশম পরিচ্ছেদ।

পিরামিড ও মহানগর কাইরো পরিদর্শন।

প্রভাতে সুখস্বপ্নান্তে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে চারিজনে মিলিয়া নীলতীরবর্ত্তী পিরামিড দর্শনে যাত্রা করিলাম। অল্পদূর অতিক্রম করিয়াই অদূরে সেই পুরাতন মন্দির-স্তূপ দেখিতে পাইলাম। বোধ হইতে লাগিল যেন লতাপাতাশূন্য পাহাড় শ্রেণী মস্তক উন্নত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। যেন এক কালের পূর্ণ যৌবনা রূপলাবণ্যবতী সুন্দরী,প্রৌঢ়া বঙ্গবিধবার আকার ধারণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ প্রথমে আমার উহা পিরামিড বলিয়াই বোধ হয় নাই। মিশরবাসী সহচরকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম উহাই পিরামিড। তখন মনে যেন কেমন এক নিরাশ ভাবের সঞ্চার হইল। যে জগৎবিখ্যাত পিরামিডের উচ্চ প্রশংসা বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিয়াছি, যাহার দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া কত লোক অপরিসীম পথক্লেশ সহ্য করিয়া দেশ দেশান্তর হইতে সমাগত হইয়া থাকে, তাহাকে কেবল কতকগুলি প্রস্তরসমষ্টিমাত্র দেখিয়া যার পর নাই মনোবেদনা অনুভূত হইতে লাগিল। তদ্দেশীয় ধীমান্ পথ প্রদর্শক আমার তাৎকালিক মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "ভ্রাতঃ! নিরাশ হইওনা। প্রত্যেক দর্শকই ইহার বাহ্য আকৃতি দেখিয়া নিরাশ হইয়াছেন। কিন্তু ইহার আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য্যরাশি একবার অবলোকন করিলে পর শত মুখে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিবে না।" আমি আমার সহচরের আশ্বাস বাক্যে পরিতুষ্ট হইয়া পূর্ব্বের মত আনন্দিত মনে নানা কথার আন্দোলন করিতে করিতে অবশিষ্ট পথ অতিক্রম করিলাম।

বেলা সাড়ে নয়টার সময় পিরামিড তলে উপনীত হওয়া গেল। দূর হইতে যাহা কতকগুলি শুষ্ক প্রস্তরস্তূপ বোধ হইয়াছিল, এখন তাহা এক একটী আকাশ স্পর্শী শোভন রাজমন্দিরের ন্যায় দেখা যাইতে লাগিল। আমরা ক্ষণকাল মন্দির দ্বারে বসিয়া, একথা ওকথায় পথ পর্য্যটন শ্রান্তি দূর করিলাম। কথঞ্চিৎ ক্ষুধার উদ্রেক হওয়ায় মিশরী সহচরের আনীত একরকম চমৎকার, সুবাসিত মিষ্টান্ন আহার করিয়া সতেজ হইলাম এবং তৎপরে হর্ষোৎফুল্লমনে মন্দির-শ্রেষ্ঠ পিরামিডে প্রবেশ করিলাম। সমস্ত মন্দির পরিভ্রমণ করিতে আমাদের প্রায় এক ঘণ্টারও অধিক সময় অতিবাহিত হইল। পিরামিডে যাহা দেখিলাম আর কখনও কোথাও তাহা দেখি নাই, আর কোথাও দেখিতে পাইব না। কোন সুদক্ষ লেখক যদি ইহার দর্শক হইতেন, তিনি হয়ত ইহার আদ্যন্ত বিশেষ বিবরণ দিতে গিয়া এক খানি দীর্ঘ পুস্তক লিখিয়া বসিতেন। তৎকালে সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব মহান্ মন্দিরের এক এক অংশ দৃষ্টে হৃদয়মধ্যে এরূপ বহুল ভাবের সমাবেশ হইয়াছিল যে, আনন্দে ও কৌতূহলে হৃদয় একেবারে উচ্ছ্বসিত ও উদ্বেলিত হইয়া পড়িল। যে এক-মাত্র নীলতীরবর্ত্তী পিরামিড দেখিতে পাইব বলিয়া অপরিসীম ক্লেশরাশি আনন্দে মস্তকে ধরিতে সাহস করিয়াছিলাম, স্বদেশ, জন্মভূমি, আত্মীয় ও প্রিয়জনদিগকে ত্যাগ করিয়াছিলাম, আজ তাহা দর্শন করিয়া সকল ক্লেশ সার্থক বোধ হইল ও আপনাকে শত-গুণে পুরস্কৃত জ্ঞান করিতে লাগিলাম। পূর্ব্বে নীলনদের তীর অগণ-নীয় পিরামিডে আচ্ছন্ন ছিল। পূর্ব্বকালে প্রত্যেক মিশরপতিই আপন মৃত দেহ সমাধির জন্য নিজ জীবনে এক একটী মনোমত মন্দির নির্ম্মাণ করিতেন। পুরাকাল হইতেই এই প্রথা প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে। কি রাজা, কি প্রজা, কি ধনী, কি দরিদ্র, কি আগন্তুক যে কেহ মিশররাজের রাজ্যে প্রাণত্যাগ করুক না

কেন, তাহার মৃত দেহ মন্দিরের মধ্যে যত্নে রক্ষিত হইবেই হইবে। তদ্দেশবাসিগণ পুরাকাল হইতেই রসায়ন বিদ্যায় এমন পারদর্শী ছিলেন যে তৎপ্রভাবে মৃতদেহ বহুবর্ষ পর্য্যন্ত জীবিতের ন্যায় সতেজ ও রূপ লাবণ্যে শোভিত রাখিতে সক্ষম হইতেন। ইহার শত শত চিহ্ন আজও মিশর মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে।

এককালে মিশর দেশে যে উন্নতির উত্তাল তরঙ্গ প্রবলতররূপে প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহার সহস্র সহস্র প্রমাণ অদ্য তথায় প্রত্যক্ষ দেদীপ্যমান দেখিলাম। কালস্রোতে অনেক মন্দির ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু যাহা আমরা দেখিলাম, আজও যাহা বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা বহুকাল বিদ্যমান থাকিবে। যে বহুল প্রস্তরখণ্ডে মন্দির দেহ গ্রথিত হইয়াছে তাহার প্রত্যেকটী এক একটী গৃহ সুদৃশ বৃহৎ। এমন চমৎকার মসলা প্রয়োগে দুইটী প্রস্তর সংযোজিত হইয়াছে যে, কোথায় যুক্ত হইয়াছে তাহা অনুভবই করা যায় না। আবার উভয়ের সংযোগ এমনি কঠিন যে উভয়কে বিমুক্ত করিবার নিমিত্ত সহস্র চেষ্টা কর, অবশেষে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে, তথাপি কেহ কাহাকেও পরিত্যাগ করিবে না। পিরামিড এমনি সুকৌশলে রচিত হইয়াছে, যে নিবিষ্টমনে দেখিলে বোধ হয়, স্বয়ং বিধাতা ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। যেন একটী পর্ব্বত খোদিত হইয়া মন্দিরাকারে পরিণত হইয়াছে। এই অপূর্ব্ব দৃশ্য, মনুষ্য শক্তির এই অত্যুৎকৃষ্ট মহোচ্চ আদর্শ দেখিয়া, যার পর নাই আনন্দ অনুভব করিলাম ও মনে মনে ইহার নির্ম্মাতাদিগকে অজস্র প্রশংসা ও ধন্যবাদ প্রদান করিলাম। ইংরাজগণ অনেক অনেক উৎকৃষ্ট পূর্ত্ত কার্য্য করিয়াছেন, প্রচুর বিজ্ঞানের উন্নতি করিয়াছেন, কিন্তু এরূপ একটী পিরামিড নির্ম্মাণ করিবার শক্তি আজও উঁহাদের হয় নাই। ইহার কৌশল ও নির্ম্মাণ প্রণালী আধুনিক পূর্ত্ত কার্য্য হইতে কোটী গুণে উন্নত ও ভিন্নতর। মন্দির উচ্চে আকাশ স্পর্শ করিয়াছে, প্রস্থেও

তদনুরূপ। আমি ভারতের অনেক স্থান ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু এরূপ উচ্চ ও বৃহৎ মন্দির কুত্রাপি দেখি নাই। মন্দিরের পাদদেশ দিয়া নীলনদ বিনম্রভাবে হেলিতে দুলিতে গমন করিতেছে; সম্মুখে বিস্তীর্ণ, বালুকাপূর্ণ মাঠ ধূ ধূ করিতেছে। এই প্রকাণ্ড শ্মশানভূমে যদি ঐ মন্দির না থাকিত এবং উহার পাদদেশ প্রক্ষালিত করিয়া যদি নীল প্রবাহিত না হইত তাহা হইলে ঐ ভীষণদর্শন মরুভূমি যে আরও কি ভীষণতর দৃশ্য ধারণ করিত, তাহা বর্ণনার বিষয় নহে, অনুভবের বিষয়। অন্ধকার রজনীতে কৃষ্ণ গগনে একমাত্র উজ্জ্বল নক্ষত্রের উদয় যেরূপ প্রীতিপ্রদ, প্রকাণ্ড মরুভূমে ছায়াবান্ মহীরুহ বা নির্ম্মল বারি যেরূপ আনন্দজনক, সেই বিস্তীর্ণ শ্মশানে এই মন্দিরটীও আমার নয়নে তদ্রূপ আনন্দপ্রদ বোধ হইল। সকল পিরামিডই মৃতদেহ-রক্ষার্থ নির্ম্মিত হইয়াছে। কোন কোন খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী প্রচারক বলেন ফিনিক্স নামক পিরামিড খ্রীষ্ট জন্মিবার অনেক অগ্রে নির্ম্মিত হইয়াছে এবং ইহা এমনি বিচিত্ররূপে গঠিত হইয়াছে যে ইহার প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, আগম নির্গম, ভূপতির কক্ষ, রাজ্ঞীর কক্ষ পৃথিবীর এক একটী গভীর গুপ্ত রহস্যের পরিচায়ক। মিশরবাসী বন্ধুর মুখে শুনিলাম ও অনুসন্ধানে জানিয়াছি পিরামিড, মমী (মৃত দেহ) সমাধিস্থ করিবার জন্যই প্রস্তুত হইয়াছে। কালের পরিবর্ত্তনে অনেক পিরামিড ধ্বংশ হইয়া গিয়াছে। অনেকগুলি আধুনিক সভ্য সম্প্রদায়ের উত্তেজনায় ভগ্ন করিয়া রাজপথাদি প্রস্তুত হইয়াছে।

আমি পিরামিডদর্শন শেষ করিয়া, বহুকালের আশা অভাবনীয়-রূপে চরিতার্থ হওয়ায়, পরম কারুণিক পরমেশ্বরকে অগণ্য ধন্যবাদ দিয়া নগরাভিমুখে আসিতে লাগিলাম। একটার সময় মিশরী বন্ধুর আলয়ে পৌঁছিয়া দেখি, গৃহকর্ত্রী আমাদের জন্য স্নান আহা-রের সুচারুরূপ ব্যবস্থা করিয়া আগ্রহ সহকারে আমাদের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। আমাদিগকে দূর হইতে আসিতে দেখিয়া

দ্বারদেশে আসিয়া সমাদরে গৃহে লইয়া গেলেন এবং দাস দাসী লইয়া আমাদের এমনি পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন যে মনে হইল, যেন আমরা কোনও দেবকন্যার আলয়ে অতিথি হইয়াছি। দাস দাসী-রাও এমনি সুদক্ষ ও সুশিক্ষিত যে রমণীর ইসারায় মনের ভাব বুঝিয়া কার্য্য করিতে লাগিল। প্রথমে বিশ্রাম, তাহার পর স্নান এবং ভোজন করিয়া, সকলে মিলিয়া আমরা ক্ষণকাল কথোপকথন করিতে লাগিলাম। অপরাহ্ন বেলা ৩টার পর আমরা ঐ দয়াময়ী গুণবতী মিশর রমণীর নিকট বিদায় গ্রহণ করত সহর প্রদক্ষিণ করিতে গমন করিলাম।

ক্রমে ক্রমে আমরা মহা নগরী কাইরোর মধ্যে আসিয়া পড়িলাম। প্রশস্ত রাজমার্গের উভয় পার্শ্বে দ্বিতল হইতে পঞ্চতল পর্য্যন্ত উচ্চ, শোভন অট্টালিকা রাজি আজিও বিষাদ চিহ্নস্বরূপ আপন গবাক্ষ ও দরজা বন্ধ করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। আমরা যে দিকে গিয়াছিলাম তথায় তাদৃশ লোকসমাগম ছিলনা। এখান হইতে আমবা রাজবাটীর দিকে গমন করিতে লাগিলাম। প্রশস্ত রাজমার্গ সকল সবল, বিস্তৃত ও সর্ব্বদা পরিচ্ছন্ন। জল পানার্থীদের পিপাসা-শান্তির নিমিত্ত পথের ধারে ধাবে এক একটী সুন্দর পশুমুখ স্তম্ভোপরি গ্রথিত রহিয়াছে। ঐ পশুমুখের এক পার্শ্বে হস্তাবর্ত্তন করিলেই কুল কুল কবিয়া সুশীতল বাবি আসিয়া অবতীর্ণ হইতেছে, আবার অন্যদিকে হস্তাবর্ত্তন করিলেই বারি কোথায় অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে।

এইরূপে বেড়াইতে বেড়াইতে আমরা একটী অপূর্ব্ব স্থানে আসিয়া পড়িলাম। তথায় একটী মহোচ্চ মন্দিরের সম্মুখে অতি সুন্দর সুন্দর প্রায় শতাধিক কাষ্ঠাসন বিস্তৃত রহিয়াছে। ৪।৫ জন করিয়া সুন্দরকায় মিশরী এক একটী ক্ষুদ্র টেবিলের চারিপার্শ্ব বেষ্টন করিয়া কথোপকথন করিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে সম্মুখস্থিত

রক্তিমাভ কি তরল দ্রব্য পান করিতেছে। এইরূপে দলে দলে কত লোক বসিয়া রহিয়াছে। প্রত্যেকেরই সম্মুখে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৃণ্ময় পাত্রে নানাবর্ণের তবল পদার্থ টল টল করিতেছে। পাঠকগণ এরূপ দৃশ্য কখন দর্শন করিয়াছেন কিনা বলিতে পারিনা। এতগুলি লোক কি উদ্দেশে এরূপে দলে দলে একত্রিত হইয়াছে ইহা জানিবার ইচ্ছায় মিশরী বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি হাসিয়া উত্তর করিলেন যে উহাই মিশরবাসীদের "মুক্তিমণ্ডপ"। এদেশের লোক আমাদের হতভাগ্য দেশের ন্যায় গুলি টানে না, অহিফেন পান করিয়া থাকে।

আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই যে আমার জিজ্ঞাসার এরূপ উত্তর পাইব। মিশরী বন্ধু আমাকে পরিহাস করিতেছেন ভাবিয়া আমি পানকারীদের নিকটে গিয়া দণ্ডায়মান হইলাম। পানপাত্রের দুর্গন্ধ আসিয়া আমার নাসিকা জ্বালাইতে লাগিল, আর চারি-দিক্ হইতে সকলে দণ্ডায়মান হইয়া আমাদিগকে বসিবার নিমিত্ত সাগ্রহে অভ্যর্থনা করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে এক দল উঠিয়া আমাদিগকে বসাইবার জন্য আসন আনিল। অন্যদল আমাদিগের সহিত আলাপ করিতে লাগিল। তৃতীয় দল খাদ্যের সহিত পানীয় অহিফেন আনয়ন করিল। এইরূপে চারিদিক্ হইতে আমরা বেষ্টিত হইয়া পড়িলাম। আমি কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া আমাদের পথপ্রদর্শক মিশরী বন্ধুর দিকে ব্যাকুল নয়নে চাহিতে লাগিলাম। তিনি আমার মনোভাব বুঝিতে পারি-লেন। কিন্তু একেবারে তাহাদের হস্ত হইতে উদ্ধার হইবার অসু-বিধা বুঝিতে পারিয়া আমাকে আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন এবং বসিয়াই মিশর ভাষায় তাহাদিগকে এমন কি কথা বলিলেন, যে যাহারা আমাদের বসাইবার নিমিত্ত আগ্রহ সহকারে আসিয়াছিল তাহারা ভীত হৃদয়ে পলাইয়া যাইতে আরম্ভ করিল।

ক্রমে একের পর এক করিয়া দলে দলে সকলে দৌড়িতে আরম্ভ করিল। অপূর্ব্ব "মুক্তিমণ্ডপে" একেবারে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। আমরাও সুযোগ বুঝিয়া অন্যত্র যাইবার জন্য দণ্ডায়মান হইলাম। গুলিখোরের দল আকুলভাবে দৌড়িতে দৌড়িতে আমাদের দিকে তাকাইতে তাকাইতে এমনি ভাবে পলাইতে লাগিল যে আমরা আর হাস্য সম্বরণ করিতে না পারিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলাম।

অতঃপর আমরা অন্য পথ অবলম্বন করিলাম। সম্মুখেই একটি প্রকাণ্ড বাজার দৃষ্ট হইল। বাজারের লোকারণ্য ভেদ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, এক একটী প্রাসাদ-সদৃশ গগনস্পর্শী অট্টালিকায় স্তূপাকারে সুন্দর সুন্দর দ্রব্য নিচয় সজ্জিত রহিয়াছে। একত্রে এরূপ বিভিন্ন বস্তুর সমাবেশ, এরূপ পারিপাট্য, এরূপ ক্রয় বিক্রয় ও বিনিময়ের আধিক্য, এরূপ অপূর্ব্বজনসমাগম আমি এই প্রথম দর্শন করিলাম। ভারতের প্রায় সকল সৌন্দর্য্যময় প্রধান নগরই অবলোকন করিয়াছি, কিন্তু এতাদৃশ একাধারে সৌন্দর্য্যরাশি কুত্রাপি দেখি নাই। কলিকাতা ও বোম্বাইএর সমস্ত শোভা একত্র করিলেও মহানগরী কাইরোর নিকট দণ্ডায়মান হইতে পারে না।

এইরূপে মহানন্দে রাজকীয় পণ্যশালা পরিদর্শন শেষ করিয়া আমরা রাজবাটীর উদ্দেশে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। ক্রমে যেখানে নবাধিষ্ঠিত মিশর ভূপতি বিরাজ করিতেছিলেন সেই খানে উপস্থিত হইলাম। প্রাসাদদ্বারে নিষ্কোষিত অসি হস্তে দুই জন রক্ষী ও দুই জন সশস্ত্র শ্বেতকায় বৃটিশ যোদ্ধা দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করাতে জানিলাম, এক্ষণে মহামনা খিদিব কেলিগৃহে বিরাজ করিতেছেন। মহাবীর যুদ্ধভয়ে ভীত হইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন, তজ্জন্য অনেক ক্লেশ সহিতে হইয়াছিল! অধুনা সেই অপার ক্লেশ রাশির বিনিময়ে সুমুখী রূপলাবণ্য বতী কামিনীগণের অমৃতময় সহবাসে শান্তিলাভ করিতেছেন!

কিয়ৎক্ষণ রাজকীয় প্রাসাদের দ্বারে দণ্ডায়মান রহিয়াছি, এমন সময় সুদূরে উচ্চ বংশীরব শ্রুত হইল। খিদিবকে তখন রূপ-লাবণ্যবতী মিশরীললনাপরিবেষ্টিত রাখিয়াই সুস্বর সঙ্গীতের উদ্দেশে গমন করিতে লাগিলাম। যাইতে যাইতে জানিলাম নিকট-বর্ত্তী অন্য রাজপ্রাসাদে খিদ্বিবানুজের দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া মিশরয়ী সেনাপতি ও অধিনায়কবৃন্দ অপেক্ষা করিতেছেন। আমরা তাঁহা-দেব সমীপস্থ হইলাম। আমাদে সহচর মিশরী বন্ধু তাঁহাদের অপরিচিত ছিলেন না। সুতরাং আমরাও তাঁহার সহিত সমাদরে গৃহীত হইলাম। প্রাসাদসম্মুখে বিস্তৃত উদ্যানের নিকট একদল বাদ্যকর, মধুর নিনাদে গগন পূর্ণ করিয়া জয়বাদ্য বাজাইতেছে। সকলেই সুপরিষ্কৃত, উৎকৃষ্ট যোদ্ধৃবেশে সজ্জিত। এ সজ্জা, ইংরেজ সেনাবৃন্দের সজ্জা হইতেও উৎকৃষ্ট। ইতস্ততঃ শোভার সামগ্রী দেখিতেছি ও প্রধান সৈনিক পুরুষদের সহিত নানাবিষয়ে কথোপ-কথন হইতেছে, এমন সময় রাজসহোদরের আগমন সংবাদ বিজ্ঞা-পিত হইল। অমনি সকলেই স্ব স্ব স্থানে সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হই-লেন। সকলেই রাজকুমারের আগমন মাত্র হর্ষোৎফুল্ল বদনে সমুন্নত শির ধীরে অবনত করিয়া তাঁহাকে রাজসম্মান প্রদান করিলেন। রাজপুত্র প্রত্যেক সেনাপতির কর সাদরে গ্রহণ করিয়া সকলের হৃদয়ানন্দ শতগুণে বর্দ্ধিত করিলেন। মিশরী ভ্রাতার সহচর বলিয়া আমরাও রাজপুত্রের অনুগ্রহে বঞ্চিত হইলাম না। বিদেশীয় বলিয়া তিনি আমাদের যথেষ্ট সমাদর করিলেন। দুঃখের বিষয় আমরা পরস্পরের ভাষা বুঝিতাম না। সুতরাং মিশরী বন্ধুই নিজগুণে উভয়ের মুখ রক্ষা ও মন রক্ষা রিলেন।

রাজকুমারের নিকট হইতে আনন্দ মনে বিদায় গ্রহণ করিয়া আমরা সমীপস্থ রাজ উদ্যানে গমন করিলাম। উদ্যানটীর রমণী-য়তা ও কৌশলময় বারি প্রবাহ অতীব চমৎকার। মধ্যস্থলে

একটী চক্রাকার ভূমি অমল শ্বেত প্রস্তরে বাঁধান রহিয়াছে। দূর হইতে দেখিলেই বোধ হয়, যেন উদ্যানটীর মোহন শোভায় মুগ্ধ হইয়াই স্বর্গভূমি পরিত্যাগ করিয়া চন্দ্রদেব ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইহার অদূরেই আরএকটী সেইরূপ পরিষ্কার শ্বেত প্রস্তর চক্রাকারে বসান। এই দুই প্রস্তরের মধ্যস্থান হইতে সূর্য্যরশ্মির ন্যায় রেখাকারে দুইটী উৎস অনবরত উৎসারিত হইতেছে ও কিয়ৎদূর স্বর্গের দিকে উঠিয়াই যেন উদ্যানের শোভায় মোহিত হইয়া এ উহার গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছে ও এক একটী অন্য আধারে পড়িতেছে। বারি প্রবাহ উদ্যানের সর্ব্বত্রই শ্বেত সূত্রের মত প্রবাহিত। নানাবিধ সুন্দর সুন্দর পুষ্প-লতিকায় চারিদিক্ পরিপূর্ণ। উদ্যানের রমণীয়তা দেখিয়া প্রকৃতি দেবী যেন সর্ব্বদা এখানে মূর্ত্তিমতী রহিয়াছেন। আমরা অনেকক্ষণ তথায় নানা কথার আলোচনায় কাটাইয়া সন্ধ্যার সময় ছাউনীর দিকে প্রতিগমন করিতে লাগিলাম।

আজ প্রত্যেক নগরবাসীর ঘনবিষাদাচ্ছন্ন ম্লানবদন সহাস্য,ও গভীর আনন্দ উচ্ছ্বাসে বিভাসিত কেন ? আজ প্রধান রাজবাটীর চতুর্দ্দিকে এত জনকোলাহল কেন ? কেন আজ মহান্ জনস্রোত কৌতুক-তরঙ্গে নাচিতে নাচিতে রাজগৃহের উদ্দেশে প্রবাহিত হইয়াছে ? আজ কোন্ ঐন্দ্রজালিক শক্তির প্রভাবে ঘোরবিষাদতমসাচ্ছন্ন কাইরো আপন হৃদয়ের সুগভীর দুঃখ যন্ত্রণা ভুলিয়া শ্বেতদ্বীপবাসী দেশবৈরী ইংরেজের সহিত আনন্দে উন্মত্ত ? মিশরবাসী ক্রন্দন ভুলিয়া, হৃদয়ের দারুণ শোক মুছিয়া, আজ বিদেশীয়ের সহিত আনন্দলীলায় মাতোয়ারা হইবে ইহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। যেখানে গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, পল্লীতে পল্লীতে পুরুষ রমণীর হৃদয়ভেদী ক্রন্দন-রোল আজিও গগন বিদীর্ণ করিতেছে, যেখানে আজিও যুবা বৃদ্ধের হাহাকারে হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে, যেখানে আজিও দুঃখ-

দুর্দ্দশার ঘোর ঘন তিমিরে সমস্ত আচ্ছন্ন রহিয়াছে, সেখানে আজ সহসা এ সুখসূর্য্য কে উদিত করিল? ইহাও কি বৃটিশ শক্তির কার্য্য? বিচিত্র শক্তিশালী শ্বেতদ্বীপবাসী মহাত্মারাই কি এই ঘোর তিমির-ময়ী অমাবস্যায় আজ চন্দ্রোদয় করাইলেন? হায়! সে দিন যে মিশরে তোমরাই স্বহস্তে সহস্র সহস্র যোদ্ধার প্রাণসংহার করিয়াছ, যাহাদের জীবনশূন্য দেহ আজও ইস্‌মেলিয়া স্কন্ধাবারের সম্মুখে লুণ্ঠিত হইয়া দর্শক মাত্রেরই হৃদয় আন্দোলিত করিতেছে! আজ সেই মিশরের অধিবাসীরাই আপন মাতৃভূমির দুঃখে উদাসীন হইয়া তোমাকে সমাদরে নিমন্ত্রণ করিয়াছে, ইহা কি কম বিস্ময়ের বিষয়? ধন্য ইংরেজের মোহিনী শক্তি!

আজ মিশররাজবংশাবতংশ শ্রীমান খিদিব বিজয়ী ইংরেজ সেনাপতিবৃন্দকে আমন্ত্রণ করিয়াছেন। তাই এত কোলাহল, তাই এত ধূমধাম। আজ রাজগৃহ বিচিত্র আলোকমালায়, নর্ত্তকী যুবতীর রূপতরঙ্গে, এবং নানাবিধ উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট আহার-সামগ্রীর সুগন্ধে অপূর্ব্ব ভাব ধারণ করিয়াছে। স্বয়ং মিশররাজ্যেশ্বর বিজেতা ইংরেজদিগকে স্বহস্তে করাকর্ষণ দ্বারা অভ্যর্থনা করিতে-ছেন। এদৃশ্য কি পাঠক আপনার ভাল লাগিতেছে? যদি ভাল লাগিয়া থাকে তবে ইহার পরের বিষয়গুলি আপনিই কল্পনাদ্বারা অনুভব করিয়া লউন। আমার উহা বড় প্রীতিকর না হওয়ায় সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া যেখানে আহত সেনানিচয়ের শুশ্রূষালয় নির্দ্ধারিত হইয়াছিল সেই দিকে গমন করিয়াছিলাম।

এটী একটী প্রকাণ্ডকায় রাজবাটী। ইহার চারিদিকে কুসুমকুঞ্জ। লতা কুঞ্জের মধ্যে মধ্যে লহরে লহরে সুবিমল ক্ষুদ্র বারিস্রোত প্রবা-হিত। স্থানটী লতা পাতায় ও পুষ্পকলিকায় এমনি সুদৃশ্য হইয়াছে যে, একদণ্ড তথায় থাকিলে পৃথিবী ভুলিয়া তাহার তলে বসিয়া স্বর্গের বিষয় ভাবিতে ইচ্ছা করে। পীড়িত, আহত, অঙ্গপ্রত্যঙ্গহীন

যোদ্ধৃগণ এখানে স্থান পাইয়াছে। তাহাদিগকে দেখিতে আমার বড় ইচ্ছা হইল। গৃহের দ্বারদেশে সশস্ত্র ইংরেজ প্রহরী দ্বার রক্ষা করিতেছে। প্রার্থনামাত্র ভিতরে প্রবেশ করিতে পাইলাম। আমি সেই প্রকাণ্ড গৃহের ভিতরে প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলাম, তাহা বর্ণন করিবার শক্তি নাই। প্রবেশ করিয়াই একবার মাত্র যাহা দেখিলাম, তাহার পর আর পুনর্দৃষ্টির ক্ষমতা রহিল না। সেখানে দেখিলাম, শত শত রোগী, কেহ অঙ্গহীন হইয়া, কেহ উৎকট রোগের ভীষণ যন্ত্রণায় অধীর হইয়া ঘোর চীৎকার করিতেছে। যাহারা তাহাদের শুশ্রূষায় নিযুক্ত তাহারা অনবরত সান্ত্বনাদান করিতেছে, কেহবা সহ্য করিতে না পারিয়া ভ্রুকুটী ও হস্ত সঞ্চালন দ্বারা ভয় দেখাইয়া তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিতেছে। কেহ বা দারুণ পিপাসার্ত্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে একটু শীতল বারি প্রার্থনা করিতেছে, কেহ তাহার কথা গ্রাহ্য করিতেছে না। সে প্রাণের জ্বালায় আরও চীৎকার করিয়া উঠিল। এমন সময় তাহার উচ্চ চীৎকারে বিরক্ত হইয়া একজন ইংরেজ পুরুষ এমনি সজোরে তাহার মস্তকে আঘাত করিল, যে হতভাগ্য ক্ষণকাল একেবারে হতচৈতন্য হইয়া রহিল। তাহার ঐ লোমহর্ষণ আর্ত্তনাদে বোধ হয় পাষাণও বিদীর্ণ হইয়া যায়। কিন্তু ঐ নৃশংসের দয়া হওয়া দূরে থাকুক, নিষ্ঠুর প্রহারে তাহাকে চেতনাশূন্য করিয়া সে আপনাকে সুখী মনে করিল। স্বজাতির প্রতিই যখন তাহার এরূপ ব্যবহার, না জানি বিদেশীয় হইলে আরও কি করিত!

আমি ইহাই মনে মনে আন্দোলন করিতেছি এবং কি উপায়ে উহার চেতনা সঞ্চারার্থ একটু বারি আনিয়া উহার মুখে দিব ইহাই চিন্তা করিতেছি, এমন সময়ে, অদূরে রমণীকণ্ঠের মধুর আশাপ্রদ স্বর শ্রুত হইল। একটী তুরকীরমণী আগ্রহের সহিত আসিয়া ঐ চেতনাশূন্য সৈনিকের বদনে শীতল বারি প্রদান করিয়া কত যত্নে তাহার চেতনা সঞ্চার করিলেন। ক্রমে দেখিলাম ঐরূপ ৪।৫টী যুবতী

রোগীদের শুশ্রূষায় ব্রতী হইয়াছেন। উঁহারা দিনযামিনী রোগীর পার্শ্বে বসিয়া কেবল অবিরামে প্রাণের সহিত সেবা করিতেছেন। কেহ কাহারও ভাষা বুঝেন না, অথচ ইঙ্গিতে সকল বুঝিয়া এমনি সুচারুরূপে রোগীদের কষ্ট শান্তি করিতেছেন যে তাহা বর্ণনা করা যায় না। অনিমেষে আমি কতক্ষণ ইহা দেখিয়াছিলাম বলিতে পারি না। একজন প্রহরী আসিয়া যদি আমাকে বাহিরে আসিতে না বলিত, তাহা হইলে সমস্ত রজনীই হয়ত ঐ দয়াময়ী তুরুক রমণী-দের অতুলনীয় স্নেহের কার্য্যগুলি হৃদয়ে আঁকিয়া লইতাম। আমার সে স্থান ত্যাগ করিতে অণুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। প্রহরীর নিকট অনুসন্ধানে জানিলাম পাঁচটী তুরুকদেশীয় কুমারী রোগীদের সেবা করিবার জন্য আপনারা প্রার্থনা করিয়া আসিয়াছেন। রোগীদের শান্তিদান ও ক্লেশ নিবারণ ইঁহাদের জীবনের একমাত্র ব্রত। পরো-পকার এবং রুগ্ন ও পীড়িতের শুশ্রূষা করাই ইঁহারা আপন জীবনের পরম সুখ মনে করেন। উঁহাদের যেমনি রূপ তেমনি গুণ। আমি নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে পুনরায় সেই লতা কুঞ্জে আসিলাম। ঐ শুশ্রূষাকারিণী পাঁচটী তুরুকরমণী ও হতভাগ্য পীড়িতদের বিষয় ভাবিয়া প্রায় সমস্ত রজনী অতিবাহিত করিলাম। নিশাবসানে নিদ্রার আকর্ষণ হওয়াতে বিমল আকাশ চন্দ্রাতপতলে লতাবেষ্টিত কুঞ্জের মধ্যে শয়ন করিলাম। কিন্তু নিদ্রাতেও ঐ দেব প্রকৃতি রমণীদের বিষয় স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

প্রাচীন ও আধুনিক মিশর।

মিশরে এতদিন রহিলাম বটে, কিন্তু ইহার কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক কোন বিষয়েই বিশেষরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করিতে সক্ষম হইলাম না। একে যুদ্ধ ঘোষণায় প্রজাবর্গ গৃহত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে আশ্রয় লইয়াছে, তাহাতে আবার আমার প্রচুর অবসর না থাকায় জ্ঞাতব্য বিষয়ে বিন্দুমাত্র মনোনিবেশ করিতে পারি নাই। জানিবারও আর কিছুমাত্র সময় অবশিষ্ট ছিল না। তথাপি, অল্প যেটুকু পরিজ্ঞাত হইয়াছি, তাহাই এস্থলে পাঠকবর্গকে উপহার দিব।

আধুনিক মিশর দেশ পুরাকালের সহিত তুলনায়, কি প্রাকৃতিক, কি রাজনৈতিক, কি সামাজিক, কি আধ্যাত্মিক সকল বিষয়েই সম্পূর্ণ নূতন আকার ধারণ করিয়াছে। পূর্ব্বে আফ্রিকা সুয়েজ যোজক দ্বারা এশিয়ার সহিত যোজিত থাকায় একটী মহাদেশ বলিয়া গণ্য হইত, অধুনা সুচতুর পূর্ত্তবিদ্যাবিৎ ফ্রেঞ্চ পণ্ডিত মস্যুঁর লেসেপ্সের দ্বারা উহা কর্ত্তিত খালে পরিণত হওয়ায় আফ্রিকা একটী মহাদ্বীপ রূপে গণ্য হইয়াছে। মিশর দেশ এই মরুময় আফ্রিকার উত্তর কোণে অবস্থিত। মিশর ভূমণ্ডলের মধ্যবিন্দু বলিয়া পুরাবৃত্তকারেরা ইহাকে ইতিহাসমধ্যে অতি শ্রেষ্ঠ স্থান প্রদান করিয়াছেন। বিশেষতঃ এখানে এত রাজ-পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে, যে তদ্রূপ আর পৃথিবীর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। অতীব পুরাকালে যখন মিশরের স্বদেশীয় রাজবংশের বিলোপ হয়, তখন সেই অরাজক অবস্থায় গ্রীকেরা আসিয়া মিশর দেশ অধিকার করেন। ইঁহাদের পর প্রসিদ্ধ রোমকেরা উহা স্বীয় সাম্রাজ্য ভুক্ত করিয়া অনে-

কাংশে ইহার সুখসমৃদ্ধি বর্দ্ধিত করেন। তাঁহাদের পর মহাবলশালী আরবেরা মিশর অধিকার করেন। তাঁহাদের রাজত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিতে থাকিতে তুরকীরা তাঁহাদিগের উপর জয় লাভ করেন। এ পর্য্যন্ত তুরকীরাই মিশরদেশ শাসনাধীনে রাখিয়াছিলেন। সম্প্রতি ১৮৮২ খৃঃ অব্দের শেষভাগে টেলেলকাবীর যুদ্ধের পর হইতে মিশর-রাজ্য মিলিত বৃটিশ-খিদিব শাসনে শাসিত হইতেছে।

মিশরে পিরামিড ব্যতীত স্থানে স্থানে আরও অনেক দেবমন্দির আছে। ইহার দ্বারা প্রাচীন অধিবাসীদিগের রীতি, নীতি ও ধর্ম্ম এবং বিদ্যা, বুদ্ধি ও বিজ্ঞানের উন্নতির সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। বহু শতাব্দী পূর্ব্বে মিশরে রসায়ন ও স্থপতি বিদ্যার যে উন্নতি হইয়াছিল, তাহা এই সভ্যতাপ্রধান উন্নত উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজদের উন্নতি অপেক্ষাও অনেক অংশে শ্রেষ্ঠ। এমন কি তথাকার তৎকালীন রসায়ন শাস্ত্র ও স্থপতি বিদ্যার নিকট ইংরেজের আধুনিক উভয়বিধ বিদ্যাই মহান্ পর্ব্বতপাদদেশস্থিত বালুকণার ন্যায় প্রতীয়মান হয়।

আমাদের পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্মের সহিত মিশরের প্রাচীন ধর্ম্মের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। মিশরের ইতিহাসে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ দৃষ্ট হয়। প্রাচীন মিশরবাসীদিগের অসিরিস্ নামে এক দেবতা ছিল; যাহার সহিত ভারতবর্ষীয় হিন্দু পৌত্তলিকদিগের শিবমূর্ত্তির অনেক সাদৃশ্য আছে। ভারতের হিন্দু দেবী দুর্গার সদৃশ তাহাদিগেরও এক দেবী ছিল। কথিত আছে, যৎকালে মহাবীর নেপোলিয়নের সহিত সমর বিঘোষিত হয় এবং তদর্থে এদেশ হইতে কতিপয় হিন্দু-সিপাহী মিশরে প্রেরিত হয়, তাহারা তথাকার দেবমন্দিরস্থিত দেব দেবীর মূর্ত্তি দৃষ্টে বিজাতীয় দেবতা মনে করিতে অসমর্থ হইয়া ভক্তি-ভরে তাহাদের পূজার্চ্চনা করিয়াছিল। অনেকে বলেন, অতি প্রাচীন-কালে ভারতবর্ষ হইতে এক দল আর্য্য ঔপনিবেশিক মিশরে গিয়া রাজ্য স্থাপন করেন।

মিশরের সর্ব্বপ্রধান নগর দুইটী;—একটী সমুদ্র উপকূলে, অপরটী নীল নদ তীরে। প্রথমটী ইহার নির্ম্মাতার নামানুসারে আলেকজান্দ্রিয়া বলিয়া বিখ্যাত; দ্বিতীয়টী জগদ্বিখ্যাত প্রাচীন নরপতি কালিফ হারুন-অল-রসিদের পূর্ব্ব পুরুষের নামানুসারে কাইরো বলিয়া পরিচিত। বীরাগ্রগণ্য মাসিডনাধিপতি আলেকজান্দার মিশরদেশ জয় করিবার পর ভূমধ্যস্থ সাগরের উপকূলে মিশরোপান্তে আলেকজান্দ্রিয়া মহানগরী নির্ম্মাণ করেন।

তাঁহার লোকান্তর হইলে সন্তানাদি না থাকায় টলেমী নামধেয় তাঁহারই একজন বিচক্ষণ সেনাপতি মিশর সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তাঁহার বংশ বহু বর্ষ ব্যাপিয়া মিশর দেশে রাজত্ব করিয়াছিল, এবং অন্যান্য রাজগণের সহিত তুলনায় এই রাজবংশ বিশেষ বিদ্যোৎসাহী বলিয়া অত্যন্ত বিখ্যাত হইয়াছিলেন। কিন্তু আপন সহোদরার পাণিগ্রহণের রীতি প্রচলিত করাতে ইঁহারা সমগ্র পৃথিবীতে বড়ই নিন্দিত হইয়াছিলেন। তদবধি ভগিনীবিবাহপ্রথা মিশরের লোকাচারের মধ্যে হইয়া গিয়াছে। এই আলেকজান্দ্রিয়াতেই রূপে,গুণে অদ্বিতীয়া এবং অসাধারণ মানসিক শক্তি বিশিষ্টা টলেমী-দুহিতা অভাগিনী ক্লিওপেট্রা, পিতার আজ্ঞার বশবর্ত্তিনী হইয়া, আপন ইচ্ছার সম্পূর্ণ প্রতিকূলে, দশমবর্ষীয় শিশু ভ্রাতাকে বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ক্লিওপেট্রা লাভার্থ তাঁহাব প্রণয়-প্রার্থী দিগ্বিজয়ী পৃথিবীপতি সিজার এবং এণ্টনি এই দেশ বার বার মহাবলে আক্রমণ কবিয়াছিলেন। এই সকল ঘটনা তথাকার প্রায় সকল বৃদ্ধের মুখেই এ পর্য্যন্ত গল্পাকারে শুনিতে পাওয়া যায়।

কালের বিচিত্র মাহাত্ম্যে ক্রমে টলেমী বংশেরও পতন হইল। ইঁহাদিগের স্থানে রোমকগণ রাজ্য অধিকার করিলেন। রোমকেরা বহুকাল এদেশে রাজ্য করিয়া পরিশেষে আরবদিগের দ্বারা পরাজিত হইলেন। এই বলশালী রণবীর আরবদিগের মধ্যে অমরু নামক

একজন প্রধান সেনাপতি মিশর দেশ জয় করেন। আরবীয় সেনা মহম্মদপ্রচারিত নূতন ধর্ম্মের বলে এতাদৃশ বলীয়ান ও এরূপ উৎসাহপরায়ণ হইয়াছিল যে, এক শত বৎসরের মধ্যেই এশিয়ান্তর্গত তাতার দেশ হইতে ইউরোপস্থ স্পেন দেশ পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিল। সময়ের গতির সহিত ইহাদের উন্নতিস্রোত এতদূর বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে অক্সাস্ ও টেগস্ নদীর মধ্যবর্ত্তী সমগ্র স্থানেই ইহাদের প্রভুত্ব বিস্তৃত হইয়াছিল। যখন ইহারা উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল, তখন ইহাদের পদতলে সমরকন্দ, গ্যাস্কনি প্রভৃতির মহান্ নরপতি সকলও বিনম্র ভাবে মস্তক অবনত করিতেন। ইহাদের পার্থিব উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় ধর্ম্মের ও বিশেষ বিস্তার হইয়াছিল। আকাশ পাতাল কম্পিত করিয়া পর্জন্যদেব যেমন আপন গম্ভীর বজ্রনাদে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করেন, তাহা অপেক্ষাও প্রবল পরাক্রমে ও মহা গম্ভীর নাদে মহম্মদের কলমামন্ত্র সিন্ধুনদের তীরদেশ হইতে আটলাণ্টিক মহাসাগরের উপকূল পর্য্যন্ত উদ্‌ঘোষিত ও প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। সেই কলমার তীব্র স্রোতের প্রতিকূলাচরণ করিতে গিয়া কত জাতি, কত মনুষ্য যে অকালে প্রাণ ত্যাগ করিল তাহার সংখ্যা নাই। সেনাপতি অমরু দ্বারা আরবদিগের প্রাধান্য নির্ব্বিঘ্নে সংস্থাপিত হইয়া গেলে পর, ঐ সেনাপতির আজ্ঞাক্রমে আলেকজান্দ্রিয়া নগরীর মহা পুস্তকালয় একেবারে ভস্মীকৃত করা হয়। ঐ মহা পুস্তকাগারে ৮,০০,০০০ সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা বিষয়ক পুস্তক ছিল। উহা বিনাশ করায় জগতের যে কি পর্য্যন্ত ক্ষতি হইয়াছে তাহা বর্ণন করা দুঃসাধ্য। এই অমরু স্বয়ং এক জন বিখ্যাত কবি ও জ্ঞানবান্ ব্যক্তি হইয়াও, কেবল একমাত্র কোরাণের উগ্র কলমামন্ত্রে গাঢ়রূপে দীক্ষিত ছিলেন বলিয়াই ঐরূপ মহান্ অনিষ্টকর কার্য্যে সানন্দে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। বিধর্ম্মী, নৃশংস, কাপুরুষ বিজেতার

এই এক মাত্র নিবুর্দ্ধিতার কার্য্যে, কত কত কবির বহু আয়াস ও যত্ন সাধ্য হৃদয়ের রত্ন যে ধ্বংশ হইয়া গেল তাহার কে পরিমাণ করিবে? অর্ব্বাচীন বিজেতার দোষে কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে যে অপকার সাধিত হইল, তাহার পর কত শত বর্ষ চলিয়া গিয়াছে এ পর্য্যন্ত সেই ক্ষতির বিন্দুমাত্রও পূরণ হয় নাই; আর কখনও যে হইবে তাহার কোনও সম্ভাবনা নাই।

এই আরবনরপতিগণ ক্রমশঃ এত প্রভাবশালী ও গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন যে একদা তাঁহারা তাঁহাদের সম্রাটের ও অধীনতা অস্বীকার করিয়াছিলেন। এই প্রবল পরাক্রমশালী আরবনৃপতিবৃন্দের আদি পুরুষ মহম্মদ দুহিতা অনুপমা ফাতেমার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাদের অধঃপতনের প্রাক্কালে তুর্কদেশীয় যোদ্ধৃগণ এশিয়া মাইনর এবং উত্তর আফ্রিকা জয় করণার্থ বহির্গত হন, এবং এক উদ্যমেই উক্ত দেশ জয় করত মিশর দেশ অধিকার করেন। তদবধি মিশরবাসী তুরকী শাসনাধীন। অল্পদিন হইল সমরচতুর মহম্মদ আলি পাশা মিশরাকাশে জাতীয় স্বাধীনতার পুনরভ্যুদয় করেন। ইঁহার অগ্রবর্ত্তী শাসনকর্ত্তারা মামেলুক (সরকেশিয়া) নামক সৈন্যদিগের দ্বারা অত্যন্ত প্রপীড়িত হইয়াছিল। এজন্য নরপতি মহম্মদ আলি এক দিন কৌশল ক্রমে সকল মামেলুক সেনাপতিদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া, তাহাদের শিরশ্ছেদ করেন।

খিদিব মহম্মদ আলি পাশার রাজত্বকালে মিশরে বহুল পরিমাণে ইউরোপীয় সভ্যতা ও আচার ব্যবহার প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। ইনি অনেকগুলি কর্ম্মপটু ইংরেজ ও ফ্রেঞ্চ কর্ম্মচারীকে আপন রাজ্যমধ্যে প্রধান প্রধান রাজ কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ঐ সকল রাজকর্ম্মচারীদের মধ্যে যাহারা সুদক্ষতার সহিত তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ করিত তিনি তাহাদিগকে মহামান্য "বে" উপাধি দিয়া সম্মানিত করিতেন।

অধুনা মিশর দেশে দুই প্রধান জাতি বাস করে। এই দুই জাতির নাম, আরব ও কপ্‌ট। বর্ত্তমান অধিবাসীদিগের মধ্যে অধিকাংশ আরব জাতি, ইহারা ইসলাম্‌ ধর্ম্মাবলম্বী। কপ্‌টেরা প্রাচীন মিশরীদিগের বংশ হইতে উৎপন্ন, ইহারা খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী ও গ্রীক চর্চ্চ সম্প্রদায় ভুক্ত। ইহারা অনেকাংশে রোমান কাথলিকদিগের মত। ইহাদের প্রধান ধর্ম্মযাজক আলেকজান্দ্রিয়া নগরে বাস করেন। কপ্‌ট ও মুসলমানদিগের পরিচ্ছদের মধ্যে এমন পার্থক্য দৃষ্ট হয় যে অনায়াসে তাহাদিগকে পরস্পর হইতে বিভিন্ন জাতি বলিয়া চিনিতে পারা যায়। কপ্‌টগণ কৃষ্ণবর্ণের ও মুসলমানগণ অমল শ্বেতবর্ণের শিরস্ত্রাণ পরিধান করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন এক্ষণে অনেকগুলি ফ্রেঞ্চ ও ইংরেজেরও এখানে শুভাগমন হইয়াছে। যাঁহারা বণিক্‌বেশে প্রথমে ভারতবর্ষে আসিয়া রাজ্যলোভে পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই দুই ইউরোপীয় জাতিই মহাজন ও অন্যান্য নানাবেশে মিশরে লব্ধ-প্রবেশ হইয়া বিগত মিশর যুদ্ধ বাধাইয়াছেন।

মিশরদেশ বহুসংখ্যক দরবেশ ও ফকিরমণ্ডলীতে পরিপূর্ণ। জেকর নামক একদল ফকির অতি উচ্চৈঃস্বরে ঈশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া থাকে। আর একদল দরবেশ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা এক বিচিত্র ভাবে ইষ্টদেবতার পূজা করে। ইহারা দলে দলে হাত ধরাধরি করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে, নৃত্য করিতে করিতে ঈশ্বরের স্তোত্র পাঠ করে। এক এক জন ভক্ত দরবেশ ঘুরিতে ঘুরিতে এমনি প্রাণ ভরিয়া পরমেশ্বরের নাম কীর্ত্তনে উন্মত্ত হয়েন যে অতি অল্পক্ষণ ঘুরিবার পরেই, তাঁহাদের সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইয়া যায়। তাঁহারা তখন ক্ষীণস্বরে ঈশ্বরের নিকট আপন মনের বেদনা জানাইয়া পরম শান্তি প্রাপ্ত হয়েন। ইহাদের নাম ঘূর্ণায়মান দরবেশ (Whirling Dervise)। ইহাদের এই মোহাবস্থাকে "মেলবুস" কহে।

এই "মেলবুস" অবস্থায় তাহাদের জিহ্বা অসাড় হইয়া আইসে, স্বর ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়, মুখ হইতে ফেনপুঞ্জ উদ্গীর্ণ হইতে থাকে, চক্ষু মুদ্রিত হয়, শারীরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল বিস্তৃত হইয়া আকুঞ্চিত হইতে থাকে এবং তাহাদিগের হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের উপর অন্য অঙ্গুলীনিচয় দৃঢ়তর রূপে সম্বদ্ধ হয়।

মিশরবাসীদের মধ্যে অনেক প্রকার উৎসব প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে মহরম ও মুলীদ অলহমানিন্ সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। শেষোক্ত উৎসবটী আরব সেনাপতি হোসেনের স্মরণার্থ হইয়া থাকে। রজব মাসের সপ্তবিংশতি দিবসে, মহম্মদের স্মরণার্থও একটী জাঁকাল উৎসব হইয়া থাকে। শুনা যায় এই উৎসবের দিন একটী আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার ঘটিয়া থাকে। জন প্রবাদ এই যে, প্রধান সেখের (ধর্ম্মাধ্যক্ষ) ঘোটক যাবতীয় ভূতলশায়ী ভক্তের উপর দিয়া গমন করে, অথচ তাহাতে তাহাদিগকে কোনও আঘাত লাগে না। অধুনা ইহা আর সংঘটিত হইতে শুনা যায় না।

কিছুকাল পূর্ব্বে এই মিশর দেশে আর একটী এরূপ লোমহর্ষণ প্রথা প্রচলিত ছিল যাহা শুনিয়া পাঠকগণ অত্যন্ত বিস্মিত ও চমৎকৃত না হইয়া থাকিতে পারিবেন না। নীল নদের জলপ্লাবনই তদ্দেশবাসীদের জীবিকার উপায়। এই জন্য, পর্জন্যদেবের প্রীত্যর্থ স্থানীয় প্রধান সেখের আজ্ঞানুসারে নীলের বাৎসরিক প্লাবনেব প্রথম দিবসে মিশরীরা একটী পরমসুন্দরী কুমারী কন্যাকে বিবিধ শোভন পরিচ্ছদে বিভূষিত করিয়া নদ মধ্যে নিক্ষেপ করিত। অভাগিনীর হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদ ও গগনস্পর্শী ক্রন্দনরোল উৎসবোন্মত্ত দর্শকবৃন্দের পাষাণ হৃদয় স্পর্শও করিত না। তাহারা দৃঢ় বিশ্বাস করিত, এরূপ কুমারী লাভে জলদেবতা তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া প্রচুর বারি প্রেরণ করত নীল নদের উভয় পার্শ্বস্থ বেলা ভূমি ভাসাইয়া দিবেন। হায় কত অবলা ললনা এই

নিষ্ঠুর কুপ্রথার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছে কে জানে? সেনাপতি অমরু এই কুপ্রথার মূলচ্ছেদ করিয়া মিশরে আপন অক্ষয় কীর্ত্তি রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। এ সকল ভিন্ন আরও নানা জন প্রবাদ আছে; সে সমুদায় বিশ্বাসযোগ্য না হওয়ায় লিখিত হইল না। যখন নীল নদ কূল পর্য্যন্ত বারি রাশিতে পরিপূর্ণ করিয়া নৃত্য করিতে করিতে আপন মনে বহিয়া যায় ও যখন উচ্ছ্বসিত হইয়া, আপন বেলা ভূমি ত্যাগ করত বিপথ আশ্রয় করে, তখন আর মিশরবাসীদের হৃদয়ে আনন্দ ধরে না। তাহাদের তৎকালীন মহোৎসব ও আনন্দধ্বনিতে মিশরগগন প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

স্বদেশ যাত্রা; কাইরো পরিত্যাগ।

আগামী কল্য প্রাতে আমাদিগকে স্বদেশ যাত্রা করিতে হইবে। দেশ গমনের আয়োজনের মহা ধূমধাম পড়িয়া গিয়াছে। পথের নানা জাতীয় আহার সামগ্রীর বিশেষ রূপ বন্দোবস্ত হইতেছে। এবারেও আমাদিগকে কাইরো হইতে সুয়েজ ৭ কূচ ভীষণ বালুকা-বর্ত্ম ক্রমাগত সাত দিবস পর্য্যটন দ্বারা বহু কষ্টে অতিক্রম করিতে হইবে। ইহা ভাবিতেও প্রাণ শুকাইয়া যাইতেছে।

মিশর পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে আর একবার প্রাণ ভরিয়া কাইরো মহানগরী প্রদক্ষিণ করিয়া আসিলাম। বিমল চন্দ্রালোকে দুইটী সদাশয় বন্ধু সমভিব্যাহারে মহানন্দে কাইরোর নানাস্থান পর্য্যটন করিলাম। রমণীয় নগর, রম্য রাজ উদ্যান ও পুষ্প বাটিকা পরিত্যাগ করিয়া আর ছাউনীতে ফিরিয়া যাইতে কোনও মতে মন সরে না। সেই নৈশ বিহারে হৃদয়ে কত যে নব নব ভাবের সঞ্চার

হইয়াছিল তাহা বর্ণনা করা যায় না। সেই এক রজনীর কথোপকথনে এবং ভ্রমণে জানিলাম মিশরবাসিগণ বহুকালের সুসভ্য জাতি। তাহারা দেখিতে যেমন সুগঠিত, তাহাদের যেমন কাঁচা স্বর্ণের মত অথচ শ্বেতাভ বর্ণ, বেশ ভূষা যেমন রমণীয়, তাহাদের হৃদয়ও সেইরূপ সুষমা সম্পন্ন। সে দেশের রমণীরা ইংরেজ রমণীর ন্যায় স্বাধীন না হইলেও বঙ্গ কুলবালার মত পদদলিতা নহে। সেখানে বিধবার নিপীড়ন হয় না। সে দেশের রমণী স্বামিবিয়োগে আপন মনোমত পুরুষকে পুনরায় স্বামিরূপে গ্রহণ করিতে পারে; কিম্বা যাহার পুনঃপরিণয়ে একেবারে ইচ্ছা না থাকে, সে মহম্মদের প্রিয়কার্য্য সাধনে আপনার সমস্ত জীবন উৎসর্গ করে। রমণীরা অত্যন্ত সুন্দরী ও সুরুচিসম্পন্না; এবং বিদ্যা, শিল্প, ও গৃহকার্য্যে বিলক্ষণ সুদক্ষা। কি ধনী, কি দরিদ্র, কি মধ্যবিত্ত সকলেই অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন অবস্থায় বাস করে। সেখানকার দরিদ্র ব্যক্তিও কখনও শূন্যপদে, শূন্য মস্তকে বাহির হয় না ও সর্ব্বশরীর পরিষ্কার বস্ত্রে সর্ব্বদা আবৃত রাখে।

নৃত্য ও সঙ্গীতের জন্য মিশরী রমণীরা চিরবিখ্যাত। যে বিদেশীয় পুরুষ একবার মিশরী রমণীর সুকণ্ঠের মধুর সঙ্গীত মন দিয়া শুনিয়াছে, সে মিশরের আর সকল ভুলিলেও সেই মনোমোহন ললিত স্বর ইহজীবনে ভুলিতে পারিবে না। মিশরে শিক্ষাকার্য্যের উপযোগী অনেকগুলি বিদ্যালয় আছে। অনেক জাতীয় সংবাদ পত্র প্রতিদিন বাহির হয়। সেখানে যুবকদিগের জন্য উচ্চ শ্রেণীর যুদ্ধ বিদ্যালয় আছে। সে দেশের ভাষা না জানায় অনেকের সহিত সাক্ষাৎ হইলেও তাদৃশ ঘনিষ্ঠতার সহিত মিশিতে পারিতাম না বটে, কিন্তু মিশরবাসীরা যে অত্যন্ত সদাশয়, মিষ্টভাষী এবং বিনয়ী, তাহা তাহাদের বদন মণ্ডলেই বিভাসিত দেখিতে পাইতাম।

আর একটী চমৎকার ব্যাপার দেখিলাম। যে গর্দ্দভের সর্ব্বত্র হতাদর, যে গর্দ্দভ ভারতে অস্পৃশ্য, সেই গর্দ্দভের এখানে বড় সমাদর। প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিই গর্দ্দভে আরোহণ করিতে বড় ভালবাসেন। এদেশীয় গর্দ্দভ হইতে সে দেশের গর্দ্দভ অত্যন্ত রূপবান্ ও অপেক্ষাকৃত সুগঠিত এবং বলশালী। বিশেষতঃ গর্দ্দভারোহণ বড় সুখজনক বলিয়া প্রসিদ্ধ। বালুকাময় দেশে অশ্বাপেক্ষা ঐ গর্দ্দভই অধিকতর উপযোগী। সে দেশের আরও কতকগুলি ব্যবহার শুনিতে বড় কৌতুকজনক। মিশরীদিগের কোন প্রেমাস্পদ বা আত্মীয়ের সহিত অনেকদিন পরে সাক্ষাৎ হইলে অন্য কোন মঙ্গল কামনা না করিয়া, "সুধর্ম্ম হউক" বলিযাই প্রথম সম্বর্দ্ধনা হইয়া থাকে। বহুবিবাহ মিশরজাতির পক্ষে আচারবিরুদ্ধ নহে। সে দেশে বাল্য বিবাহও বিস্তর হইয়া থাকে। রাজনীতিব নিয়মাদি সম্পূর্ণ দোষবর্জ্জিত না হইলেও মন্দ নহে। রাজা মন্ত্রিসভার দ্বারা চালিত হন। কিন্তু এক্ষণে জাতীয় ভাব পূর্ব্বাপেক্ষা হীনপ্রভ হইয়া গিয়াছে। কৃষিকার্য্যের অবস্থা বেশ ভাল। নীলনদের তীরবর্ত্তী সমগ্র স্থান ও খালের ধারের জমি সকল সমধিক উর্ব্বর। সুয়েজ খাল ও লৌহবর্ত্মের দ্বারা বাণিজ্যের বিশেষ সৌকর্য্য হইয়াছে। এ দেশ যে প্রাচীনকাল হইতে সুসভ্য ও উন্নত তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। আজ সেই মিশরের ঈদৃশী দুরবস্থা দেখিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। কাণ্ডারীবিহীন তরণী যেমন তুফানে মারা যায়, আজ মিশরের ঠিক্ সেই অবস্থা। মিশরের অতুল কীর্ত্তির নানা চিত্র হৃদয়ে অঙ্কিত করিতে করিতে, হতভাগ্য মিশরবাসীর পরিণাম ভাবিতে ভাবিতে, মিশর বন্ধুর সহবাসে সে রজনী অতিবাহিত হইল। পর দিবস সূর্য্যোদয়েই আমরা সদলে সুয়েজ কূলোদ্দেশে যাত্রা করিলাম। ইংরেজগণ যাইবার কালে অন্যান্য উপার্জ্জিত দ্রব্যের সহিত ২টী গর্দ্দভ লইতে ভুলিলেন না।

আজ ১৮৮২ খ্রীষ্টীয় অব্দের ১লা অক্টোবর। অযুত কিরণে পূর্ব্ব দিক্ রঞ্জিত করিয়া প্রাতঃসূর্য্য গগণমার্গে ধীরে ধীরে অধিরোহণ করিতেছেন। তন্নিম্নে প্রকাণ্ড বৃটিশ ছাউনী দিগন্তবিস্তৃত হইয়া দণ্ডায়মান। মিশরবিজেতা প্রমত্ত সেনাবৃন্দ আপন আপন স্কন্ধাবারা-ভ্যন্তরে মহা আস্ফালন করিয়া বেড়াইতেছে, ছাউনীর চতুর্দ্দিকে ছুটিতেছে। এমন সময়ে দণ্ডায়মান বস্ত্রাবাসের বন্ধনরজ্জুর গ্রন্থি সকল খোলা হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে এক প্রহরের মধ্যে বহুজনসমাকীর্ণ বিস্তীর্ণ বৃটিশ ছাউনীর চিহ্ন পর্য্যন্তও বিলুপ্ত হইয়া গেল। পরক্ষণেই ভারতবাহিনী স্বদেশ গমনার্থ প্রস্তুত হইয়া উঠিল। পদাতির পশ্চাৎ পদাতি, অশ্বারোহীর পর অশ্বারোহী, ভার-বাহীর পশ্চাৎ ভারবাহী, শকটের পর শকট, এইরূপে সমস্ত ভারত-সেনানিচয় এবং যাবতীয় সহযাত্রী অশ্ব, অশ্বতরী, উষ্ট্র ও অন্যান্য জীব জন্তু সকলে একের পর এক করিয়া দণ্ডায়মান হইল। প্রধান কর্ম্ম-চারীর অনুজ্ঞামাত্র তালে তালে মধুর মঙ্গল বাজনা বাজাইতে বাজাইতে, সেই অগণনীয় ভারতবাহিনী মিশর ভূমি কম্পিত করিতে করিতে, প্রথম কূচ আরম্ভ করিল।

তৎকালে সেই স্বদেশগমনোন্মুখ রণপ্রত্যাবৃত্ত সেনানিচয়ের এক-তান বাদন ও তালে তালে গমন অতিশয় মনোহর হইয়াছিল। তাহা-দের আনন্দবিস্ফারিত বদন মণ্ডল সেই উদয়োন্মুখ বালারুণ হইতেও সহস্র গুণে সুন্দর ও প্রভান্বিত দেখাইয়াছিল। আমিও সদলে সেই নানা রঙ্গে গমনশীল সেনাবৃন্দে পরিবৃত হইয়া গমন করিতে লাগি-লাম। প্রকাণ্ড বালুকাময় ময়দান সৈন্যময় হইয়া উঠিল। এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত ব্যাপিয়া সৈন্যমালা মিশরক্ষেত্র সুশোভিত করিল। এখনও হস্তপদমুণ্ডবিহীন শবদেহ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহি-য়াছে দেখিতে পাইলাম। নানা কৌতুকে পথিপার্শ্ববর্ত্তী ফলমূলের স্বাদ গ্রহণ করিতে করিতে, কখন অশ্বে, কখন পদব্রজে ভ্রমণ করিতে

করিতে, আমরা প্রথম কূচের বিশ্রামস্থানে উপস্থিত হইলাম। তথায় সমাগত পশু মনুষ্যের আহারীয় প্রভৃতি যাবদীয় অবশ্য প্রয়োজনীয় বস্তু পূর্ব্ব হইতেই সংগৃহীত হইয়াছিল। বৃটিশকুলপাবন প্রধান শ্বেত পুরুষদের জন্য নিমেষে অপূর্ব্ব ক্ষুদ্র বস্ত্রনগরী নির্ম্মিত হইল। তাঁহারা অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট গৃহে অবশিষ্ট দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। আমরা আপন আপন কর্ত্তব্য-পালনান্তে ক্ষণকালের জন্য বিশ্রাম করিয়া, নিশান্তেই পুনরায় দ্বিতীয় দিবসের যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলাম।

সৈনিকদের বিষয় ছাড়িয়া আমি এখন অন্য কথার দিকে পাঠক-বর্গেব চিত্ত আকর্ষণ করিব। জনৈক শ্বেতাঙ্গ ট্রান্স্পোর্ট কর্ম্মচারী আপন অধীনস্থ কর্ম্মচারীদিগেব প্রতি কি নির্দ্দয় ব্যবহার করিয়া-ছিলেন, তাহা বলিয়া আমাব হৃদয়েব একটী দারুণ শোক অপনোদন কবিব, ও পাঠকদিগের নিকট এই বিষয় আর একবার বলিব বলিয়া ইতিপূর্ব্বে যে অঙ্গীকার করিয়াছিলাম, তাহা পূর্ণ করিব। আশা করি, ইহা শুনিয়া যাঁহাদের ক্ষমতা আছে তাঁহারা ভবিষ্যতে উক্তরূপ নিষ্ঠুরতা নিবারণের উপায় করিয়া অনাথ, দুঃখী ভ্রাতাদের সহায়তা করিবেন।

যথা নিরূপিত সময়ে দ্বিতীয় কূচ আবস্ত হইল। যতই বেলা হইতে লাগিল, ততই সূর্য্যদেব জ্বলন্ত রশ্মিতে ভুবন দগ্ধ করিতে লাগিলেন, মিশরের বালুকা অগ্নি কণার ন্যায় উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। যাহারা পদব্রজে যাইতেছিল, তাহারা আর এক পাও উঠাইতে পারিতেছে না; তৃষ্ণায় কণ্ঠতালু শুষ্ক হইয়া উঠিতেছে; খালের সান্নিধ্যেরও কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। যখন সৈন্যেরা বহু কষ্টে খালের নিকট পৌঁছিল, তখন দেখে তাহার জলও উত্তপ্ত হইয়াছে। তাহাই আকণ্ঠ পান করিয়া, তাহারা তীরবর্ত্তী কণ্টকী-লতাতলে ক্লান্তভাবে শয়ন করিতে লাগিল। আবার উঠিল, আবার

শ্রান্ত হইতে লাগিল, আবার পূর্ব্বকথিত উপায়ে শ্রান্তি দূর করিতে লাগিল এবং এইরূপে ক্লান্ত শরীরে অপরাহ্ণকালে দ্বিতীয় বিশ্রাম-স্থানে উপস্থিত হইল। আগমনমাত্র সর্ব্বাগ্রে শ্বেতদ্বীপবাসী প্রধান কর্ম্মচারিগণের শ্রান্তি নিবারণ করিবার জন্য সারি সারি বস্ত্র মণ্ডপ উত্তোলিত হইতে লাগিল। ট্রান্স্‌পোর্ট বিভাগ একদিগে স্বতন্ত্র ছাউনি করিবার অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইল। আজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র দলে দলে পরি-শ্রান্ত ভারতপুত্রেরা প্রাণপণে আপন আপন কর্ত্তব্যে নিযুক্ত হইল। কয়েক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে মহান্ বালুকাপারাবার পদব্রজে অতিক্রম করিতে যাহাদের প্রাণ বাহির হইতে ছিল, সারাদিনের অনশনে যাহারা চতুর্দ্দিক্ হরিদ্রাভ প্রত্যক্ষ করিতেছিল, পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ-তালু হইয়া যাহারা সর্ব্বত্র মৃগতৃষ্ণিকা দেখিতেছিল, এখন প্রাণ-ভয়ে, নির্দ্দয় রাজপুরুষের পীড়নভয়ে, তাহাদেব সে ভাব কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল। এখন তাহাদের সেই মৃতপ্রায় অবসন্ন দেহে কে যেন অসীম সহিষ্ণুতা ও মত্তহস্তীর বল অলক্ষ্যে সঞ্চারিত করি-য়াছে। বুঝি কোনও দয়াময় দেবতা অনাথ, নিঃস্ব ভাবত সন্তানেব বিপদ্ বুঝিতে পারিয়াই তাহাদের মৃতপ্রায় পরিশ্রান্ত কলেবরে মৃতসঞ্জীবনী শক্তি প্রদান কবিলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বেলাবসানে যখন সূর্য্যদেব অস্তগমনোন্মুখ হইয়াছেন, এবং আপন প্রভুত্ববিলোপ ও চন্দ্রদেবের রাজত্ব অদূর-বর্ত্তী জানিয়া শোকে ও ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে, কান্দিতে কান্দিতে আরক্তিম নেত্রে আপন রশ্মিমালা লইয়া পলায়ন করিতেছেন, ঠিক্ সেই সময়ে, মিশরযাত্রিগণ একটী গ্রামপ্রান্তে ক্ষুদ্র বনলতা-যুক্ত খালের ধারে উপনীত হইলেন। তথায় সারি সারি বস্ত্রাবাস সকল উত্তোলিত হইয়া একটী অপূর্ব্ব নদীতীরবর্ত্তী শ্বেত নগরীর ন্যায় শোভমান হইল। চকিতের মধ্যে ভাগ্যধরগণের নিমিত্ত সযত্নে চব্যচূষ্যলেহ্যপেয় নানাবিধ ভোজ্যবস্তু প্রস্তুত হইতে

লাগিল। খানসামা, খিদমদগার প্রভৃতি ভৃত্যবর্গ কম্পান্বিত কলেবরে টলিতে টলিতে নিজ নিজ প্রভুর সেবায় নিযুক্ত হইল—সাহেবের একটু নিশ্বাসে যেন ছাউনী, বনস্থলী পর্য্যন্ত শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। আমিও তাহার সঙ্গে কাঁপিতে লাগিলাম। আমার সহচরবর্গ সকলেই সাহেবের ভয়ে জড় সড় হইয়া তাঁহার বস্ত্রগৃহের এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। কাপ্তেন টারন্‌বুল তখন পরিত্যক্ত ট্রান্স্‌পোর্ট কর্ম্মবিভাগের প্রধান পুরুষ। তিনিই আমাদের তাৎকালিক সুখদুঃখদাতা বিধাতা পুরুষ ছিলেন। সমস্ত দিবসের অসহনীয় শ্রান্তি অপনোদন দূরে রাখিয়া কখন্ কি আজ্ঞা হয় তৎপালনাশয়ে মস্যাধার, লেখনী এবং কাগজ হস্তে আমরা ট্রান্স্‌পোর্ট মহাপ্রভুর শিবির দ্বারে দণ্ডায়মান থাকিয়া অনিমেষে তাঁহার অনুমতির অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

তৎকালে আমার অন্তরাকাশে চিন্তার কিরূপ তরঙ্গ উঠিতেছিল ও পড়িতেছিল তাহার বর্ণনা হয় না। একে অসহ্য ভ্রমণক্লেশ, তদুপরি প্রায় নিত্য অনশন, তাহাতে অবিরত সূর্য্যের প্রচণ্ড উত্তাপে ও তপ্ত বালুকাসংস্পর্শে আপাদ মস্তক দগ্ধপ্রায়। পিপাসায় প্রাণান্ত হইলেও পানোপযোগী একটু শীতলবারি পাওয়া যায় না। তাহার উপর এখন আবার প্রভু ইংরেজ দেবতার নৃশংস পীড়নভীতি দুরু দুরু করিয়া হৃদয় কম্পিত করিয়া তুলিতে লাগিল। এই সকল সভয়ে চিন্তা করিতে করিতে সাহেবের অনুমতি প্রতীক্ষায় শিবির পার্শ্বে নীরবে দণ্ডায়মান রহিয়াছি, এমন সময়ে ভোজন শেষ করিয়া সাহেব আমাকে ভিতরে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ভিতরে গিয়া একথা সে কথার পর সহগামী অশ্ব ও অশ্বতরগণের আহারের নিমিত্ত নূতন ঘাসের কথা উঠিল। এতদ্বিষয়ে বিশেষ তদন্ত করিবার জন্য অধীনস্থ গোমস্তা গোলাব সিংহকে ডাকিতে অনুমতি হইল। আমি বাহিরে আসিয়া গোলাবসিংহকে ডাকিয়া পাঠাই-

লাম। গোলাব সিংহ আহ্বানমাত্র সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আসিল ও সাহেবের নিকট নিজ আগমন সংবাদ প্রেরণ করিল।

পাঠক! তুমি যদি এই নিরীহ রাজপুতপুত্র গোলাবের তৎকালীন কম্পান্বিত কাতর মূর্ত্তি ও ভয়পীড়িত, মলিন বদন একবার মাত্র দেখিতে, তাহাহইলে মর্ম্মাহত না হইয়া কখনও থাকিতে পারিতে না। হতভাগ্য গোলাব সিংহ শিবির দ্বারে দাঁড়াইয়া থর থর করিয়া কাঁপিতেছে, এমন সময়ে সাহেব বাহির হইলেন এবং দুই একটী কথার পর গোলাব সিংহের প্রতি নিজ উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া যথেচ্ছ গালি বর্ষণ করিলেন, ক্রোধে জ্ঞানশূন্যপ্রায় হইয়া নির্ম্মম প্রহারে হস্তস্থিত যষ্টি তাহার গাত্রে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিলেন, অবশেষে তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া পাদুকা প্রহারে গোলাবসিংহকে মৃতপ্রায় অবস্থায় পরিত্যাগ করিলেন। এতদ্ব্যতীত তাহার দশ টাকা জরিমানাও করা হইল। জরিমানার টাকা তৎক্ষণাৎ দিতে হইবে, না পারিলে পুনরায় দণ্ডনীয় হইতে হইবে। অতঃপর সাহেব বাহাদুর অন্যত্র গমন কবিলেন। তথায়ও হয়ত কাহাকেও মারিলেন, কাহারও জরিমানা করিলেন, কাহাকেও উচ্চপদ হইতে নিম্নপদস্থ করিলেন, এইরূপ করিয়া রজনী এক প্রহরের পর পুনরায় গোলাবসিংহকে ডাকাইলেন। সে ইহাব মধ্যে প্রত্যেকের নিকট টাকা পাইবার চেষ্টা করিয়াছে, কোথাও পূর্ণমনোরথ হইতে পারে নাই। এমন সময় সাহেবের ডাক তাহার কাতর প্রাণে বজ্রের অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর বোধ হইল। প্রহার ভয়ে ভীত এবং ভীষণ ক্লেশে ক্লিষ্ট গোলাবসিংহ আবার কাঁপিতে কাঁপিতে নির্দ্দয় রাজপুরুষের সম্মুখীন হইল। এবারও তাহাকে যৎপরোনাস্তি গালি ও পাদুকাপ্রহার সহ্য করিতে হইল। অবিলম্বে টাকা না দিলে আজ আর তাহার নিস্তার নাই দেখিয়া, নিরাশ, অবসন্ন গোলাব আর্ত্তস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, "প্রভু! আজ দুই মাস অতীত হইল আমি

এক কপর্দ্দকও সরকার হইতে মাহিয়ানা প্রাপ্ত হই নাই। এখানেও সকলের নিকট অন্বেষণ করিয়াছি, কাহারও নিকট টাকা পাইলাম না। আজ এ বিদেশে টাকা কোথায় পাইব? আপনি আমার আমানতী টাকা হইতে ঐ টাকা কাটিয়া লইবেন।" তাহাতেও যখন সাহেবের দয়া হইল না, তখন সে আপন অঙ্গুলী হইতে একটী মূল্যবান্ প্রস্তরখোদিত অঙ্গুরীয়ক ও পকেট হইতে একটী ক্ষুদ্র ঘটিকা যন্ত্র বাহির করিয়া দিল, এবং কহিল, "যখন আর উপায়ান্তর নাই তখন দশ টাকার বিনিময়ে এই দুইটী দ্রব্য গ্রহণ করিয়া আমায় অব্যাহতি প্রদান করুন।" ইহাতে ঐ শ্বেতকায় পুরুষ অধিকতর রুষ্ট হইয়া অশ্লীল ভাষায় যথোচিত গালি বর্ষণ করিলেন এবং কহিলেন, "তুমি উহা যেরূপে হউক বিক্রয় করিয়া টাকা আনয়ন কর।" সে আর একবার সাহসে বুক বাঁধিয়া ছাউনীর সকলের নিকট গেল, কিন্তু কাহারও নিকট টাকা না থাকায়, কেহই এ দুঃখের সময় তাহার সাহায্য করিতে পারিল না।

বিষম দুঃখভরে হতভাগ্য গোলাবসিংহ শূন্য হস্তে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। এবার সে এরূপ নির্দ্দয় রূপে প্রহারিত হইল যে, তাহার হৃদয়ভেদী ক্রন্দনে পশু পক্ষী পর্য্যন্তও বিগলিত হইয়া যায়। ভীষণ প্রহারে তাহার সম্মুখস্থ দন্তপাটীর একটী দন্ত ভগ্ন হইয়াছিল। ভগ্ন দন্ত দিয়া অবিরল ধারে রক্ত ঝরিতে লাগিল। সে রজনী গোলাবসিংহ প্রহরিবেষ্টিত অবস্থায় যাপন করিয়া নিষ্কৃতি পাইল। এইরূপে সে যাত্রা তাহার প্রাণ রক্ষা হইল বটে, কিন্তু আর একটু হইলে হয়ত প্রাণবায়ু হতভাগ্যের ভগ্ন দেহ পিঞ্জর হইতে বাহির হইয়া যাইত। যে যুদ্ধের জ্বলন্ত পাবককেও ভয় না করিয়া প্রভুর কার্য্য করিয়াছে, এখন গৃহে ফিরিয়া যাইবার সময় অভাবনীয়রূপে একজন নিষ্ঠুরহৃদয় কর্ম্মচারীর হস্তে প্রাণ বিনষ্ট হইবে ইহা কখনও সে কল্পনাতেও চিন্তা করে নাই। প্রতি নিমিষে গোলাব-

সিংহের হৃদয় এইরূপ সহস্র সহস্র চিন্তার বৃশ্চিক দংশনে দগ্ধ হইতে লাগিল। এইরূপে নিত্য নূতন যন্ত্রণা সহ্য করিতে করিতে মিশরযাত্রিগণ সুয়েজ উপকূলে উপস্থিত হইল। এই সাত দিবসে দুঃখী ভারত সন্তান বিদেশীয়দিগের হস্তে যে কি পর্য্যন্ত প্রপীড়িত হইয়াছিল, তাহা এ ক্ষুদ্র লেখনী দ্বারা বর্ণিত হইতে পারে না।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

সুয়েজ উপকূলে।

এক পক্ষ অতীত হইল, আমরা রমণীয় সুয়েজ কূলে উপনীত হইয়াছি। দেখিতে দেখিতে ফুল্লবেলফুলের মালার মত সুয়েজ উপকূল সারি সারি ধবল বস্ত্রগৃহমালায় সুশোভিত হইয়া পড়িল। যেস্থানে কিছু দিবস পূর্ব্বে কচিৎ লোকসমাগম হইত, আজি সেস্থান দিবা রজনী অগণনীয় মিশরাগত মনুষ্য ও অন্যান্য জীব জন্তুর গণ্ডগোলে একটী মহানগরীর মত কলরবময় হইয়া উঠিল। বহু দিন দিগন্তব্যাপী বালুকারাশির উপর পর্য্যটনের পর ভারতেশ্বরীর ক্লান্ত সেনাবৃন্দ এখন চারিদিকে সুখে বিচরণ করিতেছে! অচিরে স্বদেশ যাত্রা করিবে, এই হৃদয়ের আনন্দে তাহাদের প্রফুল্ল মুখমণ্ডল প্রভাসম্পন্ন হইয়াছে। অশ্ব অশ্বতর এবং উষ্ট্র শ্রেণীতে কূলের এক দেশ সম্পূর্ণ ব্যাপিয়া গিয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন বিভাগীয় কর্ম্মচারিগণ সদলে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে বিশ্রাম লাভ করিতেছেন। বাষ্পীয় পোত সকল চিহ্নিত পতাকা উন্নত করিয়া আরোহিগ্রহণার্থ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। যেই এক একটী পোত আরোহিপূর্ণ হইতেছে অমনি আপন নির্দ্দিষ্ট সময়ে গম্ভীর নির্ঘোষে গন্তব্য স্থানের উদ্দেশ্যে বন্দর পরিত্যাগ করিতেছে। এইরূপে হাস্যময়ী সুয়েজনগরী গৌরবান্বিত হইয়া চারিদিক্ হইতে দর্শকবৃন্দ আকর্ষণ করিতেছেন। দৃশ্যটী

অবিকল ভগবান্ মহাদেবের বক্ষোপরি দণ্ডায়মানা মহাকালীর মত। লোহিতসাগরবক্ষে দণ্ডায়মান সুয়েজ মহামদে উন্মত্ত হইয়া আজ্ঞ বিলোল কটাক্ষে ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চারণ করিতেছে, আর চারিদিক্ হইতে অনন্ত উর্ম্মিমালাবিজড়িত সলিল রাশি থই থই করিয়া নাচিতে নাচিতে কূলের উদ্দেশে ছুটিয়া আসিতেছে। উর্ম্মির পর উর্ম্মি সুয়েজকূলে উপাসকবৃন্দের ন্যায় মস্তক লুটাইতেছে এবং দিন রাত্রি অবিরাম গতিতে স্তরে স্তরে নীলাম্বুগঠিত ফুল্ল পুষ্পের রাশি উপকূল চরণে অঞ্জলি প্রদান করিয়াও তৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেছে না। বারিপুঞ্জ উন্মত্তের মত যেই কূল স্পর্শ করিতেছে, কূলের দারুণ অভিঘাতে তৎক্ষণাৎ শতহস্তদূরে প্রক্ষিপ্ত হইতেছে। আবার আসিতেছে, আবার সেইরূপে দূরে নিক্ষিপ্ত হইতেছে ও অনন্ত বারিদেহে মিশাইয়া যাইতেছে। এইরূপে ধীরে ধীরে নানা-রঙ্গে উপকূলে ও সাগরে কেলি হইতেছে, ভাবুকের মন তদ্দর্শনে বিমোহিত হইতেছে।

দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। যাঁহারা বিলাতে যাইবেন তাঁহাদের জন্য জাহাজ প্রস্তুত হইল, তাঁহারা চলিয়া গেলেন। যাঁহারা ভারতে যাইবেন তাঁহারাও ক্রমে যাত্রা করিলেন। পোতাভাবে কেবল আমরাই সদলে বাকি রহিয়া গেলাম। কাপ্তেন টার্নবুল, তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারিবর্গ, ন্যূনাধিক এক সহস্র অশ্বতর ও তাহা-দের সেবকগণ, এবং কতিপয় কমিসরিয়েট্ কর্ম্মচারীকে পশ্চাতে রাখিয়া, আর আর সকলেই স্বদেশযাত্রা করিলেন। আমাদের চিঠি লেখা বা পাওয়াও রহিত হইয়া গেল। কারণ, অন্যান্য বিভাগীয় কর্ম্মচারীর সহিত, ভারতীয় পোষ্ট আফিস বিভাগও চলিয়া গেল। দুরদৃষ্ট ক্রমে অনেক দিন পর্য্যন্ত আমাদের ভাগ্যে ভারতগামী বাষ্পীয় পোতের সুবিধা হইল না। এই কালে কাপ্তেন টার্নবুল আমাদের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা পুরুষ হইয়া পড়িলেন। নিষ্ঠুর

অত্যাচারের প্রতিবিধান করে এমন কেহ তথায় না থাকায়, তাঁহার প্রতাপ অনন্ত প্রভাবে ছাউনীর সর্ব্বত্র বিস্তারিত হইতে লাগিল। প্রতিমুহূর্ত্তে হতভাগ্য ভারত সন্তান তাঁহার নৃশংস ব্যবহারে নিপীড়িত ও পদদলিত হইতে লাগিল। জগৎপিতা জগদীশ্বরের কৃপায় যদি আর কালবিলম্ব ব্যতিরেকে, বাষ্পীয় যান "রসশায়ারের" সমাগম না হইত, তাহা হইলে তাঁহার অনাথ সন্তানগণ নিষ্ঠুর কাপ্তেন টারনবুলের ক্রোধানলে আরও কত যে দগ্ধীভূত হইত, তাহা কল্পনা করাও আমার ক্ষুদ্র শক্তির সম্পূর্ণ বহির্ভূত। পাঠকগণ হয় মনে মনে ভাবিয়া লইবেন, না হয় দুই একটি সামান্য অত্যাচারের কথা উল্লেখ করিতেছি তাহা হইতেই উক্ত কাপ্তেন বাহাদুরের প্রকৃতি হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইবেন।

একদিন বেলা সার্দ্ধ দ্বিপ্রহরের সময়ে কাপ্তেন টারনবুল সমুদ্রে মৎস্য ধরিবার জন্য গিয়াছিলেন। সঙ্গে আবশ্যক মত অনুচরগণ গিয়াছিল। কেহ মস্তকোপরি ছত্র ধারণ করিয়াছে, কেহ কাঁটায় মাছের টোপ্ গাঁথিয়া দিতেছে, কেহ ছিপ ধরিয়া রহিয়াছে, এবং যেই বঁড়শীতে মাছ খাইবার উপক্রম হইতেছে, অমনি কাপ্তেন সাহেবের হস্তে দিতেছে। এইরূপে মাছ ধরিতে ধরিতে কাপ্তেন, যুবা আমীনচাঁদের উপর হঠাৎ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। সে টোপ গাঁথিতে বিলম্ব করায় সেবার মাছ ধরার ব্যাঘাত হওয়াতে টারনবুল নিজহস্তস্থিত একখানি ছুরিকার দ্বারা আমীনচাঁদের হস্ত পদ নানা স্থান বিদ্ধ করিয়া দিতে লাগিলেন। তাহার ক্ষত স্থান দিয়া ঝর ঝর করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। দারুণ যাতনায় তাহার দুইটী নয়ন বহিয়া দুঃখ অশ্রু গড়াইতে লাগিল। আর সে ভয়ে ভয়ে সাহেবের প্রীতির নিমিত্ত পুনরায় টোপ গাঁথিতে আরম্ভ করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে মাছ ধরা শেষ হইল সকলে আপন আপন স্থানে গেল। আমি মর্ম্মে মর্ম্মে আহত হইলাম।

উঁহার অবস্থা দর্শনে আমার যে যাতনা হইল, আমি ঐ অবস্থাপন্ন হইলেও বোধ হয় তত হইত না।

আর এক দিবস রজনী এক প্রহরের সময় আমরা শুইয়া আছি, এমন সময়ে নগরবিহারান্তে সাহেব প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। আগমনান্তে দেখিলেন আমরা শয়ন করিয়াছি। তখন ক্রোধে খানসামা, বেহারাকে মারিতে মারিতে উন্মত্তের মত আমাদের তাম্বুতে আসিয়া পড়িলেন ও সবল হস্ত পদ সঞ্চালনে নিমেষে তাম্বুটী ভূতলশায়ী করিলেন। আমি তন্মধ্যেই লুক্কায়িত থাকিয়া শুনিতে পাইলাম, সাহেবের সম্মুখে যে পড়িতেছে সেই নিষ্ঠুররূপে প্রহারিত হইতেছে। ক্ষণকাল এইরূপ হস্তপদ সঞ্চালন যুদ্ধে বীরত্ব দেখাইয়া কাপ্তেন সাহেব লাইনের দিকে গমন করিলেন। সেখানেও ভারতসন্তানদিগকে বৃথা যাতনা প্রদান করিয়া অবশেষে ক্লান্ত শরীরে শয্যায় আসিয়া শয়ন করিলেন। এইরূপে অকারণে দিন দিন আমরা কত যে যন্ত্রণা ভোগ কবিতে লাগিলাম তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। যত দিন না কাপ্তেন টার্‌নবুলের স্ত্রী বিলাত হইতে আসিয়া স্বামীর সহচারিণী হইলেন, ততদিন পর্য্যন্ত ঐ দুর্দ্দান্ত কাপুরুষ কাপ্তেনের অত্যাচারের অবধি রহিল না।

এখনও সুয়েজকূল পরিত্যাগ করিবাব দিন অবধারিত হইল না। আজিও ভারতগামী অর্ণবপোতের কিছুমাত্র স্থিরতা হইল না। কখন্ স্বদেশগমনার্থ জাহাজ আসিবে, কোন্ মুহূর্ত্তে সুয়েজ উপকূল পরিত্যাগ করিয়া, সাগরবক্ষে জাহাজোপরি পুনরায় ভাসমান হইবে, সেই সুখদ শুভক্ষণের প্রত্যাশায় সকলে যার পর নাই চিন্তাপরায়ণ হইয়া রহিল। স্বদেশ গমনোন্মুখ মিশরযাত্রিগণের উৎকণ্ঠা ক্রমে ভীষণ আশঙ্কায় পরিণত হইল। আমরা দিবসের অধিকাংশ ভাগ স্ব স্ব কর্ত্তব্য কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিতাম। অবশিষ্ট সময়ের মধ্যে কখনও নগরে বেড়াইতে যাইতাম, কখনও সমুদ্রতীরে বিচরণ

করিতাম, কখনও শিবিরমধ্যে চিন্তাসমুদ্রে হাবুডুবু খাইতাম; কখনও কাপ্তেন টার্নবুলের অসহনীয় অবমাননা ও তিরস্কারমিশ্রিত লাঞ্ছনারাশির গুরুত্ব অনুধাবন কবিতাম, কখন কখন আপনার ও স্বদেশবাসী ভ্রাতাদের ঘোর দুঃখতমসাচ্ছন্ন ভবিষ্যৎ পর্য্যালোচনায় ম্রিয়মান থাকিতাম। সন্ধ্যাকালে অনুচববর্গেব সহিত একত্র দলবদ্ধ হইয়া সাগরসঙ্গীতের সহিত আপন অদৃষ্টসঙ্গীত একতানে গান করিতাম এবং ভারতসঙ্গীতের সহিত স্বভাবসঙ্গীতের মধুরতা ও একতা অনুভব করিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইতাম।

আমি যে সময়ের কথা বর্ণন করিতেছি, সেটী বঙ্গে ঠিক শরৎ-কাল। একদিন শাবদীয় উৎসবরজনী মনে করিয়া আমি এরূপ ব্যাকুল হইয়া উঠিলাম যে, মধ্যরজনীতে আমার পক্ষে শিবিরের ভিতর থাকা অত্যন্ত অসহ্য হইয়া উঠিল। কত প্রকারে হৃদয় শান্ত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইয়া উঠিল না। অবশেষে আমার বর্ত্তমান অবস্থার সহিত বঙ্গে শারদীয় উৎসবোন্মত্ত বাঙ্গালীর অবস্থার তুলনা করিয়া কবিতা লিখিতে বসিলাম। তৎকালে ভাবের প্রবলতায় কত কি লিখিয়াছিলাম তাহা এক্ষণে আর বলিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু তাহাতেও উদ্বেল হৃদয় প্রশমিত হইল না। ক্রমে রাত্রির গভীরতার সহিত আমার চিন্তারও গভীরতা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। পরিশেষে ধীরে ধীরে শিবিরাভ্যন্তর হইতে বাহির হইয়া সাগরের দিকে চলিলাম ও ছাউনী পার হইয়া প্রায় আট মাইল অতিক্রম করত একটী অপূর্ব্ব স্থানে পৌছিলাম।

সে স্থানটী এমনি রমণীর যে তথায় আগমন মাত্রেই আমার হৃদয়ের দারুণ জ্বালাব শমতা হইতে লাগিল। বিস্তীর্ণ ভূভাগের যে অংশ সমুদ্র-বারি স্পর্শ করিয়াছে, ঠিক্ সেই স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া বারি দেহের কিয়দংশ ছাইয়া কতকগুলি কাষ্ঠের তক্তা বিস্তৃত হইয়াছিল। আমি সেই স্থানে গিয়া উপবেশন করিলাম। কতক্ষণ সেই পরম

শান্ত, নির্জন, পবিত্র স্থানে বসিয়া রহিলাম তাহা বলিতে পারিনা। কিন্তু রজনীতে একাকী সেই সমুদ্র তীরে বসিয়া প্রাণে যে কি অনাস্বাদিতপূর্ব্ব অনুপম আনন্দ অনুভব করিয়াছিলাম তাহা কখনও বর্ণন করিতে পারিবনা। নিকটে জনমানবের সমাগম নাই, কেবল অদূরে কয়েকটী বিরল বৃক্ষশ্রেণী দণ্ডায়মান, তাহারই মধ্য দিয়া ঝির ঝির করিয়া শীতল সুখময় অনিল ধীরে প্রবাহিত। আকাশে শারদীয় জ্যোৎস্না-রূপ অমল শ্বেতবস্ত্রের উপর নক্ষত্রগুলি হীরক কুচির মত ঝিক্ মিক্ করিয়া জ্বলিতেছে। তাহার মধ্যে অপূর্ব্ব শোভার আকর অমল চন্দ্রমা বিরাজমান। নিম্নে মধুর কলকলনাদী অনন্তকায় জলধি। তথায় ক্ষণকাল প্রাণ ভরিয়া সেই সকল শোভার স্রষ্টা অখিলনিয়ন্তা পরমেশ্বরের গুণগানে কাটাইলাম এবং অনেকক্ষণ তাঁহার ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া রহিলাম। আমার বোধ হইল যেন সেই অনন্ত দেবতা আমার নয়নসম্মুখে প্রত্যক্ষ বিরাজমান হইয়া আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ের প্রীতির নদী প্রবল স্রোতস্বিনীব ন্যায় ছুটাইলেন। আমি আমার অস্তিত্ব পর্য্যন্তও বিস্মৃত হইলাম। কতক্ষণ সেই স্বর্গীয় সুখের সলিলে নিমগ্ন ছিলাম তাহার স্মৃতি নাই। চেতনা হইলে দেখিলাম, অদূরে একজন ভীমকান্তি পুরুষ নিষ্কোষিত অসিহস্তে নিঃশব্দে আকাশে নয়ন আরোপিত করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। ভয়চকিত নেত্রে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলাম। স্বতঃই আমার মুখ হইতে প্রশ্ন হইল, "কে তুমি দাঁড়াইয়া?" প্রত্যুত্তরে জানিলাম তিনি আমারই একজন সহচর। তাঁহারও অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ঘুম না হওয়ায় জাগরিত ছিলেন। আমাকে গভীর রজনীতে একাকী বাহিরে যাইতে দেখিয়া অলক্ষ্যে আমার অনুসরণ করিয়াছেন। অনেকক্ষণ আমরা উভয়ে সেই মনোরম প্রশান্ত সমুদ্রকূলে বসিয়া গল্প করিলাম ও শরতের চাঁদের সহিত নীলাম্বুরাশির বিচিত্র ক্রীড়া সন্দর্শন করিতে লাগিলাম। উভয়েই প্রকৃতির পরম রমণীয় সৌন্দর্য্যে

এরূপ মোহিত হইয়াছিলাম, যে সমস্ত রজনী তথায় অতিবাহিত করিয়া প্রভাতে ছাউনীতে আসিলাম।

সারা রজনী আনন্দে সমুদ্রকূলে অতিবাহিত করিয়া অতি প্রত্যুষেই আমরা শিবিরদ্বারে উপনীত হইলাম। তখন অতুলনীয় প্রভাত-সৌন্দর্য্যে আসমুদ্র উপকূল বিভাসিত হইতেছিল। মন্দ মন্দ প্রাতঃ-সমীরণ ধীরে ধীরে উত্থানোন্মুখ মিশরযাত্রিগণের শয্যাপার্শ্বে উঁকি মারিতেছিল। প্রাতঃসূর্য্য স্বীয় প্রভুর কার্য্যপালনার্থ লোহিত সমুদ্রে স্নান করিয়া, ইংরেজসেবক কেরাণীর মত সভয়ে সত্বরপাদ-বিক্ষেপে পূর্ব্ব গগনে সমুদিত হইতেছিলেন। আমার হৃদয়ের মধ্যে অপূর্ব্ব নৈশবিহারজনিত ভূমানন্দলহরী ক্রীড়া করিতেছিল। মনে হই-তেছিল যেন এ জীবনে কখনও কল্পনাতেও দুঃখ যন্ত্রণার সংস্পর্শ হয় নাই। যেন ঐরূপ আনন্দ ও প্রীতির উচ্ছ্বাসেই সমস্ত জীবন অতিবা-হিত হইয়াছে। আমি যথারীতি প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে সেই দিনের কর্ম্মের উপদেশ লইবার জন্য ক্যাপ্তেন টার্নবুলের নিকট গমন করি-লাম। তিনি দৈনন্দিন কর্ম্মের অনুজ্ঞা প্রদান করিয়া অন্যত্র গমন করিলেন। ইত্যবসরে আমিও আপন শিবিরে আসিয়া সকল নিয়মিত কর্ম্ম শেষ করিয়া স্নানাদি সমাপন করিলাম।

এমন সময়ে বাহির হইতে "বাবু, বাবু" এই উচ্চ আহ্বানধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। আমি শ্রবণমাত্র বাহিরে আসিলাম এবং দেখিতে পাইলাম, আমাদেরই জনৈক ট্রান্স্পোর্ট সার্জেণ্ট একটী জলপূর্ণ টিনের টবের মধ্যে একটী অপূর্ব্ব সামুদ্রিক জন্তু ধৃত করিয়া আমার দর্শনার্থ লইয়া আসিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে আরও অনেকে আসিয়াছিলেন। আমি কেমন এক প্রকার কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া সত্বরপদে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। অধিক দূর যাইতে না যাইতেই তাঁহারা আমার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ঐ অদৃষ্ট-পূর্ব্ব জন্তুটী দেখিয়া আমি যার পর নাই প্রীতি অনুভব করিলাম।

দুঃখের বিষয় আমরা পূর্ব্বে ইহার বিষয় কিছুই অবগত ছিলাম না। পরমেশ্বরের বিচিত্র নির্ম্মাণকৌশলের যথেষ্ট প্রশংসাবাদ করিতে করিতে আমরা সকলে ইহার সবিশেষ তত্ত্ব জানিবার জন্য একান্ত উৎসুক হইলাম। অবয়বে ইহা একটী দুই বৎসরের রোহিত মৎস্যের তুল্য দীর্ঘ। ইহার আকৃতি অনেকাংশে কচ্ছপের ন্যায়। রং ময়ূরপুচ্ছসদৃশ নীলিমাময় ও নানা সৌন্দর্য্যে বিভূষিত। বিশেষ রূপে দেখিবার নিমিত্ত আমি জলপাত্রের ভিতর হইতে উহার দেহযষ্টি দুই হস্ত দ্বারা উত্তোলন করিলাম। তখন উহার নির্ম্মল দেহ হইতে চমৎকার রূপের জ্যোতিঃ ফাটিয়া বাহির হইতে লাগিল। আমি প্রায় ৩।৪ মিনিট ইহার সৌন্দর্য্যরাশি মুগ্ধনেত্রে দেখিতে লাগিলাম। এমন সময়ে হঠাৎ আমার সর্ব্ব শরীরে মোহ বোধ হইতে লাগিল, মস্তিষ্ক ঘূর্ণায়মান হইতে লাগিল, সর্ব্বাঙ্গ ঝিম্ ঝিম্ করিয়া একেবারে অবশ প্রায় হইয়া আসিল। তখন সকলে আমার এই দেহবিকার দর্শনে কোন রূপ শারীরিক অসুখের সম্ভাবনা করিয়া আমাকে সযত্নে আমার বিশ্রামস্থানে লইয়া আসিলেন। প্রায় ৫ মিনিটের শুশ্রূষায় আমি আবার আপনাকে সম্পূর্ণ সুস্থ জ্ঞান করিতে লাগিলাম।

ইত্যবসরে ঐ জন্তুটী আমার হস্ত হইতে অন্য এক ব্যক্তির হস্তে অর্পিত হইয়াছিল। আমার সংজ্ঞাপ্রাপ্তির অব্যবহিত পূর্ব্বেই উহারও শরীরে ঐ রূপ ভাবের আবেশ হইতে লাগিল। তখন সকলে উঁহার হস্ত হইতে ঐ জন্তুটী পুনরায় জলপাত্র মধ্যে রক্ষা করিয়া তাঁহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইল। ইনি আরোগ্যলাভ করিলে আমরা বিশেষ রূপে উহার দেহ পরীক্ষা দ্বারা অবগত হইলাম যে, ঐ ক্ষুদ্র জন্তুর শরীরে এরূপ তাড়িত শক্তি আছে যে তাহার দ্বারা উহার অপেক্ষা শতগুণে পুষ্ট এবং বলিষ্ঠ মনুষ্যকে এক মিনিটের স্পর্শমাত্রেই সামর্থ্যহীন ও নিস্পন্দ করিয়া ফেলিতে পারে। আমরা

প্রথমে উহার অপরূপ রূপ দর্শনেই মুগ্ধ হইয়াছিলাম। এক্ষণে উহার এইরূপ আশ্চর্য্য শক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া আরও চমৎকৃত হইলাম। যিনি বিচিত্র শোভার ভাণ্ডার, নানা রত্নের আকর এই অনন্তকায় সমুদ্রকে রচনা করিয়াছেন, তিনি যে এরূপ কত শত অগণ্য আশ্চর্য্য বস্তুতে তাঁহার সাগর, ভূধর, গগনাদি পরিপূরিত করিয়া রাখিয়াছেন তাহার কে ইয়ত্তা করিতে পারে? অতঃপর আমরা সকলে মিলিয়া সেই সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের অনুপম শক্তির অগণ্য প্রশংসাবাদ করত, কেমন করিয়া ঐ অদ্ভুত জন্তুটীকে জীবিতাবস্থায় ভারতে লইয়া গিয়া বন্ধু বান্ধবদিগেকে দেখাইতে পারিব তাহার উপায় উদ্ভাবনে নিযুক্ত হইলাম। ঐ ট্রান্‌স্‌পোর্ট সার্জেণ্টই উহাকে অনেক যত্নে আপনার নিকট রক্ষা করেন। ইহার পর ঐ জন্তুটীর পরিণাম কি হইল সে বিষয় আমি কিছুই অবগত নাহি। কেন না ইহার কিয়দ্দিবস পরেই ঐ সার্জেণ্ট কতকগুলি অশ্বতরী সঙ্গে লইয়া, একখানি ভারতগামী পোতে বোম্বাই যাত্রা করেন। ঐ জন্তুটীও বোধ হয় সঙ্গে আনিয়াছিলেন।

তাহার পর অল্প অল্প করিয়া আর একদল অশ্বতরী ভারত সেনা-সহ অন্য পোতে ভারতযাত্রা করিল। সর্ব্ব শেষ কেবল আমি এবং কতকগুলি নিতান্ত দুর্ভাগ্য ভারত সন্তান কাপ্তেন টার্ণবুলের অধীনে রহিয়া গেলাম। আমাদের আর স্বদেশ গমনের সুযোগ সত্বর হইয়া উঠিল না। প্রতিদিন নূতন জাহাজের দর্শন লালসায় ডকের দিকে বেড়াইতে যাইতাম ও কোন নবাগত জাহাজ ভারত উদ্দেশে-যাইবে কি না তাহার অনুসন্ধান লইতাম। কিন্তু আমার স্বদেশ যাত্রার আশা অনেক দিন পর্য্যন্ত অপূর্ণ রহিয়া গেল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

মিশর পরিত্যাগ।

আমাদের দুঃখের দিন ক্রমে শেষ হইয়া আসিল। পরমেশ্বর দুঃখী মিশরযাত্রিগণকে এইকালে এক অভাবনীয় উপায়ে কাপ্তেন টার্নবুলের নির্ম্মম হস্ত হইতে রক্ষা করিলেন। ঈশ্বর জানেন কি জন্য কাপ্তেনের বিবি ইঁহাহইতে স্বতন্ত্র বাস করিতেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে জনরব যাহা ঘোষণা করিত তাহাতে টার্নবুলের নিষ্ঠুর প্রকৃতিতে আরও গাঢ় কলঙ্ক ঢালিয়া দিয়াছিল। যাহা হউক এই সময়েই তথায় কাপ্তেনের স্ত্রী আসিয়া উপস্থিত হন। অনেক-দিনের পর পরস্পর পুনর্মিলিত হইয়া উভয়ের হৃদয় যেন গলিয়া এক হইয়া গেল। রমণীর কোমলতা কাপ্তেনের কঠিন প্রাণকেও একটু কোমলতর করিয়া তুলিল। আমরা অবিরত যে নিষ্ঠুরতায় পেষিত হইতেছিলাম, ঐ দয়াময়ী রমণীর শুভাগমনাবধি তাহার অনেক শমতা হইয়া আসিল। এই আকাশ ঘোর তমসাচ্ছন্ন হইয়াছে, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বিদ্যুৎ চমকিয়া মর্ত্ত্যবাসীর হৃদয় কম্পিত করিয়া তুলিতেছে, অন্ধকারে কিছুই নয়নগোচর হইতেছে না, আবার ক্ষণপরেই দেখি এ সকল ভীম শক্তি এক মহাশক্তিতে লয় পাইয়াছে। যে গগনে ক্ষণপূর্ব্বে অন্ধকার ও অশান্তি বিরাজ করিতেছিল, তথায় মুহূর্ত্ত পরে দেখিতে পাই পূর্ণচন্দ্র বিমল কিরণে বিরাজিত হইয়াছেন এবং আপন মনোরম স্নিগ্ধ রশ্মিতে জগদ্বাসি-গণের হৃদয়ে শান্তি, সুখ ঢালিয়া দিতেছেন। কাপ্তেন টার্নবুল আপন মনোরমা সহধর্ম্মিণীসহবাসে সুখে উপকূলের নানা স্থানে বিচরণ করিতে লাগিলেন। আমরাও কিছুকাল তাঁহার অত্যাচার হইতে মুক্ত হইলাম।

এই সময় সংবাদ আসিল ২।৩ দিবসের মধ্যেই একখানি প্রকাণ্ডকায় বাষ্পীয় পোত আসিয়া আমাদের সকলকে ভারতে লইয়া যাইবে। তখন আশার তেজস্বিনী শক্তিতে ক্ষণকাল মুহ্যমান হইয়া গেলাম। একে একে হৃদয়ে আশার তরঙ্গ উঠিতে লাগিল। এক একবার মনে হইতে লাগিল যেন নিরাপদে ভারতে উপস্থিত হইয়াছি, নির্ব্বিঘ্নে নিজ আলয়ে আসিয়া সকলের সঙ্গে পুনরায় মিলিত হইয়াছি; সাধের বাগানে আত্মীয়বর্গের সহিত এক স্বরে, এক প্রাণে কত আনন্দের সঙ্গীত গাহিতেছি, কত দুঃখের গল্প তাঁহাদিগকে শুনাইতেছি! কত কথা, কত ভাব, কত উচ্ছ্বাস যুগপৎ হৃদয়ে উৎপন্ন ও বিলীন হইতে লাগিল। এইরূপে আনন্দে ভাবের সাগরে নিমগ্ন আছি, এমন সময় কাপ্তেন টার্নবুল হাসিতে হাসিতে আসিয়া বলিলেন, "বাবু এত দিনে বুঝি তোমাদের দেশে গমন ঠিক্ হইল। বাষ্পীয় পোত "রসশায়ার" আজ কি কাল সন্ধ্যার সময় এখানে উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে ভারতে লইয়া যাইবে।" এই সমাচার দিয়া তিনি স্থানীয় প্রধান সামুদ্রিক কর্ম্মচারীকে ভারতগামী অশ্ব, অশ্বতরী ও অন্যান্য আসবাবের তালিকাসহ একখানি চিঠি লিখিবার আদেশ প্রদান করত আপন শিবিরোদ্দেশে গমন করিলেন। আমি কালবিলম্বব্যতিরেকে তালিকা সহ একখানি চিঠি লিখিয়া সাহেবের নিকট প্রেরণ করিলাম। সেই দিনই উত্তর আসিল, "আগামী কল্য সন্ধ্যার সময় "রসশায়ার" বন্দরে পৌছিবে ও পরদিবস আরোহী ও আসবাব গ্রহণ করিয়া সন্ধ্যার সময় ভারত উদ্দেশে উপকূল পরিত্যাগ করিবে।"

সে রজনী কিরূপ উন্মত্ত ভাবে কাটাইয়াছিলাম, তাহা বর্ণন করা যায় না। এক কথায়, এমন উদ্বেলভাব আমি আর কখনও হৃদয়ঙ্গম করি নাই। পরদিন সূর্য্যোদয়কালে বোধ হইল যেন আমার সমস্ত জীবনের মধ্যে এমন দীর্ঘ রজনী আর কখনও

হয় নাই। যাহা হউক, উৎসাহে, আনন্দে, সে দিন আমার এই ক্ষীণদেহে মদমত্তহস্তীর বল সঞ্চরিত হইল। আমি স্বয়ংই সমস্ত আফিসসংক্রান্ত দ্রব্যাদি, নিজের জিনিস পত্র এবং সাহেবেরও কতকগুলি দ্রব্য প্যাক্ করিয়া দিলাম। এতদ্ভিন্ন ইতস্ততঃ সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলাম। যথা সময়ে জাহাজ আসিল। একে একে সকল দ্রব্য জাহাজে উত্তোলিত হইতে লাগিল। অশ্বতরী সকল উঠাইবার সময় একটী অশ্বতরী হঠাৎ ভয় পাইয়া লম্ফ দ্বারা জলে পড়িয়া গেল। অমনি চারিদ্দিক্ হইতেই সকলে চীৎকার করিয়া জলমগ্ন অশ্বতরীর উদ্ধার বাসনায় ব্যস্ত হইয়া উঠিল। কয়েকজন মিলিয়া একখানি ক্ষুদ্র ছিপে আরোহণ করিয়া ভাসমান অশ্বতরীর দিকে প্রধাবিত হইল ও বহু যত্নে তাহাকে পুনরয়ি উঠাইয়া আনিল। এইরূপে উল্লাসে, উৎসাহে সমস্ত পদার্থ পোতস্থ করিতে প্রায় রজনী এক প্রহর অতীত হইল। ঠিক্ দুই প্রহরের সময় যখন আর কেহই তথায় রহিল না, তখন আমাদের জাহাজ সুয়েজ উপকূলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া ভারত উদ্দেশে যাত্রা করিল। আমরা যে সুয়েজে প্রায় এক মাস অতিবাহিত করিলাম, যেখানে কত হতভাগ্য ভারতসন্তান অবিরল নয়নজলে সমুদ্রকূল সিক্ত করিয়াছে, আজ সে স্থান পরিত্যাগ করিতে তাহাদের কত যে আনন্দ বোধ হইতে লাগিল, তাহার ইয়ত্তা নাই, পরিমাণ নাই। আনন্দে পরমেশ্বরের নাম লইতে লইতে স্বদেশগমনার্থী মিশরযাত্রিগণ সে রজনী পোতবক্ষে ঘুমাইয়া পড়িল। আমিও বিনা শয্যায়, বিনা আহারে তাহাদের মধ্যে নিদ্রিত হইলাম।

পর দিবস প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গে দেখিলাম, আমাদের জাহাজ খানি দ্রুত-গতিতে লোহিতসাগরের অনন্ত ঊর্দ্মিময়ী জলরাশি ভেদ করিয়া চলিয়া যাইতেছে। চারি দিকেই উত্তাল-তরঙ্গপূর্ণ অনন্ত সমুদ্র। সুনীল, অপার জলরাশি আপন দিগন্ত-প্রসারিত বক্ষে ঊর্দ্মির পর

ঊর্ম্মি তুলিতেছে। একটী উচ্ছ্বাসের পর আর একটী প্রকাণ্ড উচ্ছ্বাস আসিয়া ক্ষিপ্তের ন্যায় নাচিতে নাচিতে, ভাসিতে ভাসিতে যূথি জাতি, মল্লিকা পুষ্পের কোমল শ্বেত স্তবক ছড়াইতে ছড়াইতে অনন্তের দিকে ভাসিয়া যাইতেছে। অতুল শোভার আকর অনন্ত সমুদ্র বিভিন্ন প্রকার রমণীয় দৃশ্যে বিরাজমান। ক্রমে সূর্য্যদেব আপন গন্তব্য স্থানে যাইবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন। এই সময়ে সাগর-মধ্যে প্রকৃতি কি চমৎকার মনোহারিণী মূর্ত্তিতে বিরাজ করেন, তাহা হৃদয়ই অনুভব করিতে পারে। এ লৌহময় লেখনী সে সুন্দরতম চিত্র আঁকিতে সম্পূর্ণ অশক্ত।

আমার পূর্ব্ব কথিত জাহাজ বাস অপেক্ষা এবারে আরও অনেকগুলি অসহ্য ক্লেশ সহিতে হইয়াছিল। কাপ্তেন টার্নবুলের বিষ-নয়নে পড়িলে আর কাহারও রক্ষা ছিল না। আমার ভাগ্যেও তাহাই ঘটিয়াছিল। আসিবার কালে আমরা ক্যাবিনে স্থান পাইয়াছিলাম, এবার কাপ্তেন টার্নবুলের বিষ নয়নে পড়িয়া আমাকে ঠিক্ এঞ্জিনগৃহের উপর স্থান গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। আসিবার কালে ২। ৩টী সঙ্গী ছিল, এবার একাকী। কথা কহিবার লোক কেহ ছিল না। দিবসে অসহ্য রৌদ্র ও রজনীতে হিমের ভয়ানক ক্লেশ অতি কষ্টে সহিতে হইয়াছিল। সাহেব বাহাদুর রাজবাটীর ন্যায় একটী প্রশস্ত গৃহে সস্ত্রীক বাস করিতেন। আর আমরা যে অসহনীয় ক্লেশে জীবন্মৃত হইতাম, তাহাতে তাঁহার দৃক্পাতও হইত না। বরং বিনা কারণে শত শত কঠোর দণ্ড প্রদানে জ্বালাতন করিতেন। এইরূপে মহা ক্লেশে দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল।

এডেন ও সুয়েজের মধ্যে কেবল অতলস্পর্শ লোহিত সমুদ্র। এক দিন প্রবল ঝটিকার বেগে এই লোহিত সমুদ্রে আমাদের জাহাজ এত হেলিতে দুলিতে লাগিল ও প্রবল তরঙ্গমালার এমনি ভীম

ঘাত প্রতিঘাত প্রাপ্ত হইতে লাগিল, যে আমরা কোনরূপে স্থির থাকিতে পারিলাম না। উত্থিত জলরাশি জাহাজের উপর দিয়া প্রবল বেগে বহিয়া যাইতে লাগিল। আমরা সকলে বড় ভীত হইলাম। বায়ুর বেগ ক্রমশঃ আরও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, মুষলধারে বৃষ্টিও পড়িতে আরম্ভ হইল। ইহার কিয়ৎক্ষণ পরেই দেখি আমরা একটা দ্বীপের সন্নিকটে আসিয়াছি। যতই দ্বীপের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম, তরঙ্গ ভয়ানক বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বোধ হইল, দ্বীপমুখে পড়িয়া নিমেষের মধ্যেই এই প্রকাণ্ড বাষ্পীয় পোত চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। আমি দুর্য্যোগ দৃষ্টে ভীত হইয়া জাহাজের প্রধান কাপ্তেনের নিকট গেলাম এবং জিজ্ঞাসা করিলাম, আমরা এ কোন্ স্থানে আসিয়াছি এবং তুফানে আমাদের কি উপায় হইবে? জাহাজের কাপ্তেন অতি ভদ্রলোক ছিলেন। তিনি আমার আশঙ্কা বুঝিতে পারিয়া মধুরস্বরে বলিতে লাগিলেন, "এটী দ্বাদশ দ্বীপের মধ্যবর্ত্তী স্থান। এস্থানে সর্ব্বদাই তুফান হইয়া থাকে। অল্প পরেই দেখিতে পাইবে, দুই তিন খানি জাহাজ এইখানে মারা গিয়াছিল, আজিও তাহাদের ভগ্ন দেহ দ্বীপকূলে লগ্ন রহিয়াছে।" দেখিতে দেখিতে আমরা দ্বীপপুঞ্জের অতি নিকটে পৌঁছিলাম। ঐ সময় অতিশয় ভয়ানক তরঙ্গোচ্ছ্বাস হইতে লাগিল। ডেকের উপর দিয়া তরঙ্গপ্রবাহ ঘন ঘন বহিয়া যাইতে লাগিল, আকাশে মুহুর্মুহুঃ বিদ্যুল্লতা চমকিতে লাগিল। আমরা শঙ্কাকুল হৃদয়ে সকলেই সেই সর্ব্বশক্তিমান্ একমাত্র উদ্ধার কর্ত্তা ঈশ্বরের কতই স্তুতি করিতে লাগিলাম। এইরূপ ভীষণ অবস্থায় প্রায় ৪ ঘণ্টা কাটিয়া গেল।

ক্রমে আমরা দ্বাদশ দ্বীপপুঞ্জ অতিক্রম করিলাম। সুয়েজ হইতে যাত্রার পর কেবল তিন দিবস মাত্র সুবাতাস বহিয়াছিল, তাহার পর বায়ুর গতি মন্দ হইয়া যায়। অদ্য (৪র্থ দিবস) বৈকালে তুফান অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। জাহাজস্থ সকলেরই যার পর নাই কষ্ট

হইতে লাগিল। বিশেষতঃ যাহারা ডেকে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহাদের ক্লেশের আর সীমা ছিল না। ভীষণাকার তরঙ্গাভিঘাতে জাহাজ-বক্ষঃ ক্রমাগত আন্দোলিত হইতে লাগিল, ইহার উপর উচ্ছ্বসিত বারি জাহাজ মধ্যে মুহুর্মুহুঃ প্রবাহিত হইয়া ডেকের প্রত্যেকেরই জীবন-সংশয় করিয়া তুলিতে লাগিল। অপরাহ্নে বায়ুর গতি একটু শান্ত বোধ হইল।

ঐ দিবস রাত্রি ৯টার সময় আমি নিরূপিত স্থানে আপন শয্যা বিছাইয়া শয়ন করিলাম ও অল্পক্ষণ পরেই নিদ্রাভিভূত হইলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ত্রিতল ডেকে এঞ্জিন গৃহের ঠিক্ উপরেই আমাকে রাত্রে শয়ন করিতে হইত। রজনী দ্বিপ্রহরের সময় আবার বায়ুর গতি পরিবর্ত্তিত হইল। সমুদ্রে ভয়ানক তরঙ্গ উঠিতে লাগিল, জাহাজের সর্ব্বত্রই ভয়কোলাহল উত্থিত হইল। শ্বেতকায় মহাপুরুষগণ তখনও আপন আপন রম্য সুখসেব্য গৃহে বিশ্রাম করিতেছেন। আমরা সকলে ভয়ে, ক্লেশে, সমুদ্রস্থিত তরঙ্গের আঘাতে হাহাকার করিতেছি। বায়ু প্রচণ্ডতেজে জাহাজের পশ্চাদ্দেশে এরূপ প্রবলতর রূপে আঘাত করিতে লাগিল যে তদ্দ্বারা পশ্চাতের প্রায় তৃতীয়াংশ ভাগ পর্য্যন্ত জলমগ্ন হইতে লাগিল ও তৎপরিমাণে সম্মুখ ভাগও উর্দ্ধে উঠিতে লাগিল। এইরূপে ক্রমাগত উঠিতে পড়িতে জাহাজ অগ্রসর হইতে লাগিল। ইহার সঙ্গে সঙ্গে তরঙ্গ-স্রোতঃ আসিয়া ডেকের লোকগুলির উপর বড় পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিল। নীচের কোলাহলে আমারও নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল, এই সময়ে একবার দ্বিতল ডেকের প্রতি দৃষ্টি করিয়া আতঙ্কে আমার প্রাণ উড়িয়া গেল। দেখিলাম, ডেকের উপরে জল থই থই করিতেছে। পশু, মনুষ্য একত্রে জড়াজড়ি, গড়াগড়ি করিতেছে। একটীর পর আর একটী তরঙ্গ আসিতেছে, আর অমনি ভীষণ চীৎকার করিতে করিতে অশ্বও অশ্বতর সকল দূরে প্রক্ষিপ্ত হইতেছে ও বিকট শব্দে, শ্রবণকারীর প্রাণ কম্পিত করিয়া

তুলিতেছে। আমার সম্মুখেই এই দ্বিতল ডেক। আমি এই সকল লোমহর্ষণ ব্যাপার প্রত্যক্ষ দর্শন করিতে লাগিলাম। যে সকল নিম্নশ্রেণীর কর্ম্মচারী ঐ ডেকে আশ্রয় পাইয়াছিল, তাহারাও ঐরূপে দলে দলে কষ্ট পাইতে লাগিল। তাহাদের এই অসহনীয় দুর্দ্দশা দেখিয়া আমার প্রাণ ফাটিয়া যাইতে লাগিল। আমি কাতর প্রাণে অবিরাম ঈশ্বরকে ডাকিতে লাগিলাম। ফলে আমাকেও অধিকক্ষণ এই দুঃখের অবস্থা দেখিতে হইল না। ঐ সময় বায়ুর তেজ এত প্রবর্দ্ধিত হইতেছিল যে মুহূর্ত্ত মধ্যে তরঙ্গের আকার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া পর্ব্বত প্রমাণ এক একটী তরঙ্গ আসিয়া জাহাজের দ্বিতল ডেকে পড়িতে লাগিল। হঠাৎ একটী তরঙ্গ আসিয়া আমাকে একেবারে নীচে নিক্ষেপ করিল।

আমি সম্মুখে থাকায় আমাকেই সর্ব্বাগ্রে পড়িতে হইয়াছিল। আমি ত্রিতল ডেকের উপর হইতে বহু নিম্নে দ্বিতীয় ডেকের একটী উত্থিত ফলকের উপর সজোরে পড়িয়া গেলাম। ঠিক্ সেই স্থানেই একটী অশ্বতর দাঁড়াইয়াছিল। সৌভাগ্য-ক্রমে আমার একটী পা তাহার পশ্চাতের দুই পায়ের মধ্যে জড়াইয়া যাওয়াতে আমি সমুদ্রে পতিত হইলাম না। সমুদ্রে ডুবিলাম না বটে, কিন্তু পড়িয়া গিয়া যে ভয়ানক আঘাত লাগিয়াছিল, তাহাতে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িলাম। আমি সংজ্ঞাশূন্য অবস্থায় অশ্বতরের পার্শ্বে পড়িয়া রহিলাম। উচ্ছ্বসিত জলস্রোত আমার উপর দিয়া বহিয়া যাইতে লাগিল।

নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখি, দ্বিতল ডেকের একটী সঙ্কীর্ণ জলপ্রণালীর উপর আমি পড়িয়া রহিয়াছি। বহু কষ্টে ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। আমাকে উঠিতে দেখিয়া নিকটবর্ত্তী কয়েকটী লোক সসম্ভ্রমে আমার সাহায্য করিতে দৌড়িয়া আসিল। তাহাদের মুখ দেখিয়া বোধ হইল, তাহারাও অনেক কষ্ট সহ্য করিয়াছে। তাহাদের পরিচ্ছদ ও দেহে তাহার স্পষ্ট চিহ্ন দেখিতে পাইলাম।

তবে তাহারা কেহ আমার মত ওরূপ পতনজনিত গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হয় নাই। তাহাদের সাহায্যে আমি আপন স্থানে আসিলাম। একটু বসিয়া আস্তে আস্তে যেখানে আমার শয্যা ও দ্রব্যাদি ছিল তথায় গমন করিলাম। গিয়া দেখি প্রচণ্ড ঝড়ের প্রভাবে আমার যাহা কিছু তথায় ছিল, সকলি উড়িয়া গিয়াছে। বিছানা, জুতা, ইত্যাদি দ্রব্যের কিছুই দেখিতে না পাইয়া আমার প্রাণ উড়িয়া গেল। উপরে গিয়া আর্দ্র বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া একটু শয়ন করিবার আশায় আসিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাতে একেবারে নিরাশ হইতে হইল। সেই স্থানে, সেই ক্ষত দেহে, মর্ম্মবেদনার ভীষণ যন্ত্রণায় অন্তরে দগ্ধ হইতে হইতে আর্দ্রবস্ত্রেই শুইয়া পড়িলাম। সাহেব বাহাদুর আমার দুরবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া গেলেন, কিন্তু একবার একটা কথাও জিজ্ঞাসা করিলেন না। আমি সেই ঘোর যন্ত্রণায় মনের দুঃখে সমস্ত রজনী তথায় পড়িয়া রহিলাম। প্রভাতে অনেক অনুসন্ধানে আমার ২।১টী পোষাক এবং একটী তোষক মাত্র পাওয়া গেল। আর কিছুই পাওয়া গেল না। সকলই ভাসিয়া গিয়াছিল। ইত্যগ্রে আমি কখনই শূন্যপদে নিমেষের তরেও চলি নাই। কিন্তু সেই দিন হইতে সামান্য পরিচারকের অপেক্ষাও হীনবেশে শূন্য মস্তকে, শূন্য পদে থাকিতে হইল। ইহাতে যে কত ক্লেশ সহিতে হইয়াছিল তাহা বলিয়া জানাইতে পারি না। সুন্দর সুন্দর নানা বিদেশীয় দ্রব্যে পূর্ণ পোর্টমেণ্টটী যাওয়ায় অত্যন্ত মনের কষ্ট হইল। তাহাতে দেশের প্রিয়জনদিগের প্রীত্যর্থে কত রকম কাইরোজাত মনোহর দ্রব্য আনিয়াছিলাম তাহার সংখ্যা ছিল না। এইরূপ দুঃখে আমাকে প্রায় ১৫ দিন অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল। এইরূপ হীনবেশে ও দারুণ মনের ক্লেশে আমাকে বোম্বাই পর্য্যন্ত আসিতে হয়।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

আত্মদুঃখকাহিনী ও স্বদেশ প্রত্যাগমন।

প্রিয় পাঠক! এত দিন অন্যের দুঃখের কথায় তোমার মন অধিকার করিয়াছিলাম, এক্ষণে কিছু আত্ম দুঃখের বিবরণ বলিয়া আপন হৃদয় শান্ত করিব মনে করিয়াছি। সুয়েজ হইতে বোম্বাই আসিবার কালে এক এক নিমেষে আমাকে যে যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইয়াছিল তাহা বোধ হয় এ পর্য্যন্ত কেহ কখনও সহ্য করেন নাই। প্রতিদিনের যন্ত্রণা বর্ণন করিতে গেলে হয়ত বিষয়টী অনেক দীর্ঘ হইয়া যাইবে, তাই তাহার দুই একটী ক্ষুদ্র অংশ বলিয়া আমার প্রস্তাব সম্পূর্ণ করিব, সঙ্কল্প করিয়াছি। কাপ্তেন টার্নবুল আমাকে আসিবার কালে সেই দীর্ঘ পথ অতিবাহনের জন্য কোনও প্রকার যান প্রদান করেন নাই। সুতরাং কাইরো হইতে সুয়েজ অন্যূন এক শত ক্রোশ বালুকাবর্ত্ম আমাকে, অসীম ক্লেশে পদব্রজেই অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। তাহার পর সুয়েজে আসিয়া ভাবিয়াছিলাম, অতঃপর আমার সকল দুঃখের অবসান হইল। কিন্তু দুঃখ শেষ হওয়া দূরে থাকুক, সুয়েজে আসিয়া তাহার চতুর্গুণ দুঃখ ও অবমাননা বৃদ্ধি পাইল। এই সময় মনে হইত একবার ভারতগামী পোতে আরোহণ করিলে পর আর এ সকল কষ্ট সহ্য করিতে হইবে না। তখন এ সকল দুঃখ চলিয়া যাইবে। কিন্তু অদৃষ্ট ক্রমে তখনও দুঃখের হ্রাস হইল না, বরং নানা রকমে আমার জীবনসঙ্কট উপস্থিত হইল।

প্রথমতঃ জাহাজে উপযুক্ত বাসস্থান পাইলাম না। দ্বিতীয়তঃ সারাদিন একটী এক হস্ত পরিমিত সঙ্কটাপন্ন অপ্রশস্ত স্থানের উপর থাকিতে হইত। তৃতীয়তঃ মস্তকোপরি সূর্য্যের উত্তাপ,

হৃদয়ে কাপ্তেনের ভয় এবং নিম্নদেশে এঞ্জিনের উত্তাপে আমার শরীর শুখাইয়া যাইত এবং কিছুমাত্র আহারে প্রবৃত্তি থাকিত না। ইহার উপর কোন কোন দিন কাপ্তেন টার্‌নবুল আমাকে এমনি অনর্থক কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন যে তাহাতে সমস্ত দিবস রজনী দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কাটিয়া যাইত। ইহা ভিন্ন নিষ্ঠুর কাপ্তেন মধ্যে মধ্যে আমার নিয়মিত আহার বন্ধ করিয়া দিতেন। একে শরীরে বস্ত্র নাই, মস্তকে টুপী নাই, পায়ে জুতা নাই; তাহাতে আবার অন্নের অভাব, শয়নের বিছানার অভাব, শুইতে একটু প্রশস্ত স্থানও নাই; তাহার উপর কাপ্তেন টার্‌নবুলের নৃশংস অত্যাচারে দিন দিন আমার জীবন সংশয় হইতে লাগিল।

একদিন রজনী দ্বিপ্রহরের সময় চুপ্‌ করিয়া পড়িয়া আছি, অনন্ত আকাশের সহিত আপন অনন্ত দুঃখের তুলনা করিতেছি, এমন সময় কাপ্তেন টার্‌নবুলের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম। দাস-গণ স্ব স্ব স্থানে নির্দ্দিষ্ট প্রহরায় নিযুক্ত আছে কি না দেখিবার জন্য তিনি এই নিশীথে বাহির হইয়াছেন। বেড়াইতে বেড়াইতে সাহেব ক্রমে আমার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং আমাকে ডাকিলেন। আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকট গিয়া দাঁড়াইলাম। পাছে আমি শয়ন করিয়া রজনী সুখে কাটাই, এজন্য আমাকে এবার ক্যাবিনে স্থান দেন নাই। এক্ষণে সেই ক্ষুদ্রতম স্থানেও কোনরূপে শুইয়া রহিয়াছি, ইহা তাঁহার প্রাণে বড় ভাল লাগিল না। তিনি কতক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া আমায় বলিলেন, "বাবু এই মুহূর্ত্তেই তুমি সকল ট্রান্সপোর্ট দাসগণের একটী বিবরণ পুস্তক প্রস্তুত করিয়া দাও।" সে কার্য্যটী সম্পূর্ণ করিতে অন্ততঃ এক সপ্তাহ সময় আবশ্যক। আমি বলিলাম, 'সাহেব, আমি এই মুহূর্ত্তেই ঐ কার্য্য আরম্ভ করিব। কিন্তু ইহা সমাধা করিতে এক সপ্তাহ সময় লাগিবে। প্রথমতঃ আমাকে সকল শ্রেণীস্থ কর্ম্মচারিগণের টিকিট একত্রিত করিতে হইবে এবং

তাহা হইতে সকল বিবরণ সংগ্রহ করিয়া বিবরণপুস্তক প্রস্তুত করিতে হইবে। সুতরাং ইহা এই মুহূর্ত্তেই হইতে পারে না।' বোধ হয়, আমার উত্তর সাহেবের বড় ভাল লাগিল না। তিনি আমার কথায় কর্ণপাত না করিয়া তাঁহার গৃহের পার্শ্ববর্ত্তী একটী ক্যাবিনে একটী অত্যন্ত ক্ষুদ্র টেবিলের উপর আমাকে ঐ কার্য্য আরম্ভ করিতে বলিলেন। আমি তদনুসারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম। পরে আমাকে ক্যাবিনে বন্ধ করিয়া তিনি আপন বাসকক্ষে গমন করিলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, "আমি আসিয়াই উহা প্রস্তুত দেখিতে চাই।"

যে টেবিলের উপর আমাকে কার্য্য করিতে হইবে, সেটী এত ক্ষুদ্র যে অতি ক্লেশে তাহার উপর এক খানি পুস্তক রাখিয়া লেখা যায়। তাহাতে আলো এরূপ স্তিমিতভাবে জ্বলিতেছিল যে বহু কষ্টে এবং বহুক্ষণের পর কিয়দংশ মাত্র আদর্শ কাগজ পাঠ করিতে সক্ষম হইলাম। এইরূপে প্রায় আড়াই ঘণ্টা অবিরত কর্ম্ম করিয়া কার্য্য অতি অল্পই অগ্রসর হইল। রজনী ৩টার সময় সাহেব আবার আমার গৃহে আগমন করিলেন। তিনি আমার কার্য্যের অবস্থা দেখিয়াই একেবারে জ্বলিয়া উঠিলেন এবং অকস্মাৎ আমার নাসিকার উপর এমন একটী মুষ্ট্যাঘাত করিলেন যে আমি তথায় ঘূরিয়া পড়িয়া গেলাম; নাসিকারন্ধ্র হইতে অবিরল ধারায় রক্ত ঝরিতে লাগিল। ইহার উপর পুনরায় মারিবার উপক্রম দেখিয়া আমি জ্ঞানশূন্যপ্রায় হইলাম, আমার দেহের প্রতিশিরায় রক্ত দ্রুত বহিতে লাগিল। তখন আমার মস্তিষ্ক ঘুরিতেছিল, আমি ঐ নীচ পামরের নিষ্ঠুরতার প্রতিশোধ লইতে উদ্যত হইলাম। কিন্তু কে যেন আমার উদ্যমে বাধা দিল। আমি নিরস্ত হইলাম। নাসিকার বেদনা ও হৃদয়ের যাতনায় আমার আপাদ মস্তক জ্বলিতে লাগিল। কিন্তু ঐ ঘোর অবমাননা সহ্য করিয়াও আমি কার্য্য করিতে বাধ্য

হইলাম। আমার মনের ভাব বুঝিতে ঐ পামরের অধিকক্ষণ লাগিল না। সে তৎক্ষণাৎ আমাকে লৌহের হাতকড়িতে আবদ্ধ করিবার জন্য জনৈক ট্রান্স্‌পোর্ট সারজেণ্টকে ডাকিল। সে ব্যক্তি অবিলম্বে উহা আনয়ন করিয়া সাহেবের নিকট রাখিয়া তাহার ইঙ্গিতানুসারে স্বস্থানে প্রস্থান করিল। আমি নীরবে কর্ম্ম করিতে পুনঃপ্রবৃত্ত হইলাম। সাহেবও হাতকড়ির ভয় দেখাইয়া আপন শয়নাগারে প্রস্থান করিল।

সমস্ত রজনী নানা অসুবিধা ও ক্লেশ সহ্য করিয়া যে কার্য্য সম্পন্ন করিলাম, কাপ্তেন টার্‌নবুল অতি প্রত্যুষেই তাহা পরীক্ষা করিলেন। পরে আমাকে ক্লেশের উপর ক্লেশে নিমগ্ন করিবার নিমিত্ত এরূপ কতকগুলি অনাবশ্যক কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন, যে দিনের পর দিন, রজনীর পর রজনী যাইতে লাগিল, আমার কর্ম্মেরও শেষ হইল না, ক্লেশেরও অবসান হইল না। আমাদের জাহাজ যে পর্য্যন্ত না বোম্বাই পৌছিল সে পর্য্যন্ত কিরূপ ভাবে দিনযামিনী চলিয়া গিয়াছে তাহা আমার জ্ঞান ছিল না। নানা প্রকার অবমাননার ভয়ে আমার ক্ষুৎপিপাসা ও নিদ্রা চলিয়া গিয়াছিল। এই অবিরত পরিশ্রমের সময়েও কাপ্তেন টার্‌নবুল আমার প্রতি এবম্বিধ অভদ্রোচিত ব্যবহার করিয়াছিলেন, যে তাহা এক্ষণে বলিতেও আমার লজ্জা ও দুঃখের সঞ্চার হইতেছে।

বোম্বাই হইতে মিশর যাত্রাকালে শরীরের অসুখ হেতু মনে মনে আশা করিয়াছিলাম, প্রত্যাবর্ত্তন কালে বিবিধ সামুদ্রিক শোভা দেখিতে দেখিতে আসিব; না তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত হইল। কোথায় প্রকৃতির মনোমোহন মূর্ত্তি হৃদয় পটে আঁকিতে আঁকিতে আনন্দভরে দেশে আসিব, না আমাকে অভাবনীয় দুঃখে দিনযামিনী অতিবাহিত করিতে হইল, এবং অহরহঃ কাপ্তেন টার্‌নবুলের নির্ম্মম কঠোর মূর্ত্তি ভিন্ন আমার আর কোন ভাবিবার বিষয় রহিল না।

অক্টোবরের মধ্যভাগে আমরা এডেনে পৌঁছিলাম। এখানে কয়েকজন আরোহী তীরে অবতরণ করিলেন। শ্বেতাঙ্গ পুরুষ রমণী অধিকাংশই আদমসহর পর্য্যবেক্ষণার্থ ক্ষুদ্র ছিপসহযোগে তীরে গেলেন। আমিও জুতা ও টুপী ক্রয় করিবার নিমিত্ত সাহেবের অনু-মতি প্রার্থনা করিলাম। আমার প্রার্থনা গ্রাহ্য হইল না; আমি জাহাজে বসিয়াই দূর হইতে নগর শোভা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা সমাগত হইল, একে একে আকাশে নক্ষত্র মালা ফুটিতে লাগিল, আর সম্মুখবর্ত্তী অপূর্ব্ব নগরটীও আলোকমালায় সজ্জিত হইয়া সাগর বক্ষে শোভা পাইতে লাগিল। যাঁহারা নগর-পরিদর্শনে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা কত রকম আনন্দ উপভোগ করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। আর আমি প্রকৃতিসুন্দরীর অপূর্ব্ব নৃত্য দেখিয়া আপন দগ্ধ প্রাণ শান্ত করিতে লাগিলাম।

সকলে জাহাজে আসিলে যাত্রার আয়োজন হইতে লাগিল। বাষ্পীয়যান গমনার্থ প্রস্তুত হইলে, গণনা দ্বারা দেখা গেল একজন এপথিকারী এ পর্য্যন্ত আসিতে পারেন নাই। আহ্বানসূচক তূর্য্যনাদ বার বার ধ্বনিত হইল, কিন্তু এপথিকারীর দেখা নাই। হতভাগ্য যুবা কূলের সন্নিকটে ছিপ না পাইয়া আসিতে পারিতেছে না। প্রায় এক ঘণ্টা তাহার নিমিত্ত বৃথা অপেক্ষা করিয়া জাহাজ চলিতে আরম্ভ করিল, এমন সময় অদূরে একটী আলোকশিখা হেলাইতে হেলাইতে একখানি ছিপ তীরবেগে আমাদের জাহাজের উদ্দেশে আসিতেছে দৃষ্ট হইল। আমরা পরিত্যক্ত এপথিকারীটীর জন্য উৎকণ্ঠিত ছিলাম, ঐ ছিপ-খানি তাহারই হইবে ভাবিয়া জাহাজের গতি স্থির করা হইল। দেখিতে দেখিতে ছিপখানি আমাদেরই জাহাজের পার্শ্বে আসিয়া লাগিল। বলা অনাবশ্যক যে আগন্তুক ব্যক্তি এপথিকারী সাহেব। তিনি প্রধান কর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট যৎপরোনাস্তি তিরস্কৃত হইলেন। আমার সাহেব তাঁহার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করিবেন বলিয়া কতই ভয়

প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। এদিকে জাহাজ সুবাতাস পাইয়া বায়ু-বেগে সাগরহৃদয় ভেদ করিয়া গমন করিতে লাগিল।

আদম ত্যাগের সপ্তাহ পরেই আমরা বোম্বাই বন্দরের নিকটবর্ত্তী হইলাম। দূর হইতেই অতুল সমৃদ্ধিশালী বোম্বাই নগরীর উচ্চ চূড়া নয়নগোচর হইতে লাগিল। বেলাতিশেষে আমাদের জাহাজ প্রিন্সেস্ ডকে গিয়া লাগিল। আমাদের সম্বর্দ্ধনার্থ বোম্বাই ট্রান্স্‌-পোর্ট ছাউনী হইতে অনেকগুলি লোক জন উপস্থিত ছিল। তাহাদের মধ্যে আমার একটী পরিচিত লোক ছিলেন। তিনি পূর্ব্বে আমার সহযাত্রী হইয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে কাপ্তেন টারন্‌বুলের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া আমাদের অগ্রেই সুয়েজ হইতে বোম্বাই আগমন করেন। বহু দিবসান্তে, নানা ক্লেশ সহ্য করিয়া আজ স্বদেশে উপস্থিত হইয়া, যে কি অতুল আনন্দ অনুভব করিলাম, তাহা বর্ণন করা দুঃসাধ্য। ২।৩ ঘণ্টার মধ্যে আমরা সকলে নীচে অবতবণ করিলাম। আমার পূর্ব্বপরিচিত সহচর, আমার শরীরের প্রতি দৃষ্টি করিয়া সংক্ষেপে সকল বিবরণ অবগত হইয়া অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিলেন। ছাউনীতে যাইবার পূর্ব্বে তিনি আমার জন্য একটী টুপি ও এক জোড়া পাদুকা আনিয়া দিলেন। আমরা সন্ধ্যার পূর্ব্বে মহানন্দে পুনরায় বোম্বাই ছাউনীতে উপনীত হইলাম। এখানে এক সপ্তাহ অবস্থান করত একখানি স্পেশাল ট্রেনে আলাহাবাদ যাত্রা করিলাম।

আলাহাবাদে অনেক দিন পর্য্যন্ত হিসাব শিক্ষার্থ থাকিতে হইল। এখানেও প্রায় তিন সপ্তাহ দিবস রজনী কাপ্তেন টারনবুলের নির্ম্মম অত্যাচারে পেষিত হইতে হইয়াছিল। তবে এ দংশনে আগে-কার মত তত তীব্রতা ছিল না। অবমাননা, অনুচিত তিরস্কার প্রভৃতি সকল প্রকার জঘন্য আচরণেরও শমতা হইয়া আসিয়াছিল। কি ভাবিয়া বলিতে পারি না, কাপ্তেন টারনবুল .ভারতবর্ষে পদার্পণ

করা অবধি আপন উগ্র প্রকৃতি অনেকটা প্রশমিত করিয়াছিলেন। আলাহাবাদের যাবতীয় কর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে শেষ হইবার অগ্রেই কাপ্তেন টার্‌নবুলের প্রতি কলিকাতা যাইবার আদেশ হইল। তিনি যাইবার সময় আমার এতাদৃশ ক্লেশ ও ত্যাগ স্বীকারের নিমিত্ত আমার উন্নতি করা দূরে থাকুক, বরং যতদূর সম্ভব আমার মন্দ করিয়া গেলেন। এমন কি একখানি সামান্য প্রশংসাপত্র পর্য্যন্তও দিয়া গেলেন না। আমার সময়ে সময়ে যে সকল অর্থ দণ্ড করিয়াছিলেন, তাহাও আমার বেতন হইতে কাটিয়া লইলেন। আমার যে এত মন্দ করিয়া গেলেন তাহাতে তৎকালে আমার তত কষ্ট বোধ হইল না; বরং কাপ্তেন টার্‌নবুলের হস্ত হইতে মুক্ত হইলাম, এই মনের উল্লাসে অভূতপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলাম। ডিসেম্বর মাসের ১০ই তারিখে আমি রাউলপিণ্ডি যাইবার পাশ প্রাপ্ত হইলাম। এই সময় হইতেই গবর্ণমেণ্টের সহিত আমার সমুদায় সংশ্রব এক রকম শেষ হইল।

আমি পঞ্জাব যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছি, মিশরযাত্রী সহচরগণ একে একে আমার নিকট বিদায় গ্রহণ করিতেছেন, এমন সময় জনৈক রাউলপিণ্ডির বন্ধুর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। ইনি তৎকালে বায়ু পরিবর্ত্তন ও কলিকাতা দর্শনের নিমিত্ত ২ মাস অবসর লইয়া স্বদেশোদ্দেশে বহির্গত হইয়াছিলেন। ইঁহার সহিত পূর্ব্বাবধি আমি বিশেষ সৌহার্দ্দসূত্রে আবদ্ধ ছিলাম। সুতরাং অনেক দুঃখ দুর্দ্দিনের পর এই প্রথম প্রিয়জনসন্দর্শনে কত যে আনন্দ অনুভব করিলাম, তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। ইঁহার এই স্থানে হঠাৎ আগমনে আমার কিছু দিনের জন্য পঞ্জাব যাত্রা স্থগিত রহিল। আমি ইঁহার প্রমুখাৎ আমার প্রিয় পরিজনবর্গের কুশলসংবাদ অবগত হইয়া নিশ্চিন্তে ইঁহার সহিত স্বদেশের দিকে ধাবিত হইলাম। যথাকালে উভয়ে জন্মভূমি লক্ষ্য করিয়া গাড়িতে উঠিলাম।

যত অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই উভয়ে "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" এই অমূল্য মহাবাক্যের যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে লাগিলাম। আমার প্রিয় সহচর জন্মাবধি কখনও বঙ্গভূমে পদার্পণ করেন নাই, চিরদিন উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলেই সময় অতিবাহন করিয়াছেন। সুতরাং বঙ্গের সকল পদার্থই তাঁহার নয়নে নূতন ও অদ্ভুত বোধ হইতে লাগিল। আমিও অনেক বিপদ্ রাশি, অনেক নৈরাশ্যের পর জন্মভূমি দর্শনে কিরূপ আনন্দিত হইলাম, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। আমরা নানাস্থানে বেড়াইয়া বড়দিনের কয়েক দিবস অগ্রে কলিকাতায় উপস্থিত হইলাম। চারিদিক্ হইতে বন্ধুগণ আসিয়া আমার হৃদয়ানন্দ শতগুণে বর্দ্ধিত করিলেন।

প্রায় ১৫ দিবস হৃদয়বন্ধুদের সহিত পরমানন্দে কাটাইয়া পঞ্জাবে আসিবার জন্য ব্যাকুল হইলাম। যথাকালে কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া রেলপথে পঞ্জাব যাত্রা করিলাম। আসিবার কালে কাশী, প্রয়াগ, কানপুর, আলিগড়, অমৃতসহর, লাহোর প্রভৃতি স্থানের বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত আনন্দে মিলিত হইয়া খ্রীষ্টীয় ১৮৮৩ সালের প্রারম্ভেই রাউলপিণ্ডিতে উপস্থিত হইলাম। আমাদের অভ্যর্থনার্থ সে দিন ষ্টেসনে বন্ধুগণ প্রত্যুষেই আগমন করিয়াছিলেন। সকলের সহিত অপূর্ব্ব আনন্দে সম্মিলিত হইয়া শোকাতুর বৃদ্ধ জনকের দর্শনলাভের জন্য মহা উল্লাসে বাটীতে আসিলাম। পরিত্যক্ত প্রিয়জনদিগের সহিত কি আনন্দ ও উল্লাসে প্রথম দর্শন কাটিয়া গেল তাহা অবর্ণনীয়, অতুলনীয়। অতঃপর আপন পরিবার বর্গের সহিত পুনর্ম্মিলিত হইয়া আনন্দে বাস করিতে লাগিলাম। আমি মিশর যাত্রার পর আমার জন্য যাঁহারা দিবস রজনী কেবল অবিরল নয়নজল বিসর্জ্জন করিতেন, যাঁহাদের হৃদয় হইতে আমার সহিত পুনঃসম্মিলনের আশা একেবারেই উন্মূলিত হইয়াছিল, অধুনা তাঁহারা

আমাকে পাইয়া কতদূর সুখী হইলেন, তাহাও পাঠকগণ অনুভব করুন।

আমার "মিশরযাত্রী বাঙ্গালী" এই খানেই এক প্রকার শেষ হইল। বোধ হইতেছে, যে আশা হৃদয়ে লইয়া ভারতবাসী ও ভারত গবর্ণমেণ্টের সম্মুখে আজ এক বৎসর আত্মনিবেদন করিতেছি, তাহা পূর্ণ হইল না। যে সকল ভীষণ দৃশ্য, লোমহর্ষণ ঘটনা, ইংরেজের অত্যাচার, ভারত সন্তানের অসীম কষ্ট ও সহিষ্ণুতার চিত্র আঁকিতে লেখনী ধারণ করিয়াছিলাম, তাহাতেও সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করিতে পারি নাই। হয়ত দুর্ব্বল হস্তের প্রথম উদ্যমে, অনেক স্থানের চিত্রগুলি আঁকিতে গিয়া বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছি। তবে ইহা নিশ্চয় বলিতে পারি যে ইহাতে একটীও অসত্যের অবতারণা করা হয় নাই। যাহা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট ও সত্য তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। ইংরেজের সাহায্যার্থে গমন করিয়া, অসহায় ভারতবাসীর ভাগ্যে যে বিষম দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়াছিল, রাজপুরুষগণ ভারত সন্তানগণকে সময়ে সময়ে যে নিদারুণ যন্ত্রণা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণেও আমার হৃদয় কণ্টকিত হয়, প্রাণ বিদীর্ণ হয়। আর যেন কখনও সেরূপ দুঃখের দিন দেখিতে না হয়! এমন অন্যায় অমানুষিক অত্যাচার আমি কখনও নয়ন-গোচর করি নাই। ভারতবাসী! তোমরা জাননা বিদেশীয়দের দ্বারা তোমাদের অসহায়ভ্রাতৃগণ সময়ে সময়ে কিরূপ লাঞ্ছিত, ও প্রপীড়িত হইয়া থাকেন। অন্যের কথা দূরে থাকুক, আমি স্বয়ং কাপ্তেন টার্নবুলের নিকট এবং অন্যান্য শ্বেতকায় প্রভুদের নিকট যেরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়াছি, আজ তাহা বলিতেও যুগপৎ আমার হৃদয়ে ক্রোধ, ঘৃণা ও দুঃখের সমাবেশ হইতেছে। মিশর-যুদ্ধ-সংক্রান্ত কর্ম্ম গ্রহণ করিবার জন্য আমি বারম্বার তার যোগে আহূত হইয়া আপন স্থায়ী কর্ম্ম পরিত্যাগ করি, ভবিষ্যতের উন্নতির জন্য প্রতিশ্রুত হই, দৈব দুর্ব্বিপাকে ভারত

প্রত্যাগমন কালে সাংঘাতিকরূপে আঘাত প্রাপ্ত হই, এবং তাহারই জন্য আজিও অকর্ম্মণ্য, কর্ম্মচ্যুত, অসহায় অবস্থায় অশেষ ক্লেশের মধ্যে কালযাপন করিতেছি। যে গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাপালনার্থ আমার পোষ্য পরিজন মণ্ডলীর অশেষ দুঃখের কারণ হইয়াছি, আজ সেই গবর্ণমেণ্ট আমার প্রার্থনায় একবার কর্ণপাতও করিলেন না। আপন অঙ্গীকার বিস্মৃত হইলেন। আমি বার বার একটী কর্ম্মের প্রার্থনা করিয়া আবেদন করিলাম, বার বার নানা কারণে তাহা হইতে দূরে সম্তাড়িত হইলাম। এখন আর কর্ম্মের জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করি না। স্বদেশবাসী কি ধনী, কি নির্ধন সকল ভ্রাতাদের নিকট এই প্রার্থনা করি, হতভাগ্য দুঃখী স্বজাতির মুখ চাহিয়া এখন হইতে তাঁহারা যেন যথাসাধ্য বাণিজ্য, কৃষি প্রভৃতি স্বাধীনবৃত্তিদ্বারা জীবিকা সংগ্রহ করিতে ও যথাসাধ্য অন্যকেও ঐ পথে যাইবার সাহায্য করিতে চেষ্টা করেন। এই দেখুন এ হতভাগ্য দাসত্ব করিতে গিয়াই আপনাকে সহস্র দুঃখে নিমগ্ন করিয়াছে, আত্মীয় স্বজনের অনন্ত দুঃখ অহর্নিশ দেখিয়া মর্ম্মাহত হইতেছে, এবং রোগ, শোক ও চিন্তার নির্ম্মম কশাঘাতে অবিরত নিপীড়িত হইতেছে। আমার বর্ত্তমান অবস্থা এত শোচনীয় যে বোধ হয় এই দুঃখশয্যাতেই অচিরে আমার জীবন লীলা শেষ হইবে।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

পরিশিষ্ট।

পূর্ণ ভাবেই হউক আর অপূর্ণ ভাবেই হউক, দক্ষতার সহিত হউক আর অদক্ষতার সহিতই হউক, যে ব্রত মস্তকে ধরিয়া "মিশর-যাত্রী বাঙ্গালী" আজ দুই বৎসর হইল বঙ্গীয় পাঠকগণের সম্মুখে অবতীর্ণ হইয়াছিল তাহা এতদিনে একরূপ সম্পূর্ণ হইল। কিন্তু তাই বলিয়া এই খানেই প্রিয় পাঠকবর্গের সংশ্রব হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে মন সরিতেছে না। তাই আজ নব মিশররাজ্য ও তাহার সদাশয় ইংরেজমন্ত্রিসংবেষ্টিত রাজসভা, সিংহলনির্ব্বাসিত মিশরবীর আরবী পাশা ও তৎপরিবার প্রভৃতি আধুনিক মিশর সম্বন্ধীয় সকল বিষয় পরিত্যাগ করিয়া, পুরাকালীন মিশরভূপতি, তাৎকালিক ধর্ম্মাচার্য্য ও সম্ভ্রান্তগণ এবং প্রজাবৃন্দের বিষয় কিছু বলিতে সচেষ্ট হইব। যে মিশর একদিন, উচ্চ বিজ্ঞান, নীতি, শিল্প-কৌশল, যোদ্ধৃবিদ্যা, কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতি সকল শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের উৎস স্বরূপ ছিল, যে মিশরের অতল মহান্ জ্ঞানসমুদ্র হইতে পৃথিবীর অনেক দেশে প্রথম জ্ঞানবারি সঞ্চারিত হইয়াছিল, আজ সেই মিশরের পূর্ব্বকীর্ত্তি বর্ণন করিয়া পাঠকগণকে উপহার দিব।

মিশরের প্রাচীন ভূপতিনিচয় সুকৌশলে অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজা পালন করিতেন, গভীর জ্ঞানশালী প্রবীণ আচার্য্য ও বুধমণ্ডলী রাজা ও প্রজাদের মধ্যে জ্ঞান ও ধর্ম্ম প্রচার করিতেন, রণবিদ্যালয়ে মহান্ রণপণ্ডিতগণের দ্বারা যোদ্ধৃবিদ্যা বিষয়ে অনর্গল বক্তৃতা প্রদত্ত হইত। এতদ্ভিন্ন বিজ্ঞানের আন্দোলন, শিল্প বাণিজ্যের বিস্তৃতি ইত্যাদি বিষয়ের জন্যও বিশেষ চেষ্টা করা হইত এবং সর্ব্বোপরি রাজা প্রজা, ধনী মধ্যবিত্ত, স্ত্রী পুরুষ, বালক বালিকা, প্রৌঢ়া যুবতী সম্বলিত

বিস্তৃত মিশর সমাজ মধ্যে পবিত্রতা শান্তি ও আনন্দের উৎস নিয়ত উৎসারিত হইত। পুরাকালের সেই স্বর্গাদপি গরীয়সী মিশর ভূমি অধুনা ঘোর শ্মশানে ও নরকাবর্ত্তে পরিণত হইয়াছে। এবং সেই দেবতুল্য প্রজ্ঞাবান্, অতুলসাহসী লোকদিগের বংশধরগণ সকল প্রকার পূর্ব্ব শক্তি ও সম্পদ্ হইতে বিচ্যুত হইয়া, পরাধীন নিকৃষ্ট জীবে পরিণত হইয়াছে। মিশরযুদ্ধের লোমহর্ষণ ব্যাপার সকল যদি পাঠকগণ সহিষ্ণুচিত্তে পাঠ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন, তাহা হইলে মিশরের অপরাপর বৃত্তান্তও যে তাঁহাদের নিতান্ত অপ্রীতিকর হইবে না তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

আজ এই অতি ক্ষীণ আশার আলোকেই আমার "মিশরযাত্রী বাঙ্গালী"র পরিশিষ্ট অংশ আঁকিতে বদ্ধপরিকর হইলাম। প্রাচীন মিশরের মানচিত্রে পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন, মিশর কিরূপ সুন্দর প্রাকৃতিক পরিখায় পরিবেষ্টিত। ইহার উত্তরে দিগন্ত ব্যাপী সুনীল ভূমধ্যস্থ সাগর, পূর্ব্বদিকে লোহিত সমুদ্র ও সুয়েজ যোজক (অধুনা সুয়েজ খাল), দক্ষিণে ইথিওপিয়া ও পশ্চিমে লিবিয়ান্ মরুভূমি। এমন সুন্দর রূপে মিশরের চারিদিক্ পর্ব্বতসংবেষ্টিত যে দেখিলেই বোধ হয় যেন স্বয়ং প্রকৃতি আপন সুন্দর ক্রোড়দেশে একটী অনুদ্ভিন্নযৌবনা অপরূপরূপলাবণ্যবতী রমণীরত্নকে যত্নে স্থান দিয়াছেন। পশ্চিম দিক্স্থিত পর্ব্বতাবলী মিশরকে মরুভূমির আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতেছে। কিন্তু রজতবর্ণ নীলনদই মিশর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মনোহর ও উপকারী বস্তু। এই মহাপ্রভাবসম্পন্ন নদ, মিশরের অতুল সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়াই যেন স্বেচ্ছায় আপন জন্মভূমি ইথিওপিয়া পরিত্যাগ করত দক্ষিণাভিমুখী হইয়া মিশরহৃদয়মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন এবং আপন উন্নত হৃদয়ের মহান্ উৎস হইতে মিশরকে সুশীতল প্রেমে সঞ্জীবিত রাখিয়াছেন। নীল নদ ভিন্ন মিশর মধ্যে আর কুত্রাপি

পিপাসার বারি পাওয়া অসম্ভব। এমনি বিচিত্রভাবে মিশরের মধ্য দিয়া বারিময় নদ রেখা গমন করিয়াছে যে যে দিক্ হইতে পিপাসাতুর ব্যক্তি জলান্বেষণে বহির্গত হউক না কেন, সমুদ্রতল হইতে ৫ ঘণ্টার পর্য্যটনেই নদী জলের সন্দর্শন পাইবেই পাইবে।

ভাই ঘোর নাস্তিক! একবার আপন পাষাণ হৃদয়ের অবিশ্বাসের আবরণ উন্মোচন করিয়া মিশরে পরমেশ্বরের বিচিত্র কৌশল এবং অনন্ত দয়ার ভাব প্রত্যক্ষ দর্শন কর। মিশরের প্রায় উত্তর প্রান্ত-ভাগে কাইরো ও আলেকজান্দ্রিয়া অবস্থিত। এই স্থানে নীল দুইটী মহাবাহু বিস্তার করিয়া এক হস্তে কাইরো ও অপর হস্তে আলেক-জান্দ্রিয়া মহানগরী ধারণ করিয়া অতি মনোহর দৃশ্য বিকাশ করিয়াছেন এবং আপন উপকারিতা ও সদাশয়তার পরিচয় প্রদান করিতেছেন। নীল আকণ্ঠ ভরিয়া ভূমধ্যস্থ সাগরের তিক্ত লব-ণাম্বু করপুটে অবিরত পান করিয়াও মিশরবাসীদিগকে সুশী-তল সুমিষ্ট বারি প্রদান করিতেছেন এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণ করি-তেছেন যে, প্রকৃত মহতেরা হাজার কটু তিক্ত পদার্থ দ্বারা পোষিত হইলেও কালে সুমিষ্ট ও মধুর ফল প্রসব করেন। কিন্তু নিম্ব-বৃক্ষজাতীয় নীচেরা হাজার ক্ষীর, সর, নবনীত, মধু প্রভৃতি সুমিষ্ট পদার্থে পরিপালিত হইলেও পরিণামে ভয়ানক কটু, কষায়, তিক্ত ফল ভিন্ন আর কিছুই উদ্গিরণ করে না। পৃথিবীর স্থল ভাগের এক চতুর্থাংশ আফ্রিকা। তাহার মধ্যে যদি মিশর না থাকিত, অথবা মিশর যদি নীলবিরহিত হইত, তাহা হইলে পৃথিবীর সেই প্রকাণ্ড ভাগের অধিকাংশ কেবল মরীচিকাপূর্ণ মরুভূমি অথবা বিভীষিকাময় মহাশ্মশানে পরিণত হইত, কখনই এরূপ সুদৃশ্যদর্শন সুসভ্য দেশ বলিয়া গণ্য হইত না। ধন্য অপারশক্তি বিশ্বস্রষ্টা, যিনি মরুভূমির মধ্যেও এতাদৃশ আশ্চর্য্য দয়ার ব্যাপার প্রকাশ করিয়াছেন।

মিশর মরুভূমিময় আফ্রিকার একাংশ হইয়াও অতিশয় উর্ব্বর

বলিয়া বিখ্যাত। এখানে বহুবিধ মনুষ্যপ্রয়োজনোপযোগী বৃক্ষ লতা, ফল শস্য ও জীব জন্তু দেখিতে পাওয়া যায়। পাঠকগণের প্রীতির নিমিত্ত নিম্নে তাহার কতকগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল। মিশরে পাপীরস (Papyrus) নামে এক জাতীয় ছয় সাত হাত দীর্ঘ উদ্ভিদ্ জন্মায়। যখন পৃথিবীর অধিবাসিগণের নিকট কাগজ একেবারে অপরিজ্ঞাত ছিল, এবং তালপত্রে, বৃক্ষের বল্কলে, মম আচ্ছাদিত তক্তায় লিখন কার্য্য সম্পন্ন হইত, তখন মিশরীয়গণই আপন প্রতিভাবলে এই পাপীরসের বল্কল হইতে, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম এক রূপ পাতলা পাত বাহির করিয়া প্রথম কাগজের প্রচলন করেন। বিখ্যাত ইতিহাসবেত্তা ভেরো বলেন এই মিশর দেশেই দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার নরপতি কর্তৃক কাগজের প্রথম সৃষ্টি ও আবিষ্কার হয়। কিন্তু এতদ্বিষয়ে প্লিনি ও ভেরোর মধ্যে মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। ভেরো বলেন আলেকজাণ্ডারের দ্বারা কাগজের প্রথম সৃষ্টি হইয়াছে। প্লিনি বলেন, বিখ্যাত মিশরভূপ টলেমীই কাগজের আবিষ্কার করিয়াছেন। আমার বোধ হয় ভেরোর মতই ঠিক।

লীনাম, অর্থাৎ তিসি বৃক্ষ এখানে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। ইহা দেখিতে ক্ষুদ্র পুষ্প বৃক্ষের ন্যায় মনোহর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা-বিশিষ্ট। ইহার এক হস্ত পরিমিত ক্ষুদ্র ক্ষীণ দেহ নীল রঙ্গের কুসুমে সমস্ত ক্ষেত্র ছাইয়া ফেলে। ইহার বল্কল হইতে এক প্রকার অতি সূক্ষ্ম সূত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই সূত্র হইতে মল মল, লংক্লথ, কেম্ব্রিক, শ্বেত ফিতা প্রভৃতি নানাবিধ মূল্যবান বস্ত্র প্রস্তুত হয়। পুরাকালের ধর্ম্মাচার্য্য, পুরোহিত এবং সম্ভ্রান্ত লোক সকল এই সূত্রনির্ম্মিত বসন অতি আগ্রহসহকারে ব্যবহার করিতেন। বহুলোক এই শিল্প কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত। শুনা যায় অধিকাংশ শ্রমজীবী মিশররমণীই এই সূক্ষ্ম শিল্প কার্য্যে সহায়তা করিত। বিদে-

শের নানা স্থানে এই সূত্রবিনির্ম্মিত বিভিন্ন জাতীয় বস্ত্র সকল বহুল পরিমাণে প্রেরিত হইত। একদা মিশরের বাণিজ্য ক্ষেত্রে লীনাম শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিয়াছিল। এই লীনাম এ দেশের নানা স্থানে জন্মায়, কিন্তু স্থান ও কাল মাহাত্ম্যে মিশর দেশের মত লাভশীল উদ্দেশ্যে পরিণত হয় না। ভারতে না জন্মায় এমন সামগ্রী অতি অল্পই আছে, তথাপি ভারতবাসীর দুঃখ আর ঘুচিল না। ভাই ভারত সন্তান! ইহা কি অল্প পরিতাপের বিষয় যে দেখিতে দেখিতে সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া দূরদেশ হইতে বিদেশীয়গণ আসিয়া ভারতের উর্ব্বর ক্ষেত্র সকল অনায়াসে অধিকার করিল; তোমারই ভ্রাতা ভগিনীদিগের দ্বারা কর্ষণ, বপন প্রভৃতি সকল প্রকার মহাক্লেশসাধ্য কার্য্য করাইয়া অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে চা, নীল, রেসম প্রভৃতি নানা লাভকর দ্রব্য উৎপাদিত করিয়া অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া গেল; আর তোমরা নিশ্চিন্তমনে বেতনভোগী দাস হইয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছ?

ভারত কি এখনও জাগিবে না? নিদ্রাভিভূত ভারতসন্তান দাসত্ব-স্পৃহা ত্যাগ করিয়া প্রাচীন মিশরীদের মত স্বাধীন কৃষিবাণিজ্যের উন্নতি করিয়া কি আপন অবনত অবস্থা উন্নত করিতে পারিবে না? পরস্পর সহানুভূতি প্রদর্শন দ্বারা কি মৃতপ্রায় জাতীয় জীবনের পুনঃ সঞ্চার করিতে চেষ্টা করিবে না? হায়! আমাদের কি দুর্ভাগ্য! যে ভারত আমাদের নিজস্ব, যেখানে বহুদূরসমাগত বৈদেশিকেরা আসিয়া স্থান পাইল, আহার পাইল, মুহূর্ত্তে ঐশ্বর্য্যবান হইয়া গেল, সেই জন্মভূমিতে তাহার দুর্ব্বল সন্তান সন্ততিগণ নিদ্রায় শান্তি ও ক্ষুধায় দুটী অন্নেরও অধিকারী হইল না! হে ভারতবাসী ভ্রাতৃবর্গ! সকলে স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া দেশের শিল্পবাণিজ্যের ও কৃষি-কার্য্যের উন্নতির চেষ্টা কর। রত্নপ্রসবিনী ভারতভূমির অভাব কিসের? এখানে কি নাই? কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প প্রভৃতির জন্য যাহা

কিছু প্রয়োজনীয় সকলই আছে। নাই কেবল উৎসাহ, উদ্যম; নাই কেবল পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস ও সহানুভূতি। দেখ, বিদেশীয়গণ কত প্রকার উপায়ে তোমাদের দেশ হইতে অর্থ লাভ করিতেছে। কিন্তু তোমরা কি করিতেছ ? তোমরা করিবেই বা কি ? যাহার অর্থ আছে তাহার উৎসাহ নাই। যাহার উৎসাহ আছে তাহার অর্থ নাই। তোমরা লক্ষ মুদ্রা জমা দিয়া বিদেশীয়ের সেবক হইবে, অথচ নিজে স্বাধীন ব্যবসায় অবলম্বন করিবে না! যদি দেশের উন্নতি চাও, যদি জগতের মধ্যে উন্নত জাতি বলিয়া মস্তক তুলিতে চাও, তবে স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বন কর। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ভাব প্রস্ফুটিত না হইলে, রাজনৈতিক উন্নতির জন্যই চেষ্টা কর, আর যাহাই কর, কিছুতেই কিছু হইবে না।

সম্পূর্ণ।